NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ কানপুরে প্রথম দিন সাত ওভার বল করেই নজির অশ্বিনের

হারের হ্যাটট্রিক ইস্টবেঙ্গলের, 'গো ব্যাক' শুনলেন কোচ ৭

কলকাতা ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ১১ আশ্বিন ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১১০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.09.2024, Vol.18, Issue No. 110, 8 Pages, Price 3.00

মিছিলের পর সমাবেশ, মহালয়ায় দখল ধর্মতলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহালয়ার দিন মহা সমাবেশের ডাক জুনিয়র চিকিৎসকদের। এদিন আরজি করের জুনিয়র চিকিৎসক তথা আন্দোলনের অন্যতম মুখ দেবাশিস হালদার জানালেন, ২ তারিখ মহালয়া। সেদিন তাঁরা মহামিছিলের ডাক দিয়েছেন। তারপর ধর্মতলায় মহাসমাবেশ হবে। দুপুর ১টা থেকে এই কর্মসূচি রয়েছে।

জুনিয়র চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, উৎসবের মতো মানসিকতা তাঁদের নেই। ওই সময়েও তাঁরা বিচারের দাবিতেই সোচ্চার থাকবেন। আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর জুনিয়র চিকিৎসকদের প্রতিবাদ কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে, 'পাড়ায় থাকছি একসাথে, উৎসবে নয় প্রতিবাদে'। ওই দিন তাঁদের আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকেও আহ্বান করেছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা।

মহালয়ার ঠিক আগের রাত অর্থাৎ ১ অক্টোবর, রাত ১১টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত পথে নামার কর্মসূচি আগেই ঠিক করেছিলেন অনিকেত, দেবাশিসরা। অষ্টমী অর্থাৎ ১১ অক্টোবরও সারারাত পথে থাকার কথা তাঁদের। তবে শুক্রবার দুই নতুন কর্মসূচিকেই আরও বৃহত্তর করে তোলার ঘোষণা করলেন জুনিয়র চিকিৎসক দেবাশিস হালদার। যিনি টানা ৪১ দিন ধরে আরজি করের তরুণী সহকর্মীর মর্মান্তিক পরিণতির বিচার চেয়ে আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠেছেন। দেবাশিসের কথায়, 'উৎসবের মানসিক প্রস্তুতি নেই। সামনে পুজো আসছে। আমরা কাউকে উৎসবে বিরত থাকতে বলতে পারি না। কিন্তু আমরা উৎসবের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত নই।'

এরপরই তিনি জানান, মহালয়া অর্থাৎ দেবীপক্ষের সূচনায় দিনভর তাঁদের কর্মসূচি থাকবে। ধর্মতলায় মহা সমাবেশ হবে। আবার এই সময়ে ধর্মতলা চত্বরে কোনও রকম মিছিল, সভা, সমাবেশ, জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কলকাতা পুলিশ। ফলে এই নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে ওইদিন জুনিয়র চিকিৎসকদের সমাবেশ কতটা শান্তিপূর্ণ ভাবে হওয়া সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে।

আরজি কর কাণ্ডের বিচার চেয়ে উৎসবের মরশুমেও পথে নামার ডাক দিয়েছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। মহালয়া এবং অষ্টমীতে রাত দখলের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। শুক্রবার এসএসকেএমের গণ কনভেনশন থেকে তাঁরা আরও গুরুত্ব দিলেন সেই কর্মসূচিকে। শুক্রবারের গণ কনভেনশনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষজনের মতামত সংগ্রহ করেছেন উদ্যোক্তারা। বিচারের দাবিতে সোচ্চার সিনিয়র চিকিৎসকরাও।

'আগুন এখনও নেভেনি', এই বার্তা দিয়ে শুক্রবার বিকেলে এসএসকেএমের অডিটোরিয়ামে গণ কনভেনশন শুরু করলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। শুক্রবারের এই গণ কনভেনশনে যোগ দিয়েছেন বিভিন্ন পেশার বহু মানুষ। ছিলেন রিকশাচালক, ডেলিভারি বয়রাও। তাঁরাও বিচারের দাবি, নিরাপত্তার দাবিতে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরছেন। প্রশ্ন তুলছেন তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে। নিশানা করছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইকে। গত ৯ অগস্ট থেকে আরজি করের ঘটনা প্রবাহ দেখানো হয় একটি ভিডিয়োয়। যাতে সকলের কাছে ছবিটা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রায় ৪৬ জন বক্তা এই কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন।

এসএসকেএমের ডিরেক্টর মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'জুনিয়র ডাক্তাররা আমাদের স্তম্ভ। এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা যে কোনও হাসপাতালে ঘটতে পারে, তা কল্পনাও করা যায় না। এর সঙ্গে যাঁরা সরাসরি বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত, তাঁদের সকলকে চিহ্নিত করা হোক।' একে একে সিনিয়র চিকিৎসকদের বক্তব্যে উঠে আসতে থাকে হুমকি সংস্কৃতির মতো বিষয়। জুনিয়র চিকিৎসকদের প্রতিনিধি দেবাশিস হালদারের আক্ষেপ, ৫০ দিন পেরিয়ে গেল, এখনও বিচার এল না। এই অবস্থায় উৎসবের মানসিকতা নেই।

বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ সন্দীপের বাড়িতে পুর-নোটিস

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ। আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে নোটিস দিল কলকাতা পুরসভা। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর সস্ত্রীক সন্দীপ ঘোষকে পুরসভায় তলব করা হয়েছে বলে খবর।

একের পর এক বেআইনি কাণ্ডকারখানা ঘটানোয় চাপ বেড়েই চলেছে সন্দীপ ঘোষের ওপর। এদিকে, আরজি করের চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনার পর একে একে সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ সামনে এসেছে। একটি নয়, দু'টি পৃথক মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন তিনি। তিলোত্তমা খুন ও ধর্ষণ এবং দুর্নীতির মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। ফলে জেলবন্দি তিনি। এরই মধ্যে এবার তাঁর বাড়ি নিয়েও উঠল অভিযোগ। সম্প্রতি তাঁর বেলেঘাটার চারতলা বাড়িতে নোটিস লাগিয়ে দিয়ে আসতে দেখা গেল কলকাতা পুরসভার পুর আধিকারিকদের।

কলকাতা পুরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে সন্দীপ ঘোষের একটি বাড়ি রয়েছে। অভিযোগ, নিয়ম না মেনে ওই বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। গত ১১ সেপ্টেম্বর ওই সন্দীপের এক প্রতিবেশী কলকাতা পুরসভার দ্বারস্থ হন। অভিযোগ করেন, চার পাশে ৪ ফুট করে জায়গা না ছেড়ে বাড়ি করা হয়েছে। অভিযোগ পেয়েই পরিদর্শন করেন পুরসভার আধিকারিকরা। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর,

অভিযোগের ভিত্তি রয়েছে এমন সব তথ্য সামনে আসার পরই কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে ওই নোটিস লাগিয়ে দিয়ে আসা হয়। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর সন্দীপ ঘোষের পরিবারের কোনও সদস্যকে পুরনিগমে গিয়ে এই বেআইনি নির্মাণ নিয়ে জবাব দিয়ে আসতে হবে।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, পুরো বিষয়টা বরোর নজরদারিতে আছে। বরোর আধিকারিকরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ছবি তুলে নোটিস পাঠাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অভিযোগ উঠেছে বলেই এই নোটিস দেওয়া হয়েছে। তবে এই একটি নয়, সন্দীপ ঘোষের একাধিক ঠিকানায় বাড়ি রয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থা তদন্ত করতে গিয়ে দেখেছে, ক্যানিংয়ে রয়েছে সন্দীপ ঘোষের একটি বাগানবাড়ি, এছাড়াও তাঁর নামে রয়েছে ফ্ল্যাটও।

অন্যদিকে বৃহস্পতিবার দীর্ঘ সময় সন্দীপের শ্যালিকা অর্পিতা বেরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইডির আধিকারিকরা। ইডি সূত্রের খবর, অর্পিতা বেরার বাড়িতে প্রায় ২০০টি উত্তরপত্রের কপি উদ্ধার হয়েছিল, তা কী ভাবে এল, সে বিষয়ে জানতে চান তদন্তকারীরা। এই উত্তরপত্রের কপি নিয়ে আর্থিক লেনদেন হয়েছিল কিনা ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে ইডি। সেই সূত্রেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় অর্পিতা বেরাকে। উত্তরপত্র ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ফ্ল্যাটের দলিল-সহ একাধিক সম্পত্তির হদিস পাওয়া গিয়েছিল সন্দীপ ঘোষের একাধিক ঠিকানায়। উদ্ধার হয়েছিল সরকারি টেন্ডারের কপিও। এই সমস্ত বিষয়গুলি ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে ইডি।

পুজোর আকাশে রক্তচক্ষু বৃষ্টিরও

নিজস্ব প্রতিবেদন দিন দুয়েকের জন্য আপাতত দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার উন্নতি হতে চলেছে। আংশিক, মেঘলা আকাশ থাকলেও, বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে দিনভর। মাঝে আর এক সপ্তাহ পুজোর বাকি। মহালয়া থেকে টানা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আপাতত চার-পাঁচদিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, টানা বৃষ্টির ছেদ পড়লেও, এখনই দুর্যোগ কাটছে না। মৌসম ভবন সূত্রে খবর, গত কয়েকদিন ধরে ভারতের বেশ কিছু জায়গায় বর্ষা অত্যন্ত সক্রিয়। গত কয়েকদিন একাধিক রাজ্যে অবিরাম বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও, ভারতের আবহাওয়া বিভাগ ফের ১৭ রাজ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। সঙ্গে আইএমডি এও জানিয়েছে যে এই সপ্তাহে দেশের কিছু অংশ থেকে বর্ষার বিদায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই গোটা দেশ থেকে পাততাড়ি গোটাতে পারে বর্ষা। তবে তার আগে এখনও বৃষ্টির বড় খেল বাকি।

পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর বৃষ্টির ব্যাপকতা কমবে। এরপর অক্টোবরের ১ তারিখ এবং ২ তারিখ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। তবে এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন আম-বাঙালির কাছে কেমন থাকবে পুজোর আবহাওয়া তা নিয়ে। হাওয়া অফিসের সর্বশেষ আপডেট অনুসারে, পুজোর ৪ দিন, অর্থাৎ ৫ থেকে ৯ অক্টোবর কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। এরপর ১০ অক্টোবর থেকে ১৩ অক্টোবর অর্থাৎ পুজোয় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতা-সহ দক্ষিণের জেলাগুলিতে। দক্ষিণের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এই সময়ে। পুজোর মরশুমে বিরাট কিছু বৃষ্টি হবে না। ৫-৯ উত্তরবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

এদিকে, মৌসম ভবনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, গুজরাত,

এরপর দুয়ের পাতায়

রাজ্যের পরিশ্রমের ফসলেই কলকাতায় সেমি-কন্ডাকটর বিপ্লব, ফের দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার হাত ধরেই দেশে সেমিকন্ডাক্টর বিপ্লব শুরু হতে চলেছে। এই শিল্পই বাংলাকে বিশ্ব মানচিত্রে নতুন জায়গা তৈরি করে দেবে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার আমেরিকার কনসাল জেনারেলের সঙ্গে বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রে প্রচুর চাকরি হবে, জমিও রাজ্য তৈরি করে রেখেছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

বৈঠকের পরেই তিনি জানিয়েছিলেন ওই কারখানার জন্য জমি প্রস্তুত। এরপরে এদিন এক্স হ্যান্ডলে ওই প্রকল্পের জন্য আমেরিকা সরকার এবং বিনিয়োগকারী মার্কিন সংস্থাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'ভারতে সেমিকন্ডাক্টর বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে চলেছে কলকাতা। রাজ্যে নতুন প্রযুক্তি এবং বিনিয়োগ আনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে নিরলস চেষ্টা করেছে, তার ফলেই আমেরিকা থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। এতে রাজ্যের দক্ষতা এবং ক্ষমতাই প্রকাশ পায়।'

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যকে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের হাব হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বহুদিন ধরেই চেষ্টা চলছে। বাংলায় সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে এবার। প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকা সফরের সময় ঘোষিত প্রকল্পটির জন্য রাজ্য সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ওয়েবেল এবং তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর বহুদিন ধরে ওই সংস্থার সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছে। রাজ্যে ওই কারখানা তৈরির ঘোষণা সেই চেষ্টারই সুদূরপ্রসারী ফল। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে তেমনই এ রাজ্যের যুব সম্প্রদায়ের মেধা শক্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে কার্যকরী করা যাবে। তিনি বলেন, 'আমাদের বিশ্ব বাংলা গড়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হচ্ছে। জাতীয় নিরাপত্তার জন্যও দারুণ কার্যকর হতে চলেছে এই সেমিকন্ডাক্টর কারখানা। বৃহস্পতিবার ভারত সরকার যে টুইট করেছিল, তাতে সে কথাই বলা হয়েছে।' তিনি জানিয়েছেন, এ জন্য আমেরিকার সরকার এবং কর্পোরেট সংস্থার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। তাঁর কথায়, 'বিশ্বের মানচিত্রে আবার উল্লেখযোগ্য স্থান হিসাবে নিদর্শন রাখবে বাংলা।'

ভারতে সেমিকন্ডাক্টর বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে চলেছে কলকাতা। রাজ্যে নতুন প্রযুক্তি এবং বিনিয়োগ আনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে নিরলস চেষ্টা করেছে, তার ফলেই আমেরিকা থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। এতে রাজ্যের দক্ষতা এবং ক্ষমতাই প্রকাশ পায়। বিশ্বের মানচিত্রে আবার উল্লেখযোগ্য স্থান হিসাবে নিদর্শন রাখবে বাংলা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দিন ঘোষণা এসএসসির

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর আগেই হবে উচ্চ প্রাথমিকের কাউন্সেলিং। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানাল স্কুল সার্ভিস কমিশন। পুজোর আগেই ৩ এবং ৪ অক্টোবর কাউন্সেলিং হবে উচ্চ প্রাথমিকের। পুজোর পরে আরও তিন দফা কাউন্সেলিং হবে বলে জানাল এসএসসি। মেধাতালিকা ঘোষণার এক মাসের মধ্যেই পাঁচ দফা কাউন্সেলিং সম্পন্ন করতে চলেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে আচার্য সদনে এই কাউন্সেলিং এর আয়োজন করা হয়েছে। পার্শ্ব শিক্ষকদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষিত আসন রয়েছে বলে জানানো হয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফ থেকে।

প্যানিক ব্যাটন

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিলোত্তমা কাণ্ডের পর আরজি করে এবার নিয়ে আসা হচ্ছে প্যানিক ব্যাটন প্রযুক্তি। শুক্রবার বৈঠক করে প্যানিক অ্যালার্ম বসানোর সিদ্ধান্ত নেন আরজি কর কর্তৃপক্ষ। বিপদের আভাস পেতে এই পদক্ষেপ আর জি কর কর্তৃপক্ষের বলে সূত্রে খবর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, হাসপাতালের প্রতিটি ওয়ার্ডে থাকবে এই প্যানিক বাটন। কন্ট্রোল রুমে প্যানেলের মাধ্যমে বোঝা যাবে কোন ওয়ার্ডে বাজছে বিপদ ঘন্টি। কন্ট্রোল রুমের থেকে এই বার্তা পেয়েই ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছে যাবেন সিআইএস এফ জ ওয়ানরা।

নরবলি

স্রেফ কুসংস্কারের বশে খুন দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া। মূল অভিযুক্ত বেসরকারি স্কুলেরই ডিরেক্টর, তার বাবা এবং তিন শিক্ষক। পাঁচজনকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের হাথরাসের। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, হাথরাসের রাসগাও এলাকায় ডিএল পাবলিক স্কুলের ডিরেক্টর, তাঁর বাবা এবং তিন শিক্ষক ওই স্কুলের উন্নতিকল্পে নাকি এই নরবলির পরিকল্পনা করেন। স্কুলের ডিরেক্টরের বাবা 'কালোজাদু'র চর্চা করে।

তোলাবাজির দুই অভিযোগ

কাউন্সিলরের দরাদরি ভিডিও প্রকাশ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরসভার ১২৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে তোলা চাওয়ার অভিযোগ উঠল। ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছন্দা সরকারের একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে তোলা চাওয়ার অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যদিও ভিডিয়োর সত্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন ছন্দা। যদিও ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি একদিন পত্রিকা। এমনকি, শুভেন্দুর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।

শুক্রবার দুপুরে সমাজমাধ্যমে শুভেন্দু একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন। ভিডিয়োতে শুধু ছন্দাকে দেখা গেলেও, ওই ঘরে যে আরও কয়েকজন ছিলেন তা স্পষ্ট। তবে তাঁদের কাউকেই দেখা যায়নি ভিডিয়োতে। কোনও এক প্রোমোটারের সঙ্গে জমি সংক্রান্ত আলোচনার সময়েই ওই ভিডিয়ো তোলা হয়েছে বলে দাবি করেছেন শুভেন্দু। সেখানে ছন্দাকে কারও কাছে টাকা চাইতে শোনা গিয়েছে। ভিডিয়োতে ছন্দাকে বলতে শোনা যায়, 'ঘনশ্রী কত করে নিতেন?' তাঁর উত্তরে কেউ একজন বলেন, 'স্কোয়্যার ফুট হিসাবে ১৫০ টাকা!' ছন্দাকে সেই টাকা কমিয়ে দিতে শোনা যায়। তিনি বলেন, 'আমাকে ৮০ টাকা করে দিলেই হবে। তোমরা কাজ কর।' শেষ পর্যন্ত দু'পক্ষের মধ্যে এক লাখ টাকার 'চুক্তি' হয়। ছন্দার দাবি, এক লাখ দিয়ে কাজ শুরু করুক। তাঁর কোনও আপত্তি নেই।

যদিও তোলা চাওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ছন্দা। তাঁর পালটা হুঁশিয়ারি, 'শুভেন্দু অধিকারী জানান তিনি কোথা থেকে এই ভিডিয়ো পেয়েছেন। আমি তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করব।' দলের সঙ্গে আলোচনা করেই ওই ভিডিয়ো নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ করবেন বলেও জানিয়েছেন ছন্দা। শুভেন্দুর উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তিনি বলেন, 'যদি সৎ সাহস থাকে তো যিনি ভিডিয়ো করেছেন, তাঁর নাম প্রকাশ্যে আনুক।' পরে শুভেন্দু সংবাদমাধ্যমের সামনে আবার সেই ভিডিয়ো দেখিয়ে দাবি করেন, 'তৃণমূল মানেই চোর। কোনও পরিবর্তন হয়নি।'

উল্লেখ্য, কলকাতা পুরসভার ১২৫ নম্বর ওয়ার্ডটি ১৬ নম্বর বরোর অংশ। পশ্চিম বড়িশা ও দক্ষিণ বেহালা রোড এবং ঠাকুরপুকুরের কিছু অংশ এই ১২৫ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত। ২০২১ সাল পর্যন্ত এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন তৃণমূলের ঘনশ্রী বাগ। পরে এই ওয়ার্ড মহিলা সংরক্ষিত হওয়ায় তৃণমূল ২০২১ সালের পুরসভা নির্বাচনে ছন্দাকে প্রার্থী করে। প্রথমবার ভোটে জিতেই জয় পান তিনি। অন্য দিকে, ১২৬ নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী করা হয়েছিল ঘনশ্রীকে।

মেয়রের ওএসডির বিরুদ্ধে থানায় অভিষেকের অফিস

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচয় দিয়ে বাজার থেকে দেদার টাকা তোলার অভিযোগ। অভিযোগ খোদ মেয়র ফিরহাদ হাকিমের 'অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটি' অর্থাৎ 'ওএসডি' কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে শেক্সপিয়র সরণি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আর অভিযোগ দায়ের করলেন খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই দফতরের এক আধিকারিক। যা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে তৃণমূলের অন্দরেই। ওই অভিযোগের কথা প্রকাশ্যে আসার পর ফিরহাদ জানান, এ বিষয়ে তাঁর কাছে কোনও খবর ছিল না। তাঁকে আগে জানানো যেত বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। অন্যদিকে, কালীচরণের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না। যা বলার মেয়র সাহেব বলবেন।'

ফিরহাদের ওএসডি কালীচরণের নামে শেক্সপিয়র সরণি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অয়ন ঘোষ দস্তিদার নামে এক ব্যক্তি। তিনি ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের দপ্তরে কর্মরত। অভিযোগে বলা হয়েছে, কালীচরণ টাকা তুলছেন অভিষেকের নাম করে। লালবাজারের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশের এক কর্তা জানান, আনুষ্ঠানিক ভাবে এ বিষয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করা হবে না।

শুক্রবার বিধানসভায় গিয়েছিলেন মেয়র ফিরহাদ।

এরপর দুয়ের পাতায়

শুরু হল শারদোৎসব উপলক্ষে এক অভিনব প্রয়াস

একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

আগমনী

একমাস ব্যাপী বিশেষ আয়োজন

১০ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সেজে উঠবে দুর্গাপুজোর আঙ্গিকে রচিত কবিতা, ছোট গল্প, খাওয়া-দাওয়া, ফ্যাশন-সহ বিভিন্ন রচনায়।

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "পুজোর লেখা" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৬/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে Bitan Kumar Saha S/o. Bikash Chandra Saha ও Bitan Kr Saha S/o. B. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৮ নং এফিডেভিট বলে Sanat Kumar Dhole S/o. Gangaram Dhole ও Sanat Kr Dholey S/o. G. R. Gholey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৩৭ নং এফিডেভিট বলে Arjun Shaw S/o. Lt. Ramchandra Shaw ও Arjun Kewat S/o. Kedar Kewat সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে Sanjit Malik C/o. Balika Malik (Mother) ও Sanjit Kr. Malik C/o. B Malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

I, Gretta Moreira R/o. 1218 Keota Sarat Park, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B. declared that, my husband Anthony George Lawrence Moreira & Anthony Moreira both are the same & one identical person vide affidavit no. 65 sworn before S.D.E.M., Chinsurah, Hooghly Court on 25/09/24. Jeffrey Raymond Moreira is my son.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত ২৬/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে Sk Nazrul Islam S/o. Sk Matiar Rahaman, Sheikhnazrul Islam S/o. Motiar Rahaman ও Sk Nazrul Islam S/o. M. Rahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Deepak Pareek, S/o Ashok Kumar Pareek, residing at Clubtown Enclave, Bl 4 Fl 2A, 20, Chinar Park, North 24 Parganas, 700157 (West Bengal), India have changed my name and shall henceforth be known as Deepak Kumar Pareek as declared before the Notary Public vide affidavit no. 36 dated 20th November 2020 Deepak Pareek and Deepak Kumar Pareek both are same and identical.

ঃঃ বিজ্ঞপ্তি ঃঃ

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, দুইখানি মূল সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল যাহা ১) ০৭/১০/২০০২ তারিখে ডিষ্ট্রীক্ট সাব-রেজিষ্ট্রার-২নং আলিপুর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১নং বহির, ৫২ নং ভল্যুমের, ৪২১ নং পাতা হইতে ৪৪৬ নং পাতায় লিখিত, ২০০২ সালের ১৮৮৬ নং রূপে সোমনাথ সেন এবং মানষী সেন এর নাম বরাবর লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং ২) ০৬/০৮/২০০৭ তারিখে এ্যাডিশনাল রেজিষ্ট্রার অফ এ্যাসুরেন্স-১নং কোলকাতা অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১নং বহির, ২০০৭ সালের ১০৬৭৯ নং রূপে সম্পত কুমার জাজোডিয়া এর নাম বরাবর লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, উক্ত দুইখানি দলিল বর্তমানে আমার মক্কেলের থেকে খোয়া গিয়াছে এবং উক্ত ঘটনা গড়িয়াহাট থানায় জেনারেল ডায়েরী মারফৎ নথিভুক্ত করা হইয়াছে, যাহার নং ৫০৪, তারিখ ০৯/০৭/২০২৪। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলখানি পাইয়া থাকেন তাহলে নিম্নলিখিত আইনজীবির সহিত যোগাযোগ করিবেন।

আকাশ কুমার রায়
এ্যাডভোকেট
আলিপুর পুলিশ কোর্ট,
কলকাতা-৭০০০২৭।
মোবাইল নং. ৯৮৩০০৫৮২৭৭

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ শনি বার, ২৮শে সেপ্টেম্বর। ১১ই আশ্বিন। একাদশী তিথী। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা। বিংশোত্তরী বুধের মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শুভদিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ, পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের বিদ্যালয়ে নিয়ে যে সমস্যা ছিল, সেটা মিটে যাবে। গৃহ শিক্ষকের আচরণে, যে ঘটনাটি ঘটেছিল তাও মিটে যাবে। ঊর্দ্ধোদন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। বাণিজ্য ও শুভ দিন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা। নতুন যোগাযোগের দ্বারা দোকান ভূমি সম্পত্তি বিষয় সুখ বৃদ্ধি। জয় তারা জয় তারা কলুন এগিয়ে চলুন।

বৃষ রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলা উচিত। পরিবার পরিজন বন্ধু-বান্ধবের থেকে দুঃখ প্রাপ্তির দিন। প্রেমিকের কথায় বিতর্ক তৈরি হবে। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথা নিয়ে বিতর্ক। পরিবারের স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব। বাণিজ্যে অর্থ লাভের পথ আটকে যাবে। আজ বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা। সতর্ক থাকা উচিত ধৈর্য রাখলে শুভ নিমন্ত্রণ বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে শরীর খারাপের প্রবল সম্ভবনা। হজম সংক্রান্ত কোনো সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। ওম নামো শিবায় বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ শুভ দিন। শুভ যোগাযোগের দ্বারা কর্মে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। চিন্তা করে ভেবে কথা বললে, দাম্পত্যেও সুখ। বৃদ্ধ দ্বারা কোন শুভ সম্পর্ক তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য খুবই শুভ দিন। উচ্চ বিদ্যা যোগে যার চেষ্টা করছেন তাদের সফলতা নিশ্চিত বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল দোকান ব্যবসা করেন যারা তাদেরও লাভ-প্রাপ্তির দিন। হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য কলহ থাকবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা যে সমস্যা মুক্তির পথ দেখেছিলেন, আজ তা দুশ্চিন্তায় ভরা থাকবে। কর্মে বিভ্রান্তিকর অবস্থা থাকবে। সকাল বেলায় কোন প্রতিবেশী দ্বারা বিতর্কের সম্ভাবনা। সতর্ক থাকা। ধৈর্য ধরা। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের ধৈর্য রাখতে হবে। দেবী মাহা লক্ষ্মীর পুজো করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকুন আজকের দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। যে প্রভাবশালী মানুষ কথা দিয়েছিলেন যে, আপনার কাজটা করে দেবেন, তিনি কথা রাখতে পারলেন না, বলে কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ বিতর্ক দানা বাঁধবে, পরিবারে এক নারীকে কেন্দ্র করে। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করবেন ঠিক করেছেন তারা একটু ধৈর্য ধরুন। নারায়ণ শ্রী বিষ্ণু স্তোত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : সম্প্রতি ছোট ভ্রমণে যাওয়ার জন্য পরিবারে, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে। যে ছোট ভ্রমণে যাওয়া হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিতর্কিত কোন মানুষের দ্বারা কষ্টপ্রাপ্তি। দুঃখ প্রাপ্তি। বাড়িতে জল কল আলো এই বিষয়ে সঠিক মিস্ত্রির প্রয়োজন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয়। প্রেমিক যুগল ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন। গণেশ স্তোত্রম পাঠ করলে উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে কোনো ছোট অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। ছোট ভ্রমণের পরিকল্পনা। সুখ-বৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা শান্তির বাতাবরণ বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। বাস্তু কৃষি জমি বিষয় কাজ করেন, তাদের হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি আয় বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত নিন এগিয়ে চলুন হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলো।

বৃশ্চিক রাশি : মানসিক শান্তি পাওয়া যাবে। আজ সুখের দিন। যারা বেতনভুক কর্মচারী তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের, কিছু সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাবেন। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের পুরাতন বান্ধব, প্রতিবেশী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তির দিন। পরিবারের দাম্পত্য শান্তি। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি বিদ্যা যোগ শুভ। শিক্ষকের যে আচরণে কষ্ট পেয়েছিলেন আজ সেখানে শান্তির বাতাবরণ। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ সকালের দিকে সতর্কতা অবলম্বন করুন। প্রতিবেশীর দ্বারা বিবাদ বিতর্ক। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পরিবারে এক অশান্তির বাতাবরণ। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি উচ্চারণ করে বৈর্য রাখলে সন্ধ্যার পর সম্মান প্রাপ্তি। বাণিজ্যের নতুন পথের সন্ধান। অর্থপ্রাপ্তি। বাড়ি জমি বাস্তু নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার দাম্পত্যের ভুল বোঝাবুঝি চলবে। ধৈর্য রাখলে উচ্চ বিদ্যা নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের শুভ হবে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসী পত্র প্রদান করুন। নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ সচেতন থাকা ভালো। পরিবারের অনাত্মীয় দ্বারা কিছু বিতর্কের তৈরি হবে। পরিবারে দুটি বা তিনটি সন্তান থাকলে তাদের একজনকে নিয়ে কিছু বিতর্ক তৈরি হবে। যা পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ আনবে। যাদের বাড়িতে ভাড়াটিয়া আছে কিছু বিতর্কের সম্ভাবনা তাদের সাথে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র প্রদান করুন, শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : কর্মে শান্তির বাতাবরণ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কর্মে উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্য অর্থ-প্রাপ্তির প্রবল। যারা ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যাল কর্মে আছেন, তাদের শান্তির বাতাবরণ। দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা। ধৈর্য সহ, কথা কম বলে, অন্যের কথাকে মান্যতা দিলে, নিশ্চয়ই শুভ বৃদ্ধি হবে।

মীন রাশি : নতুন ব্যবসায়িক কোনো বড় চুক্তির সম্ভাবনা। ধৈর্য রাখলে আজ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। পরিবারের সন্তানের সফলতা। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথার মর্যাদা দিলে শুভ। দুর্গা বা কালি শক্তি মন্দির।

(আজ ইন্দিরা একাদশী তিথি মুহূর্ত। শহীদ মাতঙ্গীনি হাজরা র মৃত্যু দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সংশোধনী

গত ০৫.০৭.২০২৪ তারিখে বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞাপনে এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং. ৪৪/ ১৯ বিজ্ঞাপনে ২১ নং. লাইনে প্রকাশিত ২,০০.০০০ (দুই লক্ষ টাকা) + সুদ, এ/সি ৫১৬৬৩৩২০০০০০ ১২/১ এর পরিবর্তে এ/সি- ৫১৬৬৩৩২০০০০ ১২/১ পড়িতে হইবে এবং ২৪,৯০৮ (চব্বিশ হাজার নয়শত আট) + সুদ এ/ সি ৯০৭৯৪৯১৩২০ পরিবর্তে এ/ সি ৯০৭৯৬৯১৩২০ পড়িতে হইবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী দেবপ্রসাদ ভড়, পিতা স্বর্গীয় গৌড়চাঁদ ভড়, সাকিম "পার্বণী অ্যাপার্টমেন্ট", ফ্ল্যাট নং পি/সি/৩, রথের সড়ক, পোস্ট ও থানা চন্দননগর, জেলা হুগলী মহাশয় বিগত ইংরাজী ১১/১০/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, সদর হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১ নং বহির ০৬০৩-২০২৩ নং ভল্যুমে লিপিবদ্ধ ০৯৭৪১ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমার মক্কেল **শ্রী দেবাশীষ যশ,** পিতা ৺মিহির যশ সাকিম কামারপাড়া ২নং ব্রজচন্দ্রগলি, পোঃ ও থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার হিসেবে নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলমূলে বিগত ইংরাজী ২৯/০১/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-৮৪৩ নং কোবালা দলিলমূলে **শ্রীমতি তনুশ্রী বিশ্বাস,** স্বামী দ্বিজেন বিশ্বাস সাকিম কামারপাড়া ২নং ব্রজচন্দ্রগলি, পোঃ ও থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী মহাশয়াকে ০.০৫২ একর বিক্রয় করেন।

তফশীল সম্পত্তি : জেলা হুগলী, থানা ও মৌজা চুঁচুড়া, জে.এল নং ২০, হাল ২৮৮৫ নং খতিয়ানে, ১)সাবেক দাগ নং ৬৬৪৪, হাল দাগ ৭৪৮৮, পরিমাণ ০.০৪৫ একর এবং ২)সাবেক ৬০১৪ নং ও হাল ৭০৮৯ নং দাগে, পরিমাণ ০.০০৭, একুনে মোট দুইটি দাগে ০.০৫২ একর বাস্তু সম্পত্তি আমমোক্তারনামা দলিলমূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে ।

এতদ্বারা আমমোক্তারনামা দাতা ও গ্রহীতাগণকে অবগত করা যাইতেছে যে শ্রীমতি তনুশ্রী বিশ্বাস, স্বামী দ্বিজেন বিশ্বাস উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নামপত্তন করিবার জন্য স্থানীয় বি এল এন্ড এল আর ও, মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন । ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাতে পারবেন, অন্যথায় নিয়মানুসারে কার্য করা হইবে।

পার্থ প্রতিম বিশ্বাস (উকিলবাবু)
জেলা জজ আদালত হুগলি

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা – হুগলী, মোকাম চুঁচুড়া ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া।
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং – ২৯/২০২৪
শ্রীমতী অপর্ণা ব্যানার্জ্জী..দরখাস্তকারী

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমত্যা অপর্ণা ব্যানার্জ্জী,** স্বামী মৃত দীনবন্ধু ব্যানার্জ্জী, ঠিকানা- গ্রাম মিশ্রতলা, পো: ও থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী পিন - ৭১২৩০২, তাঁহার স্বামী মৃত দীনবন্ধু ব্যানার্জ্জীর ত্যক্ত হুগলী ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো - অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ১৩২০৭০১১৮০০৫ নং এস বি একাউন্টে গচ্ছিত **১,১৩,৮৭৩.০০** টাকার সাকসেশন সার্টিফিকেটের জন্য অত্র আদালতে অত্র কেস রুজু করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং অথবা উকিলবাবু মারফৎ অত্র আদালতে হাজির হইয়া লিখিত আপত্তি দাখিল করিতে হইবে, নচেৎ উপরোক্ত নং কেস একতরফা মতে শুনানী হইবে।

শিব প্রতাপ তিওয়ারী (উকিলবাবু)
অনমত্যানুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া হুগলী।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of District Judge Paschim Medinipur
J.Misc Case No. 72 of 2023
Sri Sri Radhamadhab JewJagat Guru Uttam Sri Sri Kripalujee Maharaj Trust represented by Secretary Smt. Padma Rani Bhunia... Petitioner

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যায় যে, **শ্রী শ্রী রাধা মাধব জিউ ট্রাষ্ট** এবং **জগৎ গুরু উত্তম শ্রী শ্রী কৃপালুজী মহারাজ ট্রাষ্ট-** এর পক্ষে সেক্রেটারী **শ্রীমতী পদ্মারানী ভূঞ্যা** দরখাস্তকারিনী হইয়া নিম্নের তপশীল বর্নিত ভূসম্পত্তি **২৭,০৪,২৭০/-** টাকায় বিক্রয়ের নিমিত্ত হুজুরাদালতে আবেদন করিয়াছে। তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- মেদিনীপুর, মৌজা- দক্ষিন আমছাতা, জে এল নং- ১৬৩, খতিয়ান নং-৫৭৬, দাগ নং-১৭৭, ডাঙ্গা, পরিমান ০.৮৫১০ একর মধ্যে ০.৬০ একর মোট মূল্য - **২৭,০৪,২৭০/-** (সাতাশ লক্ষ চার হাজার দুইশত সত্তর) টাকা ।

অনুমত্যানুসারে
বিভাস মন্ডল (সেরেস্তাদার)
জেলা জর্জ আদালত, মেদিনীপুর,
পশ্চিম মেদিনীপুর।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঘোষনা দেওয়া যাইতেছে যে জেলা নদীয়া, থানা পলাশীপাড়ার অধীনে তেহট্ট-II নং ব্লকের ১২ নং বারুইপাড়া মৌজার ৩৫৫/৬০৯৫, ৩৫৫/৬০৯৭, ৪৭৪, ৪৪৬, ৪৮৩, ৪২৬, ৪৮৪, ৪৮৬, ৪৮৫, ৪৮৩/৬১১৬, ৪৮২/২২৬৪ ইত্যাদি দাগের জমি সমূহ L.R 1691, 1688, 1690, 2280 খতিয়ান এর I.B 30/22/2/1985, L.R 3685/18 আমমোক্তার বলে I.B 149/5/8/1974 পাওয়ারের বলে ১) প্রশান্ত কুমার লাহেড়ী ২) নন্দীতা লাহেড়ী ৩) সবিতা লাহেড়ী ৪) পুতুল চন্দ্র লাহেড়ী ৫) প্রবোধ কুমার লাহেড়ী ৬ই নাকতলা ৭০০০৪৭ লেন ও দেশবন্ধু নগর উঃ পাড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২২৩৩ আপনাদের সর্ব দাগের জমি বারুইপাড়া নিবাসী ১)প্রদীপ দাস ২) অশিম দাস ৩) অরুন দাস সর্ব পিতা করুনাময় দাস ৩৬৮৮/২০১৮, ৩৬৮৩/২০১৮, ৩৬৮৭/২০১৮ দলিল বলে পলাশীপাড়া তেহট্ট-II নং ব্লকে MN/ 2024 / 1317/13247 হইতে ১৩২৫৭ কেসে রেকর্ড করা হচ্ছে। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তেহট্ট-II পলাশীপাড়া B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

অজয় কুমার ঘোষ পিতা ৺নিতাই চাঁদ ঘোষ সাকিম ৩৮এ/৩৬, জ্যোতিষ রায় রোড, পোঃ নিউ আলিপুর, থানা চিৎপুর(বেহালা), কোলকাতা ৭০০০৫৩ বিগত ইং 02/08/2024 তারিখে ডি.এস.আর-III, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, অফিসে I-12998 নং দলিল বলে আমার মক্কেল **ইন্দ্রানী ঘোষ** স্বামী অজয় কুমার ঘোষ সাকিম ৩৮এ/৩৬, জ্যোতিষ রায় রোড, পোঃ নিউ আলিপুর, থানা চিৎপুর(বেহালা), কোলকাতা ৭০০০৫৩ মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তানামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি 1) বিগত ইং 14/08/2024 তারিখে ডি.এস.আর-I, সদর হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-7190/2024 নং দলিল মূলে **তারকনাথ পাল** পিতা নিমাই চরন পাল সাকিম ও পোঃ আকনা, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮ মহাশয়কে ০৯ শতক এবং 2) বিগত ইং 14/08/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, সদর হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-9511/2024 নং দলিল মূলে **১)তুফান পাল ২)জয় পাল** উভয়ের পিতা মানব পাল সাকিম ও পোঃ আকনা, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮ মহাশয়গণকে ২১ শতক একুনে মোট দুইটি দলিল মূলে বিক্রয় করেন।

তপশীল: জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা আকনা, জে.এল নং ২৩, ৮২ নং খতিয়ানে, ১)সাবেক ও হাল ১১৩৬ নং দাগে শালি জমি ২.২৫ শতক এবং ২)সাবেক ও হাল ১৪২০ নং দাগে শুনা জমি ৫.২৫ শতক, একুনে দুইটি দাগে ৭.৫০ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)তারকনাথ পাল** পিতা নিমাই চরন পাল, **২)তুফান পাল ৩)জয় পাল** উভয়ের পিতা মানব পাল উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

লোকসভার ভোটের আগে ভুয়ো ভোটার আটকাতে তৎপর রাজ্য নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভুয়ো ভোটার আটকাতে এবার রাজ্য নির্বাচন কমিশন ভোটার কার্ডের সঙ্গে আধার সংযোগ বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এ নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সহ নানা মহলে ওঠা অভিযোগের প্রেক্ষিতে এই উদ্যোগ। নভেম্বর থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলে কমিশন সূত্রে জানা গেছে। এই পরিকল্পনার আওতায় এবার থেকে ভোট কেন্দ্রের বাইরে একটি বিশেষ ধরণের যন্ত্র বসানো হবে। যেখানে বায়োমেট্রিক তথ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। কোনো ব্যক্তির আধারের সঙ্গে ভোটার কার্ড যুক্ত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখে দেখা হবে। না থাকলে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশের আগেই তা করে দেওয়া হবে। এই পদ্ধতি চালু হলে ভুয়ো ভোটার সংক্রান্ত অভিযোগের অনেকটাই নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভুয়ো ভোটার নিয়ে বারবার অভিযোগ জমা পড়েছে কমিশনের কাছে। নির্বাচন কমিশন বারংবার বিভিন্ন রকম প্রয়াস গ্রহণ করেছে কিন্তু তারপরেও কোনও লাভ হয়নি সেই অর্থে। দীর্ঘদিন ধরেই কমিশন নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরীর ক্ষেত্রে কোন ধরনের পদক্ষেপ করা যায় সেই নিয়ে দফায় দফায় জরুরি পর্যায়ে বৈঠক করছিল। অবশেষে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার ভোটার আই কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ড লিঙ্ক করাটা বাধ্যতামূলক হবে। নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরীর ক্ষেত্রে এটি একটা বড় পদক্ষেপ হতে চলেছে। কয়েক মাস আগে লোকসভা নির্বাচনের সময়েও ভোটার তালিকায় বহু মৃত ব্যক্তিদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তা স্বত্তেও এখনও ভোটার তালিকায় বহু জল থেকে গিয়েছে বলে অভিযোগ। আগামী ১২ ই নভেম্বর থেকে প্রতি বছরের মতো এবছরও ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হচ্ছে যা চলবে আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহেই নতুন ভোটার তালিকা প্রকাশ পাবে। সেই কারণেই নির্বাচন কমিশন তড়িঘড়ি খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করার আগেই এই নতুন নিয়মকে বলবৎ করতে চলেছে। যার ফলে ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে যে নতুন ভোটার তালিকা নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করবে সেখানে যেন আর কোনরকম ভুয়ো ভোটার বা মৃত ভোটার না থাকে সেই লক্ষ্যেই।

আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ায় বন্যা পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ায় রাজ্যে বিভিন্ন নদীর জলস্তর কিছুটা নেমেছে। ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টিপাত কমায় ডিভিসিও তাদের বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ কমিয়েছে। এর জেরে রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। মাইথন জলাধার থেকে আজ ৬ হাজার কিউসেক ও পাঞ্চেত থেকে ২০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে নতুন করে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়নি। তবে ঘাটাল মহকুমার ঘাটাল, দাসপুর, চন্দ্রকোনা, মেদিনীপুর সদর মহকুমার কেশপুর, খড়্গাপুর মহকুমার ডেবরা অঞ্চলের বহু গ্রাম এখনও জলমগ্ন। সেখানে ১১৪টি ত্রাণ শিবির চালানো হচ্ছে। হাওড়া, হুগলি এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের নিচু এলাকাগুলি থেকে জল নামছে। গ্রামীণ হাওড়ার আমতা এবং উদনারায়ণপুরের বন্যা পরিস্থিতিরও কিছুটা উন্নতি হয়েছে। নদীবাঁধ টপকে নতুন করে জল গ্রামে ঢোকেনি। তবে এখনও বহু এলাকা জলমগ্ন রয়েছে। ত্রাণশিবির গুলি খোলা রয়েছে। নিচু এলাকাগুলি থেকে জল নামায় শিবিরগুলি থেকে কিছু মানুষ বাড়ি ফিরেছেন। পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়ার মতো বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে হুগলিতেও। জেলার খানাকুল, গোঘাট, পুরশুড়া এবং তারকেশ্বরের জলমগ্ন গ্রামগুলি থেকে জল নামছে। তবে জল নেমে পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে পুজো গড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।যে সব এলাকায় জল নেমে গিয়েছে, সেখানে জলবাহিত রোগের প্রকোপ কমাতে ব্লিচিং, ফিনাইল দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। আশাকর্মী এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা নৌকা, ডিঙি বা বোটে চেপে কেউ অসুস্থ কি না, সে খবর নিচ্ছেন। প্রয়োজনে বন্যা কবলিত এলাকায় গিয়ে ওষুধও বিলি করা হচ্ছে।

পুজোর আকাশে রক্তচক্ষু বৃষ্টিরও

প্রথম পাতার পর

উপ-হিমালয় পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, বিহার, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, কোঙ্কন এবং গোয়া, মধ্য মহারাষ্ট্র এবং উত্তরাখণ্ড সহ দেশের একাধিক অঞ্চলে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর পাশাপাশি অসম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। এছাড়াও উপ-হিমালয় পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমে ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর মহালয়ার দিন পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আনল ৮.১০ শতাংশ হারে ৪০০ দিনের ফিক্সড ডিপোজিট

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের অন্যতম প্রধান সরকারি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া গ্রাহকদের জন্য উৎসব মরসুমের এক বিশেষ উপহার নিয়ে এল। ৩ কোটি টাকার নিচে একটি বিশেষ ৪০০ দিনের খুচরো মেয়াদি আমানত চালু করল তারা। এখানে অত্যন্ত আকর্ষণীয় সুদের হারও রাখা হয়েছে। বার্ষিক ৮.১০ শতাংশ সুপার সিনিয়র সিটিজেনরা, সিনিয়র সিটিজেনরা ৭.৯৫ শতাংশ এবং নন-কলেবল আমানতের অধীনে অন্যান্য গ্রাহকরা ৭.৪৫ শতাংশ (১ কোটি টাকার বেশি জমার জন্য) হারে সুদ পাবেন। এছাড়াও নির্দিষ্ট সময়ে আগে প্রত্যাহারের বিকল্প-সহ কলযোগ্য আমানতের অধীনে ব্যাঙ্ক আকর্ষণীয় সুদের হার অফার করেছে। সুপার সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ৭.৮০ শতাংশ এবং অন্যান্য গ্রাহকদের জন্য ৭.৩০ শতাংশ হারে (৩ কোটি টাকার মধ্যে) ভারতীয়, এনআরই এবং এনআরও আমানতকারীদের জন্য বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৪০০ দিনের খুচরো মেয়াদি আমানত সমস্ত শাখায় উপলব্ধ করা হয়েছে। ডিজিটাল চ্যানেলগুলির (বিওআই ওমনি নিও এপ/ ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং) মাধ্যমেও পাওয়া যাবে এই সুবিধা।

মেয়রের ওএসডির বিরুদ্ধে থানায় ভিষেকের অফিস

প্রথম পাতার পর

সেখানে এ প্রসঙ্গে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়। তিনি বলেন, 'আমি এ ব্যাপারে কিছু জানি না। সংবাদমাধ্যম থেকে এইমাত্র জানতে পারলাম। যদি এমন কোনও অভিযোগ থাকে, আমাকেই তো বলতে পারত। আমি বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করতাম। এখন একটা মানুষের নামে যদি এমন কোনও অভিযোগ আসে, যার ভিত্তি নেই, তাঁকে আমি কী করে সরাব? এই অভিযোগের কথা আমি আগে কোনও দিন শুনিনি।'

শুক্রবার বিধানসভায় গিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'কালী টাকা তোলে, আমি আগেই বলেছিলাম। তপসিয়ায় ২০০ কোটি টাকা খরচ করে তৃণমূল ভবন তৈরি হচ্ছে। কালীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই টাকা জোগাড় করার। যিনি ওই ভবন তৈরির দায়িত্বে আছেন, কালী টাকা তুলে তাঁকেই দিচ্ছেন। আমি অনেক আগে এই অভিযোগ করেছি। কালীর সাতটা ফ্ল্যাট আছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়দের চেয়েও ওঁর সম্পত্তি বেশি।'

ফলনের ভিত্তিতে পান পাতার দাম নির্ধারণের সিদ্ধান্ত রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার ফলনের ভিত্তিতে পান পাতার দাম নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পান পাতা বিক্রি নিয়ে নানারকম অভিযোগ ওঠায় কৃষি বিপনন মন্ত্রী বেচারাম মান্না এদিন নিজের দফতরের আধিকারিক ও দক্ষিন ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের পান চাষিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে পানের দাম নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ ঠেকাতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গুণগতমানের কারণ দেখিয়ে পানের গুছিতে কোনভাবেই ৫০টি পাতার কম দেওয়া যাবে না বলে রাজ্যের তরফে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সারা বছরে পানের ফলনের উপরে ভিত্তি করে তাকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি পর্বের জন্যে নূন্যতম দাম বেঁধে দেওয়া হবে বলে বৈঠকে স্থির হয়েছে।

থ্রেট কালচার একটা তৈরি করা শব্দ: রাজ চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: থ্রেট কালচার নিয়ে রাজ্য এখন সরগরম। এই থ্রেট কালচারের প্রভাব পড়েছে 'টলিউড' ইন্ডাস্ট্রিতেও। যদিও পরিচালক তথা ব্যারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তীর মতে, থ্রেট কালচার একটা তৈরি করা শব্দ। সব জায়গায় সমস্যা থাকে। সেই সমস্যার সমাধানও হয়। তাঁর সংযোজন, টলিউডে থ্রেট কালচার বলে কিছু নেই। এটা কনফ্লিক্ট অর্থাৎ দ্বন্দ্বের মতোই। তবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার টিটাগড় পুরসভার কনফারেন্স হলে পুজোর সরকারি অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন ব্যারাকপুর বিধানসভার অন্তর্গত সমস্ত পুজো কমিটির হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী বলেন, 'টলিউডে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ চলছে।

সল্টলেকের আইডিয়াল স্কুলে বধিরদের জন্য শুক্রবার সাইরেন টর্চ বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত (বাম দিক থেকে) স্কুলের অধ্যক্ষ স্বাতী চক্রবর্তী দত্ত, অভিনেত্রী ঋতাভরী, এভারেডির জেনারেল ম্যানেজার (মার্কেটিং) ইনশিয়া চাওলা এবং এভারেডি ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া লিমিটেডের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং এসবিইউ হেড (ব্যাটারি এবং ফ্ল্যাশলাইট) অনির্বান বন্দ্যোপাধ্যায়।

রোগী মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা সাগর দত্তে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে শুক্রবার সন্ধ্যেয় তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো কামারহাটি সাগরদত্ত হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে শ্যামনগরের বাসিন্দা ৩৬ বছরের রঞ্জিতা সাউ শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা নিয়ে কামারহাটির সাগরদত্ত হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত জুনিয়র চিকিৎসক ঠিকমতো চিকিৎসা করেনি।

ওয়ার্ক ফর্ম হোম

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসব মরসুমে নতুন গাড়ি কিনলে যাতে সাধারণ মানুষের অসুবিধা না হয় তাই এবার পুজোর সময় সরকারি ছুটির দিনগুলোয় আরটিও, এআরটিও এবং এমভিআইদের ওয়ার্ক ফর্ম হোম করার নির্দেশ দিল পরিবহণ দফতর। শুক্রবার এবিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, এই সমস্ত অফিসারদের পুজোর ছুটির ১২দিন বাড়ি বসে অনলাইনে কাজ করতে হবে। নতুন গাড়ির রেজিস্ট্রেশন, ফি-কাটা থেকে পারমিট প্রদান সব কাজই করতে হবে। তবে এই দিনগুলোয় অফিস আসতে হবে না।

পুজো থেকে দিপাবলী পর্যন্ত প্রতিবছরই নতুন গাড়ি কেনার চাহিদা বাড়ে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ১০ আশ্বিন ১৪৩১ শনিবার

বন্যা নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব ব্যাঙ্কের ৩ হাজার কোটি টাকা লুট করেছে শাসক-নেতারা

বিস্ফোরক অভিযোগ জগন্নাথের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির জন্য ডিভিসির বিরুদ্ধে ক্রমাগত সুর চড়াচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই পাল্টা দিতে জেলায় জেলায় প্লাবন পরিস্থিতির জন্য দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বা ডিভিসি দায়ি নয় বলে পাল্টা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেই তোপ দেগে একাধিকবার সরব হয়েছে বঙ্গ পদ্ম শিবির। তবে এবার এই বন্যা নিয়ে এক বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে আনলেন রাজ্য বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

রাজ্য সরকারকে নিশানা করে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিশ্ব ব্যাঙ্কের ৩ হাজার কোটি টাকার ঋণে চলা মুণ্ডেশ্বরীর পলি তোলা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের যে কাজ হয়েছে তা যথার্থ ভাবে করা হয়নি।' একইসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, 'তোলাবাজি'-'সিন্ডিকেট' এর সঙ্গে যুক্ত আছেন স্থানীয় তৃণমূল জনপ্রতিনিধিরা।'

রাজ্য বিজেপির এই নেতার দাবি, 'যথার্থ ভাবে কাজ সম্পন্ন না হওয়ার ফলে খানাকুলের ৬ লক্ষ মানুষ বানভাসি হয়েছেন। এর দায় নিতে হবে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে। দামোদর অববাহিকা নিম্ন অববাহিকা ও রূপনারায়ণ

অববাহিকার অন্তর্গত অন্তত ৩০টি বিধানসভা এলাকা রয়েছে। এই সমস্ত বিধানসভার দুজন তৃণমূল বিধায়ক ছাড়া বাকি ২৮ জন শাসক দলের বিধায়ক এবং ৩০ টি বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা পলি সংস্কার ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য কাজের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে নেওয়া বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে ঋণের টাকা লুঠ করেছেন।'

তবে বিজেপির এই নেতা শাসকদলের কোন কোন বিধায়ক ও জনপ্রতিনিধিরা দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত সে ব্যাপারে কারও নাম প্রকাশ্যে আনতে চাননি। তবে বিশ্ব ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছে বিস্তারিত আকারে সমস্ত অভিযোগ জমা পড়েছে বলে দাবি করেন বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। একইসঙ্গে দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি এও বলেন, 'রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বারবারই বলা হচ্ছে ডিভিসির ছাড়া জলে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এ বছর ডিভিসি সর্বকালীন রেকর্ড পরিমাণ জল ছেড়েছে। এটা একেবারে ভুল তথ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বাঁধগুলির জল ধারণ ক্ষমতা বেশি থাকলেও, এই সমস্ত জায়গা থেকে অনেক আগেই জল ছাড়াতেই বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি বর্তমানে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।'

বাংলায় থ্রেট কালচারের জনক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আরজি কর কাণ্ডের পরই বাংলার 'থ্রেট কালচার' প্রকাশ্যে আসে। এই 'থ্রেট কালচার' নিয়ে এবার সরব হলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার নবান্নের বৈঠকে কল্যাণীর জে এন এম মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষকে মুখ্যমন্ত্রী নাকি বলেছেন, কিছুদিন আগে কিছু পড়ুয়া থ্রেট কালচার নিয়ে অভিযোগ করেছিল। এগুলো দেখুন। এসব চলতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রীর এহেন বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ বলেন, 'কল্যাণী তো অনেক দূর আছে। ২৮-৩০ কিমি দূরে। ওনার বাড়ির পাশে এস এস কে এম, বাঙ্গুর, এনআরএস কিংবা আর জি কর হাসপাতালের থ্রেট কালচারের খোঁজ উনি কি রেখেছেন? রাজ্যের স্কুল-কলেজের থ্রেট কালচারের খবর কি উনি রেখেছেন?' তাঁর দাবি, '২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার ঠিক তিন বছর বাদে বাংলা গুন্ডা আর পুলিশের হাতে চলে গেছে।'

প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গার্ডেনরিচের হরিমোহন ঘোষ কলেজের নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে ঘিরে গোলমাল বেধেছিল। সেই গোলমাল ঠেকাতে গিয়ে গুলিতে প্রাণ হারান কলকাতা পুলিশের এক এসআই। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল নেতা মহম্মদ ইকবাল ওরফে মুন্নার বিরুদ্ধে। পুরানো ঘটনা স্মরণে এনে এদিন তিনি বলেন, 'গার্ডেনরিচে কলেজ নির্বাচনে মুন্না সর্দার এক পুলিশ অফিসারকে গুলি করেছিল। পরবর্তীতে মুন্না সর্দার জামিনও পেয়ে গেল। এমনকি সেই কেসটা ধামাচাপাও পড়ে গেল।' তাঁর কথায়, 'বাংলায় থ্রেট কালচার ক্রমশ বাড়ছে। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তোলাবাজি ও লুটপাট। রাজ্যের তিতিবিরক্ত মানুষজন ওনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।' তাঁর দাবি, 'গোটা রাজ্য জুড়ে এখন চক্রান্ত চলছে। সেই চক্রান্তের কান্ডারি হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' এদিন বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থা সিইএসসি-র বিরুদ্ধেও তিনি সুর চড়ালেন। তাঁর অভিযোগ, 'সিইএসসি-র বিদ্যুতের বিল অত্যাধিক বেশি। যা দেশের কোথাও নেই।'

উত্তরবঙ্গ লবি'র 'কু-প্রভাব' হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসাতেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে চিকিৎসক তরুণীর মৃত্যুর পর থেকেই 'উত্তরবঙ্গ লবি'র তত্ত্ব জনমানুষের সামনে উঠে এসেছে। তবে এবার যেটা সামনে আসছে, এই প্রভাব শুধু রাজ্যের অ্যালোপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজেই সীমাবদ্ধ নয়। ওই ক্ষমতাবান গোষ্ঠী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে রাজ্যের হোমিয়োপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ এবং ওই চিকিৎসা ব্যবস্থাতেও। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সরব হল 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট হোমিয়োপ্যাথিক ডক্টর্স ফ্রন্ট'।

আর জি করের ঘটনার পর থেকে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে কীভাবে ওই বিশেষ গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠেরা প্রভাব বিস্তার করেছে, হুমকি-প্রথা চালিয়ে গিয়েছেন, তা প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। এদিন হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসকেরাও দাবি করেন, তাঁদেরও বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে একই রকমভাবে হুমকি-প্রথার মুখে পড়তে হচ্ছে। হাওড়ার মহেশ ভট্টাচার্য হোমিয়োপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজে ফেস্টের নামে টাকা তোলার প্রতিবাদ করায় হুমকি শুনতে হয়েছে বলে অভিযোগ করেন চিকিৎসক-পড়ুয়া ফজলুর হক। তাঁকে শারীরিক নিগ্রহের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে তিনি পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন বলেও জানিয়েছেন।

অভিযোগ, হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থাতেও যে বিভিন্ন দুর্নীতি চলছে, তার নেপথ্যে রয়েছে উত্তরবঙ্গ লবি। শেষ ১০ বছর হোমিয়োপ্যাথি কাউন্সিলের কোনও নির্বাচন হয়নি। বদলে অ্যাড-হক কমিটি গঠন করে চালানো হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ লবির ক্ষমতাবলে ভিজিল্যান্সে অভিযুক্ত এক প্রাক্তন অধ্যক্ষকে কাউন্সিলের সহ-সভাপতি পদে বসানো হয়েছে। আবার, স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা (হোমিয়োপ্যাথি) করা হয়েছে অনভিজ্ঞ এক চিকিৎসককে। অভিযোগ, দিনের পর দিন হোমিয়োপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ থেকে ওই চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রশাসনিক বিষয়েও হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছেন উত্তরবঙ্গ লবির ঘনিষ্ঠ অভীক দে ও বিরূপাক্ষ বিশ্বাসেরা। ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট হোমিয়োপ্যাথিক ডক্টর্স ফ্রন্ট-এর তরফে আরও দাবি করা হয়, অবিলম্বে হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থায় হুমকি-প্রথা তৈরি করা ও বিভিন্ন দুর্নীতিতে যুক্তদের তারা চিহ্নিত করে রাজ্য প্রশাসনকে জানাবে। সেই মতো অভিযুক্তদের বিরুদ্ধেও সরকারকে কড়া পদক্ষেপ করতে হবে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যেন জটিলতা কাটছেই না। প্রতিদিন নিত্য নতুন অভিযোগ নিয়ে আসছে চিকিৎসকরা। এবার দেখার হোমিয়োপ্যাথি মেডিক্যালে ওঠা অভিযোগ কি করে সামাল দেয় রাজ্য সরকার।

বিজয়া সম্মিলনী ঘিরে নয়া পরিকল্পনা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর মুখেই এক বড় পরিকল্পনা ঘোষণা করা হল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে। তৃণমূল সূত্রে খবর, দলের পক্ষ থেকে নেওয়া হচ্ছে এক বিশেষ উদ্যোগ। আর এই উদ্যোগে প্রত্যেক পুরসভায় জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশও পাঠানো হয়েছে দলের তরফ থেকে।

এদিকে তৃণমূল শিবির সূত্রে খবর, এই বিশেষ উদ্যোগে, আগামী দুর্গোৎসবের শেষে বিজয়া সম্মিলনীতে এবার দলীয় মনোবল ও উৎসাহ বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে শাসকদলের তরফে। যেমন, প্রত্যেক অঞ্চলেই এবার বিজয়া সম্মিলনী উদযাপন করার পাশাপাশি এই সম্মিলনীতে দলের পুরনো কর্মীদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে। অন্তত এমনটাই নির্দেশ গেছে প্রত্যেক পুরসভায় তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের কাছে। সঙ্গে এও বলা হয়েছে, দশমীর পর ১৭ থেকে ৩০ অক্টোবরের মধ্যে নিজ নিজ ওয়ার্ডে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করে দলের পুরনো কর্মীদের প্রাধান্য দিতে হবে। এক্ষেত্রে তালিকায় বিশেষ করে তাঁদের বাছা হবে, যাঁরা প্রথমদিন থেকে দলের সঙ্গে আছেন। বিপদে-আপদে দলের হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ন্যূনতম ৫-১০ জন পুরনো, একনিষ্ঠ কর্মীদের সংবর্ধনা দেবেন প্রত্যেক পুর এলাকার পুর-প্রতিনিধিরা। এছাড়াও লোকসভা নির্বাচনে যাঁরা ভাল কাজ করেছেন, তাঁদেরও অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হবে।

৬টি মেডিক্যাল কলেজে নিরাপত্তা আধিকারিক নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের পর প্রশ্ন উঠেছে শহরের নারী নিরাপত্তা নিয়ে। এদিকে এই ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ-প্রশাসনও।

শুধু তাই নয়, সমস্ত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের আধিকারিকদের নিয়ে কলকাতা পুলিশ কর্তাদের বৈঠকও হয় লালবাজারে। এই বৈঠকে মূলত সরকারি হাসপাতাল এবং মেডিক্যাল কলেজের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রে খবর। এই আলোচনার ভিত্তিতেই এবার শহর কলকাতা এবং সংলগ্ন মোট ৬টি মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে নিয়োগ করা হল নিরাপত্তা আধিকারিক।

লালবাজার সূত্রে খবর, কলকাতা পুলিশের তরফে রাজ্যের প্রাক্তন পুলিশ কর্তাদের কলকাতা এবং সংলগ্ন মেডিক্যাল কলেজে নিয়োগ করা হয়েছে এই নিরাপত্তা আধিকারিক হিসাবে। অবসরপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিকরাই থাকছেন এই নিরাপত্তা আধিকারিক হিসেবে।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, এসএসকেএম হাসপাতাল, এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ, মেটিয়াবুরুজ এসজিএইচ এবং এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে ১ জন করে এমন আধিকারিক থাকবেন বলে জানা যাচ্ছে। রাজ্যের তরফে এই পদক্ষেপ পড়ছে রাত্রির সাথী প্রকল্পের আওতায়। অন্যদিকে, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে বসছে প্যানিক বাটন। কোনও বিপদ এলেই সরাসরি বার্তা যাবে কন্ট্রোল রুমে। সেখানে থাকছেন সিআইএসএফ জওয়ানরা। বিপদের গন্ধ পেলেই দ্রুত অ্যাকশনে নেমে যাবেন তাঁরা।

আরজি করে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তায় বসছে প্যানিক বাটন প্রযুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিকিৎসক তরুণী হত্যাকাণ্ডের পর আরজি করে এবার নিয়ে আসা হচ্ছে প্যানিক ব্যাটন প্রযুক্তি। শুক্রবার বৈঠক করে প্যানিক অ্যালার্ম বসানোর সিদ্ধান্ত নেন আরজি কর কর্তৃপক্ষ। বিপদের আভাস পেতে এই পদক্ষেপ আরজি কর কর্তৃপক্ষের বলে সূত্রে খবর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, হাসপাতালের প্রতিটি ওয়ার্ডে থাকবে এই প্যানিক বাটন। কন্ট্রোল রুমে প্যানেলের মাধ্যমে বোঝা যাবে কোন ওয়ার্ডে বাজছে বিপদ ঘন্টি। কন্ট্রোল রুমের থেকে এই বার্তা পেয়েই ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছে যাবেন সিআইএসএফ জওয়ানরা।

সূত্রের খবর, ট্রমা কেয়ার, এমার্জেন্সি বিল্ডি, গাইনি বিল্ডিং-সহ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের বিভিন্ন ওয়ার্ড, অফিস যেখানে রোগী পরিষেবার কাজ চলে সেখানেই থাকছে এই প্যানিক বাটন। এই সব জায়গায় যদি কোনও বিপদের আভাস পান কর্তব্যরত চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মীরা তাহলে তাঁরা ওই বোতাম প্রেস করবেন। যা যোগ থাকছে কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে। সাইরেনের মতো শধে বাজবে বিপদ ঘন্টি। ঠিক যে কায়দায় রেলের কন্ট্রোল রুম চলে, এক্ষেত্রেও সেইভাবে কাজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্যানেল বোর্ড দেখে সিআইএসএফ জওয়ানরা বুঝতে পারবেন কোথা থেকে প্যানিক বোতাম টেপা হয়েছে। তা বুঝেই সেখানে তাঁরা সাহায্য করতে পৌঁছে যাবেন। এদিন বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে এর জন্য যে পরিকাঠামো দরকার তা দ্রুত গড়ে তোলা হবে।

পুজোয় জমায়েত নিয়ে নির্দেশিকায় আদালতে প্রশ্নের মুখে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর মুখেই কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে জারি করা হয়েছে একটি নির্দেশিকা। এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কলকাতার নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় পুজোর সময় জমায়েত করা যাবে না। বউবাজার, ধর্মতলা, হেয়ার স্ট্রিট-সহ একাধিক জায়গায় জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। অর্থাৎ পাঁচজনের বেশি এক জায়গায় থাকতে পারবেন না। আর এই নির্দেশিকায় পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা নিজে স্বাক্ষর করেছেন। এদিকে পুজোয় বিপুল ভিড় দেখতে অভ্যস্ত কলকাতা শহর। সেখানে এমনটা কীভাবে সম্ভব, সেই প্রশ্ন তুলে বৃহস্পতিবার এক জনস্বার্থ মামলা হয় হাইকোর্টে। আর এই মামলাতেই এবার রাজ্যকে পড়তে হল প্রশ্নের মুখে।

শুক্রবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চে ছিল মামলার শুনানি। রাজ্যের পক্ষে এদিন জানানো হয়, এই ১৪৪ ধারা নতুন কিছু নয়। ২০২৩ সাল থেকে এটা লাগু আছে। প্রতি ৬ মাস পর পর এটা পুনর্নবীকরণ করা হয়। রাজ্যের এই বক্তব্য ঠিক নয় বলে সওয়াল করেন আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। শুনানিতে বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ রাজ্যকে প্রশ্ন করেন, 'তাহলে এই এলাকায় যে পুজোগুলি হয়, সেগুলির কী হবে? সেগুলির অনুমতি তো বাতিল করতে হবে।' এই প্রশ্নের উত্তরে রাজ্য বলে, 'একদমই না। এই ১৪৪ ধারা শুধুমাত্র ওই ৫০-৬০ মিটার এলাকার জন্যই বহাল থাকছে।'

প্রসঙ্গত, কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে যে নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত জমায়েত করা যাবে না। এক জায়গায় পাঁচজনের বেশি একত্রে চলাফেরা করতে পারবে না, দাঁড়াতে পারবে না, এমনই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর সেই নির্দেশিকা নিয়েই বিতর্ক।

ধর্ষণের শিকার বাংলাদেশি ছাত্রী! হাইকোর্টে দায়ের জনস্বার্থ মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুরে পড়তে এসে ধর্ষণের শিকার এক বাংলাদেশি ছাত্রী। এমনই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হল এক জনস্বার্থ মামলা। সূত্রে খবর, দুর্গাপুরের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে ধর্ষণের শিকার বাংলাদেশি নাগরিক এক তরুণী। বিশ্ববিদ্যালয়েরই বাংলা বিভাগের এক শিক্ষক তাঁর সঙ্গে প্রথমে শারীরিক সম্পর্ক করতে চেয়ে মোবাইলে এসএমএস করেন। কিন্তু মেয়েটি তাতে রাজি হননি। এরপরই তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। তবে বিশ্ববিদ্যালয়কে সে কথা জানালেও বিশ্ববিদ্যালয় উলটে ওই শিক্ষকেরই পক্ষ নেয়। একই সঙ্গে মেয়েটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে জড়িত বলে পালটা অভিযোগ তোলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আইসিসিআর স্কলারশিপ পাওয়ার পর বাংলাদেশ থেকে ওই তরুণী ভারতে আসেন পড়তে। তিনি রানিগঞ্জের টিডিবি কলেজ থেকে ২০১৯-২০২২ শিক্ষাবর্ষে বাংলা বিষয়ে তার স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য। ২০২৩ সালে যখন ঘটনাটি ঘটে তখন তিনি বাংলা বিভাগের সেকেন্ড সেমেস্টারে পড়তেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সূত্রেই বাংলা বিভাগের এক শিক্ষকের সঙ্গে তাঁর আলাপ ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। বন্ধু স্থানীয় হয়ে ওঠেন ওই শিক্ষক। এরপর ২০২৩ সালের ৬ মার্চ ওই শিক্ষক তাঁকে বই কেনার নাম করে দুর্গাপুরের ন্যাশনাল বুক এজেন্সিতে নিয়ে যান। সেখান থেকে রানিগঞ্জের একটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে এবং সেখানে এক ব্যক্তিকে জানান তাঁরা খুব শীঘ্রই বিয়ে করতে চলেছে। যদিও বিয়ে পরে তাদের হয়নি। এরপর ৩০ মার্চ মেয়েটিকে ফোনে সন্ধ্যা ৭.৩০ থেকে ৭.৫০ এর মধ্যে এসএমএস করে শারীরিক সম্পর্ক করতে চান ওই শিক্ষক। কিন্তু মেয়েটি রাজি হননি। এদিকে ওই শিক্ষকের অন্য একজনের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে সেটাও স্বীকার করেছেন ওই শিক্ষক। মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত তরুণী ওই দিন রাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন রাত ৮.৩০ নাগাদ। অভিযোগ, কারও কোনও অনুমতি ছাড়াই তরুণীকে তিনি একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। ওই দিন রাতেই হাসপাতালের কেবিনে তাঁকে ধর্ষণ করেন ওই শিক্ষক বলে অভিযোগ। ঘটনায় থানায় অভিযোগ জানান তরুণী। কিন্তু পুলিশ কোনও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি বলে চার্জশিট দিয়ে দিলেও পরে পুলিশ চার্জশিটে ধর্ষণের ধারা যুক্ত করে।

শুধু তাই নয়, মহিলা থানার তরফে এফআইআরে জোর পূর্বক লিখতে বলা হয় যে ওই তরুণী ওই শিক্ষকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। তরুণীর বিরুদ্ধে ঘটে যাওয়া ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়কে একাধিক বার অভিযোগ জানিয়েও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। একই সঙ্গে তাঁর সঙ্গে নানা রকম অসহযোগিতা শুরু হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন ওই তরুণী। যদিও পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে। তার পড়াশোনা কার্যত বন্ধই হয়ে যায়। যাতে ওই তরুণীর প্রতি সুবিচার করা হয় সেই আবেদন জানিয়ে মামলাকারী কলকাতা হাইকোর্টেরই একজন আইনজীবী একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। শুক্রবার প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে মামলাটি উঠলে প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, আগামী সোমবার এই মামলাটির শুনানি হবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, তা কাটবে এই শুনানির পর এমনটাই ধারনা আইনজ্ঞদের। আদতে ঠিক কি ঘটেছে, তা সামনে আসবে এই শুনানিতেই।

পুজোর মরসুমে চড়া দামে রাজ্যে বিক্রি শুরু পদ্মার ইলিশ

মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে বাংলাদেশের রুপোলি শস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি বছর দুর্গাপুজোর পূর্বে পদ্মার ইলিশ দিতে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার 'না' বলেছিল। যদিও পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন পরিস্থিতির চাপে অবশেষে ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে এল পদ্মার ইলিশ। তবে চাহিদা অনুযায়ী জোগান অনেকটাই কম। মৎস্যপ্রেমী বঙ্গবাসীর পকেটে যথেষ্টই টান দেবে পদ্মার রুপোলি শস্য।

সপ্তাহের শুক্রবার রাতের মধ্যে রাজ্যের প্রায় সব পাইকারি বাজারে ঢুকলো প্রতীক্ষিত পদ্মার ইলিশ। হাওড়া, পাতিপুকুর, শিয়ালদা-সহ শিলিগুড়ির বাজারে পদ্মার ইলিশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের 'ফিশ ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন'।

চলতি সপ্তাহের শুক্রবার মাছ ঢুকলেও শনিবার সকাল থেকেই বিক্রি শুরু হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গে আসা এই ইলিশের 'প্রথম কিস্তি'র। বৃহস্পতিবারই পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে কলকাতা, হাওড়া-সহ রাজ্যের চারটি বাজারে পৌঁছে গেলেও হাওড়ার মাছ বাজারে শুক্রবার সন্ধ্যায় আসে বাংলাদেশের পদ্মার এই রুপোলি শস্য। শনিবার থেকেই রাজ্যের খুচরো মাছ বাজারে পাওয়ার সম্ভাবনা বাংলাদেশি ইলিশের। 'ফিস ইমপোর্টার্স

অ্যাসোসিয়েশন'-এর সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলার মৎস্য আমদানিকারক সংগঠনের সঙ্গে ইলিশ পাঠানোর ব্যাপারে সহমত পোষণ করেছে বাংলাদেশের ইলিশ রফতানির বরাত পাওয়া সংগঠনও।

বাংলাদেশ হাই কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বুধবার ইলিশ রফতানিতে ছাড়পত্র দিয়েছে অন্তর্বর্তিকালীন বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এই অনুমতির মেয়াদ আগামী ১২ অক্টোবর পর্যন্ত। চলতি বছরে ধাপে ধাপে মোট ২৪২০ মেট্রিক টন ইলিশ রফতানির অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার। মৎস্য আমদানিকারক সংস্থা সূত্রের খবর, গত বছর বাংলাদেশের রফতানিকারকদের কাছ থেকে যে মূল্যে ইলিশ পেয়েছিলেন, এ বছর তার থেকে অনেকটাই বেশি দাম বাড়বে। পাশাপাশি খুচরো বাজারে বাংলাদেশের ইলিশের চাহিদাও থাকার কারণে সাধারণ মধ্যবিত্তের পকেট বেশ খালি করবে পদ্মার ইলিশ সেটাও সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে।

এই বিষয়ে 'ফিশ ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর সম্পাদক সৈয়দ আনোয়ার মাকসুদ বলেন, 'এই বছরে মাত্র চব্বিশশো কুড়ি মেট্রিক টন মাছ আসবে। এই বছর মাছের দাম বেশি হবে। প্রতি কেজি ১৬০০-১৭০০ টাকা মাছের দাম রয়েছে। যদিও ৮০০ গ্রাম থেকে শুরু করে এক কেজি ওজনের মাছ আছে। গতকাল ৪০-৪৫ টন মাছ ঢুকেছে। শনিবারের পর মাছের দাম কমতে পারে। আমরা খুশি মাছ আনতে পেরে।' যদিও উল্টোডাঙ্গা থেকে আসা খুচরো মাছ বিক্রেতা সুকুমার মল্লিক বলেন,'এই বছর মাছের যা দাম, তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। যাদের পয়সা আছে, তারাই কিনতে পারবে। দাম ১৫০০ টাকার মধ্যে হলে আমরা ১৬০০ টাকাতে বিক্রি করতাম। এখানেই দাম ১৬০০-১৭০০ টাকা।'

অন্যদিকে, এই বছর বাংলাদেশের ইলিশে ফর্মালিন মেশানো রয়েছে বলেও সোশ্যাল মিডিয়াতে ইলিশ বয়কটের ডাক দিয়েছেন নেট দুনিয়ার মানুষজন। গত বছর যেখানে কেজি প্রতি ১২০০-১৪০০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছিল বাংলাদেশের ইলিশ। এবার সেই দাম আরও বেশি হবে বলেই জানা যাচ্ছে। গত বছর ৩৯৫০ মেট্রিক টন ইলিশ আমদানি করা হয়েছিল, সেখানে চলতি বছরে ১৫৩০ মেট্রিক টন মাছ কম আসছে। ৮০০ থেকে এক কেজি ওজনের মাছ ১৬০০ থেকে১৭০০ টাকা দরে বিকোবে পাইকারি বাজারে। খুচরো বাজারে আরও চড়া দামে বিক্রি হবে ইলিশ।

পুজোর আগেই উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাইকোর্টের নির্দেশে ইতিমধ্যেই কেটেছে নিয়োগ জট। এরপরই সম্প্রতি উচ্চ প্রাথমিকের মেধাতালিকা প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। আর এবার প্রকাশ করা হল বিজ্ঞপ্তি। যে নিয়োগের জন্য দীর্ঘ প্রায় ৯ বছর ধরে প্রতীক্ষায় ছিলেন চাকরিপ্রার্থীরা এবার শুরু হচ্ছে সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া। অর্থাৎ, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে এবার।

শুক্রবার এসএসসি-র তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৩ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে কাউন্সেলিং। আদালতের নির্দেশেই হচ্ছে পুরো প্রক্রিয়া। ১৪ হাজারের বেশি শূন্যপদে নিয়োগ হবে।

তবে কাউন্সেলিং হবে ধাপে ধাপে। কোন দিন, কোন বিষয়ের কতজন প্রার্থীকে কাউন্সেলিং-এর জন্য ডাকা হয়েছে, তা উল্লেখ করা হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে। ৩ ও ৪ অক্টোবরের পর আবার কাউন্সেলিং হবে পুজোর পর। ২৪, ২৫, ২৮ ও ২৯ অক্টোবর হবে কাউন্সেলিং।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ১ অক্টোবর কমিশনের ওয়েবসাইট www.westbengalssc.com থেকে ডাউনলোড করা যাবে কাউন্সেলিং-এর ইন্টিমেশন লেটার। ২০১৫ সাল থেকে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে আছে। অর্থাৎ প্রায় ৯ বছর পর এই পরিস্থিতি চাকরির আশা দেখছেন প্রার্থীরা।

হাইকোর্ট রায় দেওয়া পর নিয়োগে আর কোনও বাধা ছিল না। কিন্তু এই মামলা পৌঁছে যায় শীর্ষ আদালতে। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ অনুসারে আগামী ২১ নভেম্বরের মধ্যেই ১৪,০৫২ জন প্রার্থীর নিয়োগে চাকরি সুনিশ্চিত করতে হবে। কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, শূন্যপদের সংখ্যা ১৪,৩৩৯।

সম্পাদকীয়

বন্যা নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, উভয়েরই উদ্যোগী হওয়া খুবই জরুরি

ডিভিসি-র ছাড়া জলে এ রাজ্যে যে বন্যা হয়েছে, তাকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘ম্যান মেড’ আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যকে আগাম না জানিয়ে এক সঙ্গে বিপুল পরিমাণে জল ছাড়ার ফলেই বিভিন্ন জেলার একাধিক এলাকা বন্যার কবলে পড়ে। সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার বন্যা পরিস্থিতি দেখতে এসে মন্ত্রী মলয় ঘটকও একই কথা বলেছেন। অন্য দিকে, কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ডিভিসি-র রিজার্ভার রেগুলেশন কমিটিতে ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি ছিলেন। আগাম আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েই জল ছাড়া হয়েছে। এ কথা ঠিক যে, টানা তিন দিন ধরে ধারাবাহিক বৃষ্টি হলে বিভিন্ন বাঁধের জল বিপদসীমার উপরে উঠবে। ডিভিসি ছাড়াও, রাজ্যের সেচ দফতরের আওতাধীন দুর্গাপুর ব্যারাজও অতিরিক্ত জল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। কংসাবতী ব্যারাজ থেকেও জল ছাড়া হয়েছে। পরিকল্পনাহীন ভাবে নদী বাঁধের উপর, নিচু জমিতে, খাল-বিল-নদী ভরাট করে প্রতি দিন অবৈধ নির্মাণকাজ হচ্ছে। বিভিন্ন জলাধার দীর্ঘ দিন ড্রেজিং না হওয়ায় মজে গিয়ে জলধারণ ক্ষমতা কমেছে। আবার নদী, পুকুর, খালবিল মজে যাওয়ার কারণে তাদেরও জলধারণ ক্ষমতা কমেছে। এই কারণে কংসাবতী নদীর পাড় একাধিক জায়গায় ভেঙে পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। সুতরাং, উদাসীনতা কেন্দ্র-রাজ্য উভয় পক্ষেরই আছে। তাই রাজ্যের এই সঙ্কটজনক বন্যা পরিস্থিতিতে ‘ম্যান মেড বন্যা’, ‘ডিভিসি-র সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করব’ ইত্যাদি রাজনৈতিক কথাবার্তা না বলে, সমস্যা মোকাবিলায় কেন্দ্র এবং রাজ্যের যৌথ উদ্যোগ দরকার। প্রকৃত সমস্যা নিরূপণ এবং সমাধানে উদ্যোগী হলে সমস্যা কমানো যাবে। তাতে এ রাজ্যের জনগণের বেশি উপকার হবে বলে মনে হয়।

শব্দবাণ-৫৮

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সেনাপতি ৪. বাক্য, ভাষা ৫. দীপ্তিশালিনী ৭. বিষ্ণু, নারায়ণ ৯. ফুলবিশেষ ১১. খুব সকাল।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.আটে কী? ২. জল ৩. পায়রা, কপোত ৬. প্রণয় ৮. পদ্ম, কমল ১০. ভৃত্য, চাকর।

সমাধান: শব্দবাণ-৫৭

পাশাপাশি: ১.দিলদরিয়া ৩. খরচ ৫. লকেট ৭. কামরা ৮. রসুল ১০. মানসিকতা।

উপর-নীচ: ১. দিগর ২. রিভলভার ৩. খটকা ৪. চতুরানন ৬. টহল ৯. সুলতা।

জন্মদিন

আজকের দিন

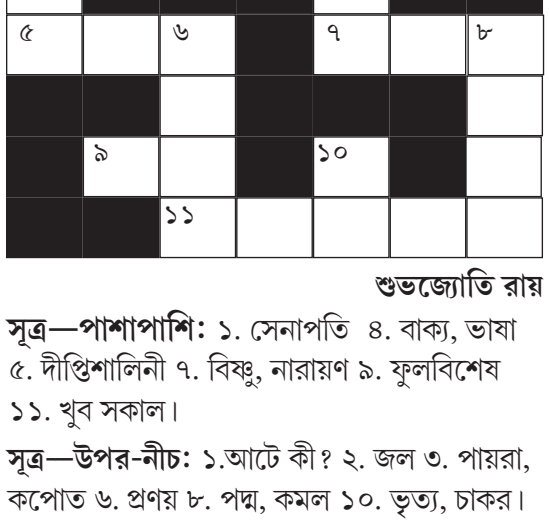

লতা মঙ্গেশকর

১৯২৯ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকরের জন্মদিন।*
১৯৪৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের জন্মদিন।*
১৯৮২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রনবীর কাপুরের জন্মদিন।*

স্মৃতির সরণী থেকে ইওরোপের ট্রাম

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতার ট্রাম নিয়ে ব্যাপক হইচই চলছে সামাজিক মাধ্যমে। ১৫১ বছরের একটা অধ্যায় শেষ হতে বসেছে। অনেকে বলছেন, ইওরোপে যদি ট্রাম চলতে পারে, কলকাতায় কেন নয়? ইওরোপে প্রবাসকালে রোজ ওই ট্রামে চড়েই অফিসে যাতায়ত করতাম। কিন্তু সেই ট্রাম আর চারপাশ যেন স্বর্গ। স্মৃতির সরণী থেকে সেই আখ্যান।

জার্মানির আমার প্রবাসকালের নেপথ্যে ছিল বরাতজোড়ে পাওয়া একটা সত্যিকারের ভালো চাকরি। আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষ ‘ডয়েচে ভেলে’ (ভয়েস অফ জার্মানি)-র বাংলা বিভাগের সম্পাদক (জার্মান ভাষায় ‘রিডাকটয়ের’) করে পাঠানোর ফলে ইওরোপের বিভিন্ন শহর ভালোভাবে দেখার এবং গণপরিবহণে চড়ার সুযোগ হয়েছে। আমাদের বহুতল অফিসভবন ছিল কোলনে রাইন নদীর তীরে। কিছুকাল সপরিবারে ছিলাম কোলনে, পরের দিকে লাগোয়া আরও ছোট্ট শহর ফ্রেশনে।

আজও মনে ভাসে ‘স্ট্রাসেনবানে’ ফ্রেশন থেকে কোলন যাওয়ার কথা। জার্মানিতে ট্রামকে বলে ‘স্ট্রাসেনবান’। ওঁদের ভাষায় ‘স্ট্রাসে’ মানে রাস্তা। আর ‘বান’ হল গাড়ি। কলকাতায় ট্রাম বলতে যে ছবি আমাদের চোখে ভাসে, তার সঙ্গে কিন্তু কোনও মিল নেই ‘স্ট্রাসেনবান’-এর। এগুলো হল হালকা, ছিমছাম ট্রেন। প্রযুক্তি সম্পূর্ণ আলাদা।

এই ট্রামের যেমন সুন্দর ভিতর থেকে দেখা বাইরের দৃশ্য, তেমন ভিতরের ঝাঁ চকচকে আদল। কেবল জার্মানি নয়, ইওরোপের বেশিরভাগ শহরেই ট্রেন-ট্রাম-বাস নির্দিষ্ট স্টপেজে আসে ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা মিলিয়ে। অন্যান্য জায়গার মতো ফ্রেশনের শান্ত, নিস্তরঙ্গ জনপদের স্টপেজগুলোতেও পোস্টের গায়ে বাঁধানো ফ্রেমে সময়সারনী।

ইওরোপে লন্ডন, প্যারিস, কোলন, বার্লিন, বন, রোমের মত কিছু শহর বাদ দিলে প্রায় সবই ছোট ছোট। ২০২২-এর ১ জানুয়ারি ফ্রেশনের লোকসংখ্যা ছিল ৫২,১৫৫। আয়তন ৪৫.১১ বর্গ কিমি। বোঝার জন্য একটু তুলনা করি দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুরের সঙ্গে।

২০২০-র হিসাবে যাদবপুরের লোকসংখ্যা ছিল ১লক্ষ ১৩ হাজার ২৫১। ফ্রেশন যাদবপুরের তুলনায় আয়তনে অনেক বড়, লোক কম ২.১৭ গুণ। সুতারাং অনেক অনেক খোলামেলা, যেন প্রকৃতির কোলে শান্ত একটা জনপদ।

এই বর্ণনা দিলাম এই কারণে, ট্রামযাত্রায় কী দেখব, তা সহজেই অনুমেয়। বড় বড় মোটা ঝকঝকে কাচের জানলা। বাইরে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে যেত। সবুজের সমারোহ, ছোট ছোট, সুন্দর পশ্চিমী স্থাপত্যের বাড়ি। সেগুলোর বাগানে রংবেরংয়ের ফুল। মসৃণ রাস্তা, পাশে পরিচ্ছন্ন ফুটপাথে পৃথক চিহ্নিত সাইকেল পথ। অধিকাংশ জায়গাই শুনশান, ফাঁকা। শীতকালে চারদিকে বরফের আচ্ছাদন। ট্রামের ভিতর লাগানো বাঁধানো ছোট ছোট ঘোষণা। তাতে কোনওটায় লেখা বন-এ বেঠোফেনের ভবন সংরক্ষণে দানের আবেদন, কোনওটায় বা ট্রামে নানা সময়ে যাত্রীদের হারানো জিনিস একসঙ্গে দেখিয়ে আসল মালিককে ফিরিয়ে দেওয়ার স্থান-সময়ের ঘোষণা।

পশ্চিমী দেশগুলোয় কুকুর পোষা অতি পরিচিত শখ। অনেকে পোষ্যকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়েন। স্টপেজ আসার আগে ট্রামের সাউন্ডবক্সে ঘোষণা হয় আগামী স্টপেজের নাম। এখনও কানে ভাসে মার্শডর্ফ,

আখেনারস্ট্রাসে/গ্যুর্টেল, রুডলফপ্লাৎস, নয়মার্কট, পোল, পরৎস, ৎসুনডর্ফ প্রভৃতি।

স্টপেজ এলে ট্রামের দরজা খুলে যায়। কোনও শব্দ নয়, মনে হত যেন পাখীর ডানা। বয়স্ক ও বিশেষভাবে সক্ষমদের ব্যাটারিচালিত হাতগাড়ি ওঠানামার জন্য স্বয়ংক্রিয় সিঁড়ি নেমে যেত। ট্রামে কন্ডাক্টর দেখিনি। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক; নানা রকম কার্ড ছিল। পড়ুয়া, বয়স্কদের জন্য রয়েছে সুলভ কার্ড। দূরত্বের ওপর নির্ভর করে মূল্য। কার্ড না থাকলে মুদ্রা ফেলে টিকিট নেওয়া যেত। এক আধ সময় টিকিট পরীক্ষক উঠতেন। জার্মানির বিভিন্ন শহরে এই ট্রাম কখনও গিয়েছে সমতল পথে, কখনও টিলার ওপর দিয়ে। কখনও সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে। দৃশ্যদূষণ, শব্দদূষণ; এসবের বালাই নেই। তবে, এই অতি আধুনিক ট্রাম তো চিরকাল ছিল না! বার্লিন শহরে ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু হয় ১৮৬৫-র ২২ জুন। চলে ১৯০৭-এর ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১৮৮৬-র ৫ মে থেকে ১৯১৯ বাষ্পচালিত ট্রাম। অ্যাকুমিলেটর (স্টোরেজ ব্যাটারি) চালিত ট্রাম ১৮৯৫-র ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯০২। ১৯৫৩ সালের ১৬ জানুয়ারি থেকে বার্লিনের দীর্ঘ ট্রামপথ ভাগ হয়ে যায় পূর্ব এবং পশ্চিমে।

তবে এই মূল শহরে ট্রাম চালুর আগে, ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু হয় হাভেল এবং স্প্রি নদীর সংযোগস্থলে এক চিলতে শহর স্পানডাউয়ে। তারিখটা ছিল ১৮৯২ সালের ৫ জুন। চলেছিল ১৮৯৬-এর ১৭ মার্চ পর্যন্ত। পরে এ সবই পর্যায়ক্রমে বৈদ্যুতিক যান হয়। কিন্তু অতীতে বিশ্বের প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম চলে বার্লিন-লিস্টারফেল্টে-স্টিগলিৎজ-সিয়্যুডএন্ডে-মারিয়েনডর্ফ লাইনে। তারিখটা ছিল ১৬ মে, ১৮৮১। এর নির্মাতা ছিল জিমেন্স। তখন অবশ্য সংস্থার নাম ছিল জিমেন্স উন্ড হাসকে। ইতিহাস থেকে ফের উঠে পড়ি ‘স্ট্রাসেনবানে’, থুড়ি জার্মানির ট্রামে। কোন কালে শুরু হয়েছিল ওদেশের নানা শহরে ট্রাম। প্রযুক্তির ক্রম বিবর্তন আর দু দুটো মহাযুদ্ধে ধ্বংশ হয়ে যাওয়ার ধাক্কা সামলেও ওদেশের বহু শহরে ট্রাম চলছে অন্যতম প্রধান গণ-পরিবহণ হিসাবে। ইওরোপের অনেক শহরেই চমৎকৃত হয়েছি এই রকম ট্রামযাত্রায়। দিন দিন ওই সব ট্রাম যেন হয়ে উঠেছে আরও সুন্দরী। আর আমরা কলকাতায় ট্রামকে ধরে রাখবো কেবল স্মৃতি আর দীর্ঘশ্বাস নিয়ে।

বাঙালির সেরা উৎসবে কলকাতায় ট্রামের আনন্দময় পরিক্রমা বাতিল

সত্যব্রত কবিরাজ

সম্প্রতি কলকাতায় ট্রাম চলাচল পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব সরকারিভাবে আদালতেই জানানো হয়েছে। এক তথ্য জানার অধিকার আইনের অধীনে জনস্বার্থ সম্পর্কিত কলকাতা উচ্চ আদালতে মামলার প্রেক্ষিতে এমন জনপ্রিয় পরিবহনের ঐতিহ্যঘাতী ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। কলকাতায় ট্রামের চলাচল শুরু হয় দেড়শো বছর আগে। সেসময় ভারতের অন্যান্য শহরেও ট্রাম পরিষেবা চালু হয়েছিল। কিন্তু কালের নিয়মে দেশের অন্যান্য শহর থেকে ট্রাম পরিষেবা বন্ধ হলেও কলকাতায় ট্রাম পরিষেবা অব্যাহত ছিল। এখন কেবল হেরিটেজ রুট হিসেবে এসপ্ল্যানেড -খিদিরপুর রুটে চলবে ট্রাম পরিষেবা। সরকারিভাবে বলা হয় বাঙালির সেরা উৎসবের সময়ে সরকারি উদ্যোগে পূজা পরিক্রমার ব্যবস্থা হয় পূজা প্যান্ডেলগুলি ঘুরে দেখার জন্য ট্রামের মাধ্যমে। কিন্তু পুলিশের বারবার আপত্তির ফলে এবার আর সরকার ট্রাম মাধ্যমে পূজা পরিক্রমার ব্যবস্থা করতে পারছে না বলে জানানো হয়েছে । কারণ ট্রাম চলাচলের ফলে নাকি অযথা যানজটের সৃষ্টি হয়। একই কারণে নাকি কলকাতা শহরের যাবতীয় ট্রাম রুটে ট্রাম চলাচল বন্ধ করা হয়েছে, কেবল ধর্মতাল থেকে খিদিরপুর রুটে তা চলাচল অব্যাহত রাখা হবে বলে আদালতে পরবর্তী শুনানির দিনে সরকারের পক্ষে জানিয়ে দেওয়া হবে। স্বাভাবিকভাবেই ট্রামপ্রেমী মানুষজন এর তীব্র বিরোধিতায় নেমেছেন। কারণ এমন দূষণহীন বহু স্তরের মানুষের সহায়ক যান পরিষেবা বন্ধ হওয়াকে মেনে নেওয়া অসম্ভব বলে ট্রামপ্রেমীদের পক্ষে সওয়াল করা হয়েছে। কলকাতা ট্রাম ব্যবহারকারী অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে দেবাশিস ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সরকার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতীতই এমন এক জনপ্রিয় পরিবহণ ব্যবস্থাকে বন্ধ করে দিতে চাইছে। তিনি জানান কলকাতায় ২০১১ সালেও ৩৭ রুটে ট্রাম চলাচল করত, ২০১৩ সালে তা কমে ২৭ রুটে, ২০১৭ সালে ১৫ রুটে, ২০১৮ সালে ৮ রুটে এবং ২০২২ সালে মাত্র ২ রুটে চালু ছিল। ২০১১ সালে যেখানে কর্মী সংখ্যা ছিল সাত হাজার সেখানে বর্তমানে কোনও কর্মীই নেই। বর্তমানে মাত্র ১২ কিলোমিটারে রুট অবশিষ্ট রয়েছে। ২০১১ সালে ট্রামে যাতায়াত করতেন ৭৫ হাজার মানুষ বর্তমানে তা কমে ৭ হাজারে দাঁড়িয়েছে। ২০১১ সালে ট্রাম পরিচালনার জন্য বিনিয়োগ ছিল সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা বর্তমানে কোনও বিনিয়োগই সরকারিভাবে করা হয় না। দেবাশিস বাবু জানান, বিশ্বের বিভিন্ন শহরে যখন ট্রাম পরিষেবা নতুন করে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে সেখানে কলকাতার মতো শহরে জনপ্রিয় ট্রাম চলাচল পরিষেবা বন্ধ করা এক আত্মঘাতী প্রয়াস। সরকারি সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি হিসেবে মেট্রোরেল, চক্ররেল, বাস চলাচলের কথা উল্লেখ করে অপেক্ষাকৃত ধীর গতির ট্রাম পরিষেবা বন্ধ করার পক্ষে যুক্তি দেখানো হচ্ছে।

আনন্দকথা

জানতে পারা যায় না। তাই পুরাণে কথা আছে — চণ্ডীতে — মধুকৈটভ বধের সময় ব্রহ্মাদি দেবতারা মহামায়ার স্তব করছেন।

‘‘শক্তিই জগতের মূলাধার। সেই আদ্যাশক্তির ভিতরে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছে, — অবিদ্যা — মুগ্ধ করে। অবিদ্যা — যা থেকে কামিনী-কাঞ্চন — মুগ্ধ করে। বিদ্যা — যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম — ঈশ্বরের পথে লয়ে যায়।

‘‘সেই অবিদ্যাকে প্রসন্ন করতে হবে। তাই শক্তির পূজা পদ্ধতি।

‘‘তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্য নানাভাবে পূজা — দাসীভাব, বীরভাব, সন্তানভাব। বীরভাব — অর্থাৎ রমণ দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করা।

‘‘শক্তিসাধনা — সব ভারী উৎকট সাধনা ছিল, চালাকি নয়।

‘‘আমি মার দাসীভাবে, সখীভাবে দুই বৎসর ছিলাম। আমার কিন্তু সন্তানভাব, স্ত্রীলোকের স্তন মাতৃস্তন মনে করি।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীকে স্কুলেই শ্লীলতাহানির অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বলাগড়: সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীকে স্কুলেই শ্লীলতাহানির অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। বলাগড় থানায় অভিযোগ ছাত্রীর পরিবারের। অভিযোগ, হুগলির বলাগড়ের ওই স্কুলের শিক্ষক এক ছাত্রীকে বাজেভাবে স্পর্শ করে। বৃহস্পতিবার স্কুলে খাতা দেখানোর সময় এই ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। ছাত্রীটি স্কুলের বাকি শিক্ষকদের বিষয়টি বলতে না পারলেও বাড়ি গিয়ে মাকে ঘটনার কথা জানান। শুক্রবার সকালে অভিভাবকরা স্কুলে গিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। শিক্ষকদের গেটের বাইরে আটকে বিক্ষোভ চলতে থাকে। খবর পেয়ে স্কুলে পৌঁছয় বলাগড় থানার পুলিশ। অভিভাবকদের দাবি, অভিযুক্ত শিক্ষককে যতক্ষণ গ্রেপ্তার না করা হবে ততক্ষণ বিক্ষোভ চলবে। অভিভাবকদের অভিযোগ, ওই শিক্ষক এর আগেও ছাত্রীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন। স্কুলে মদ্যপ অবস্থায় আসেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, ঘটনার কথা জানতে পেরেই স্কুল পরিচালন সমিতিকে জানিয়েছি। ওই শিক্ষক মদ খেয়ে স্কুলে আসে কিনা তা আমার জানা নেই। এলাকার শিক্ষানুরাগী অভিভাবকেদের নিয়ে আলোচনা করব। ইতিমধ্যেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে নিগৃহীত ছাত্রীর পরিবার। তবে পুলিশের দাবি, অভিযুক্তকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

অভিযুক্ত শিক্ষক বিশ্বজিৎ বাড়ুই জানান, সপ্তম শ্রেণির ক্লাস নিতে যান। ছাত্র-ছাত্রীরা বলে লাইব্রেরিতে যাবে। তাদের লাইব্রেরিতে নিয়ে যান। এর কিছু সময় পর সহ শিক্ষকদের থেকে জানতে পারি একটা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। হেনস্তা হতে পারি এই আশঙ্কায় তিনি শুক্রবার স্কুলে যাননি। তাঁর কথায়, 'ওই ছাত্রীর বয়স আমার ছেলের মতো। মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে।'

প্রধান শিক্ষক-সহ পার্শ্ব শিক্ষিকার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিড ডে মিলের দুর্নীতির অভিযোগ, পার্শ্ব শিক্ষিকার বিরুদ্ধে স্কুলে না এসে বছরের পর বছর মাইনে নেওয়ার অভিযোগ। চাঞ্চল্য অশোকনগরে। বিদ্যালয় বেশি ছাত্রের উপস্থিতি দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। খবর পেয়ে তাই নড়েচড়ে বসল জেলা স্কুল পরিদর্শক ও জেলাশাসকের দপ্তর। ঘটনাটি ঘটেছে অশোকনগরে এজি কলোনির দেশবন্ধু প্রাথমিক জিএসএফপি স্কুলে। অভিযোগ, স্কুলে দুশো আড়াইশো ছাত্রের উপস্থিতি প্রতিনিয়ত থাকলেও খাতা-কলমে তা পাঁচশোর উপরে দেখানো হয়। আর তাদের নামে বরাদ্দ মিড ডে মিলের টাকা আত্মসাৎ করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিমাংশু বিশ্বাস। স্কুলের সহ-শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মারফত সেই খবর পাওয়ার পর চলতি সপ্তাহে অন্তত তিনবার মিড ডে মিল সংক্রান্ত বিষয়ে খোঁজখবর নিতে বিদ্যালয়ে আসেন স্কুল শিক্ষা দপ্তরের লোকেরা। শুক্রবারও শিক্ষকদের নিয়ে বৈঠক করেছেন বাণীপুর চক্রের স্কুল পরিদর্শক সহ তিন সদস্যের দল। পাশাপাশি এই বিদ্যালয়ের পার্শ্ব-শিক্ষিকা নন্দিতা বিশ্বাসের নামেও চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ওঠে। বিদ্যালয়ে ক্লাস করাতে না এসেও বছরের পর বছর মাইনে নিচ্ছেন তিনি। এই বিষয়ে নন্দিতা অবশ্য জানান তার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করা হচ্ছে। পাশাপাশি তার অভিযোগ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা তাকে কোনও ক্লাস নিতে দেন না। এই নিয়ে প্রধান শিক্ষকের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। অশোকনগরে বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী বলেন, তদন্ত হবে।

হাতির তাণ্ডবে চাষের ব্যাপক ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: হাতির আতঙ্কে ঘুম উড়েছে সাঁকরাইলের বনপুরা, নয়াগাঁ এলাকার বাসিন্দাদের। দাঁতালের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড বিঘের পর বিঘে চাষজমি। ২৫-৩০ টি হাতির হুঙ্কার শুনে রাতেই বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন গ্রামবাসীরা। হাতি চলে আসে গ্রামের ভেতরে। বাড়িঘর বাঁচাতে রাস্তায় ব্যারিকেড দেওয়া হয়। অবশেষে বনপুরা এলাকায় ডুলুং নদীর তীর হয়ে হাতির দলটি ঢুকে পড়ে পার্শ্ববর্তী নয়াগাঁ এলাকায়। যথেচ্ছ তাণ্ডব চালায় ধানের জমিতে। নিম্নচাপের বৃষ্টিতে নদীর জল বাড়ায় চাষের জমি কিছু দিন ধরে জলের তলায় থাকায় চাষিরা এমনিতেই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার ওপর হাতির উপদ্রবে ধানের গাছ একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। সবজি চাষের জমির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সাঁকরাইলের টিয়াকাটি, পালেইডাঙা, বনপুরা, নয়াগাঁ সহ আরো বেশ কিছু এলাকায় তাণ্ডব চালাচ্ছে হাতির দল। হুলা পার্টির উদ্যোগে হাতি জঙ্গলে ফেরালেও, সন্ধ্যা নামলেই লোকালয়ে ফিরে আসছে দাঁতালের দল।

RAMAKRISHNA VEDANTA MISSION TEACHERS' ACADEMY
CHANDIPUR, P.O: PIRPUR, ULUBERIA, DIST: HOWRAH
Recognised by NCTE Affiliated to WBBPE.
RECRUITMENT NOTICE FOR D.El.Ed. COURSE
IN SITUATION VACANCY FOR THE POST OF FOUNDATION SUBJECT. QUALIFICATION AS PER NCTE NORMS. APPLY WITH IN 30-09-2024. WITH C.V. AND ALL DOCUMENTS & PASSPORT PHOTO THROUGH E-mail:- rvmta.chandipur@gmail.com Contact No:- 9434119041.
President.

ফিরহাদ হাকিমের নির্দেশে কেএমডিএ গঙ্গা অ্যাকশান প্ল্যানের লিফটিং স্টেশন তৈরির কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: কেএমডিএ গঙ্গা অ্যাকশান প্ল্যানের লিফটিং স্টেশন তৈরির কাজ শুরু হল অবশেষে। ফিরহাদ হাকিমের ফোনে শুরু হল কাজ। লিফটিং স্টেশন তৈরির কাজ চলছে। সেই কাজের জন্য মাটি তোলার সময় ফাটল ধরে চুঁচুড়া পিপুলপাতি কদমতলার কয়েকটি বাড়িতে। বিপজ্জনক পরিস্থিতি হওয়ায় একটি পরিবারকে সরাতেও হয়। আগে থেকে ব্যবস্থা না নিয়ে কাজ করায় এমন বিপত্তি বলে অভিযোগ ওঠে। এরপরই বিধায়কের ধমকে কাজ বন্ধ রাখতে হয় বলে অভিযোগ। চারদিন পর কেএমডি-এর ইঞ্জিনিয়াররা প্রকল্প এলাকায় এসে বিধায়কের সঙ্গে কথা বলেন। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিলে ফের কাজ শুরু হয়। সূত্রের খবর, কেএমডিএ-এর কাজ বন্ধ থাকায় ক্ষতির পাশাপাশি সময়ে কাজ শেষ করা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বিধায়ককে ফোন করেন পুর নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। দ্রুত কাজ শুরু করার কথা বলেন তিনি। তারপরই এদিন ইঞ্জিনিয়রদের সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক অসিত মজুমদার। কেএমডিএ-এর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় জানান, আমাদের কাজ হয়ে যাওয়ার পরে বাড়িগুলো আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিছু বাড়ির আছে, যারা বলছেন তাঁদের ভিত নড়ে গিয়েছে। একটি আবাস যোজনার বাড়ি রয়েছে, দেওয়ালে চিড় ধরেছে। সবার ক্ষেত্রে একই কথা। আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে সমস্ত বাড়িগুলিকেই আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেব। মাটির ৪০

ফুট নিচে গর্ত করে কাজ করা হচ্ছে তাই বালি বেরিয়ে আসছিল তার জন্যই এমনটা হতে পারে। তিনি জানান, সমস্ত সুরক্ষা নিয়েই সবটা করা হয়েছে। এই ঘটনাকে 'পার্ট অফ গেম' বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সদস্য বরুণ ঘোষালের দাবি, বাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছে। আগের অবস্থায় না ফেরানো অবধি ভরসা পাচ্ছেন না তিনি। অভিযোগ উঠেছিল, এখানে কোনও ইঞ্জিনিয়র ছিল না সেদিন। তা মানতে নারাজ কেএমডিএ-এর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান, এখানে সবসময়ই ইঞ্জিনিয়র থাকেন। অন্যদিকে বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, 'আমাকে ইঞ্জিনিয়র ফোন করেছিলেন, কয়েকদিন কাজ বন্ধও ছিল। আমি তো ইঞ্জিনিয়র নই আমি এসব বুঝিও না। আমি মানুষের হয়ে কথা বলেছি। তবে ফিরহাদ হাকিম আমার সঙ্গে কথা বলেন। উনিও চেয়েছিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা যাতে শুরু করা যায়।

ধানের জমিতে তাণ্ডব হাতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এ যেন ঠিক গোদের ওপর বিষফোঁড়া। একদিকে যখন সাম্প্রতিক নিম্নচাপজনিত বৃষ্টিতে ভাসছে বিস্তীর্ণ এলাকা, ঠিক তখন দলমার দামালের আক্রমণে প্রাণওষ্ঠাগত ওই বন্যা দুর্গত পাত্রসায়র ব্লক এলাকার কৃষিজীবী মানুষের।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে পাত্রসায়রের জলজলা ও কমলাসায়ের গ্রামে অতর্কিতে হামলা চালায় দলছুট এক দাঁতাল। একটি দোকানের শাটার ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি ধানের মরাইয়েও হামলা চালায়। এখানেই শেষ নয়, শুক্রবার দিনের আলো ফোটার পর ওই হাতিটিকেই গ্রামের ধানের জমিতে তাণ্ডব চালাতে দেখা গেছে। সবমিলিয়ে চরম আতঙ্কে পাত্রসায়রের জলজলা ও কমলা সায়ের গ্রামের মানুষ।

গ্রামবাসীদের তরফে বলা হয়েছে, আশেপাশের জঙ্গলে হাতি থাকার খবর পেয়েছিলাম, তবে বন্যার জল পেরিয়ে হাতি গ্রামে ঢুকে পড়বে আশা করিনি। এই অবস্থায় একদিকে আর্থিক ক্ষতি ও অন্যদিকে চরম আতঙ্কে তাঁদের দিন কাটছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন। অন্যদিকে, স্থানীয় বনাধিকারিক অমর মাঝি ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেককেই সরকারি নিয়মানুযায়ী ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন।

ক্যালকাটা কেরালিয়া কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড
২৮ নরেশ মিত্র লেন, কলকাতা৭০০০২৫,
রেজি. নং ১১ তারিখ ৩০.০১.১৯৫৭
ইমেল : calcuttakeraleeyacooperativeso@gmail.com
মো নং : ৯৮৭৪১ ৯৯০৪৫/৯৮৩০৭২৫৮৬৭
নোটিশ
এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে অবগত করা হচ্ছে যে, ডিরেক্টর বোর্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে রবিবার বেলা ২ টায় প্রেমিসেস ২৮, নরেশ মিত্র সরণি, কলকাতা : ৭০০০২৫ ঠিকানায় বিশেষ সাধারণ সভায়।
সকল সদস্যকে সংশ্লিষ্ট সভায় নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
নির্বাচনের নির্ঘন্ট এবং খসড়া ভোটার তালিকা সোসাইটির রেজিস্টার্ড অফিসে ৩০.০৯.২০২৪ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে।
তারিখ : ২৭.০৯.২০২৪
স্থান : কলকাতা স্বা/-
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
ক্যালকাটা কেরালিয়া কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.

Howrah Ward No-28 janakalyan ConsumerCo-Operative Stores Ltd.
Regd. No. 54 of 1966
বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সমিতির সকল সদস্যদের জানানো যাইতেছে যে, সমিতির আগামী পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের জন্য ড্রাফ্‌ট ভোটার লিস্ট সমিতির নোটিশ বোর্ডে রাখা হইয়াছে। উক্ত ব্যাপারে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তাহা 30.09.2024 হইতে 05.10.2024 এর মধ্যে লিখিত আকারে সমিতির অফিসে জমা করিতে হইবে এবং 23.10.2024 তারিখ দুপুর ১২টার সময় উপস্থিত হইয়া নির্বাচন আধিকারিককে জানাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। চূড়ান্ত ভোটার লিস্ট 23.10.2024 তারিখে টাঙানো হইবে।
স্বা/–
শ্রী জয়দীপ মিত্র
(অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার)

SBI
এসবিআই, হোম লোন সেন্টার কল্যাণী ব্রাঞ্চ (৬৪২২০)
বি-৯/১৩৯ সিভিক সেন্টার, সেন্ট্রাল পার্ক, পো. এবং থানা - কল্যাণী, জেলা - নদিয়া পিন-৭৪১২৩৫ ইমেল : sbi.64220@sbi.co.in
এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, দলিল নং ১-৫৫৪৬-১৯৯১ সালের, তারিখ : ১৪.০৫.১৯৯১ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, **শ্রী সুদীন কুমার তরফদার** পিতা শ্রী সুধীর কুমার তরফদার এর নামে , গ্রাম চন্দ্রপুর, (জুবিলিঘাটা), পো : দিঘা, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, ল্যামিনেটেড। **শ্রী সুদীন কুমার তরফদার** ইতিমধ্যেই ল্যামিনেটেড দলিল এসবিআই শাখায় দাখিল করেছেন এইচবিএল এবং টপ আপ লোনের জন্য সমপরিমাণ বন্ধক হিসেবে, সংশ্লিষ্টের ভিত্তিতে ল্যামিনেটেড দলিল মাধ্যমে ব্যাঙ্ক সমপরিমাণ বন্ধক গ্রহণ করেছে। কোনও পক্ষের কোনও দাবি উক্ত দলিল সম্পর্কে থাকলে এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষ এবং **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, কল্যাণী এইচএলসি (৬৪২২০)** শাখার নিকট দাবি দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
সম্পত্তির তপশিল : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ০২ কাঠা ৫ ছটাক ১ বর্গফুট কমবেশি প্লট নং ২৪-১০ কাঠা ০৬ ছটাক এর - ৩৯ ডেসিমেল থেকে, এলআর দাগ নং ৬২, খতিয়ান নং ৪১, এলআর খতিয়ান নং ৭৩২, আরএস নং ৯৪, পরগনা : আনওয়ারপুর, মৌজা : চন্দ্রপুর, জেএল নং ৯২, তৌজি নং ১৪৬, কাশিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : বারাসত, এডিএসআর : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এবং সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্লট নং ২৮ এবং ২৭; **দক্ষিণে :** ১২ ফুট চওড়া সড়ক; **পূর্বে :** প্লট নং ২৫; **পশ্চিমে :** প্লট নং ২০।
তারিখ : ২৮.০৯.২০২৪ অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
স্থান : কল্যাণী, নদিয়া স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, কল্যাণী এইচএলসি

বিধানসভা ভিত্তিক কাজের পরিসংখ্যান প্রকাশে পিছিয়ে রানিগঞ্জ বিধানসভা!

ঘটনার সত্যতা সামনে আনতে সাংবাদিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: কয়েকদিন আগে পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন বিধানসভা এলাকার কাজের পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে। ৫১ শতাংশ কাজ হওয়ায় জেলার মধ্যে সেরা বিধানসভার তকমা পেয়েছে পাণ্ডবেশ্বর। জেলার অন্যান্য বিধানসভা এলাকার থেকে কাজের নিরিখে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে রানিগঞ্জ বিধানসভা, সরকারি পরিসংখ্যানে সেরকমই ইঙ্গিত রয়েছে। এই পরিসংখ্যানে হতাশা প্রকাশ করেন রানিগঞ্জের বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সাংবাদিকদের একাংশের কাছে তিনি দাবি করেন তার এলাকাতে ৬১ শতাংশের মতো কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৩/ ২৪ বর্ষে এখন পর্যন্ত খরচ হয়েছে এক কোটি তিন লক্ষ টাকা। অন্যান্য বিধানসভা এলাকার থেকে রানিগঞ্জ

বিধানসভায় অনেক বেশি কাজ হয়েছে। কিন্তু পরিসংখ্যানে তার প্রতিফলন ঘটেনি। তিনি বলেন যে কাজ শেষ হয়েছে সাত মাস আগে সেই টাকার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে দু'দিন আগে বলে দাবি করেন তিনি। তিনি বলেন, সেই টাকা যোগ হলে তাহলে পরিসংখ্যান আলাদা হত। কেন কাজের সঠিক প্রতিফলন ঘটল না! বিষয়টি নিয়ে তিনি চিন্তা প্রকাশ করেন বিধায়ক। তবে এই বিষয়ে তিনি কাউকে স ব . া স বি . দোষারোপ করেননি। তবে বিষয়টি নিয়ে তিনি যে হতাশ তার শরীরী ভাষাতেই তা স্পষ্ট।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, বিশাখাপত্তনম
ডোর নং - ২৬-১৫-১৫০, অন্ধ্র ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, চাঙ্গালরাওপেটা, বিশাখাপত্তনম - ৫৩০০০১, এ.পি.
ফোন : ০৮৯১-২৫৩৭৭৯২/৮২, মোবাইল : ৯৩২৪৫১৭২৯১ ইমেল : ubin0817295@unionbankofindia.bank
২০০২ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২)/৮(৬) অধীনে ঋণগ্রহীতার প্রতি বিক্রয় নোটিশ (৩০ দিনের নোটিশ)
প্রতি :
১) **মেসার্স ডেকান ইস্পাৎ লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা),** রেজি. অফিস ২১, সরকার বাই লেন, সোনী হাউস, কলকাতা : ৭০০০০৭। ২) **মেসার্স ডেকান ইস্পাৎ লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা),** স্থানীয় অফিস ৪র্থ তল, সত্য সূর্য কমপ্লেক্স, দ্বারকানগর, বিশাখাপত্তনম , ৩) **শ্রী অরিকিরেভুলা নারায়ণ মূর্তি (ডিরেক্টর),** ডোর নং ৪-৪৬-১২, মেন রোড, পেডা ওয়ালটেয়ার কলোনি, বিশাখাপত্তনম, ৪) **শ্রী অশোক কুমার যোশী (ডিরেক্টর),** ৭৩, ডি ব্লক, বাঙ্গুর এভিনিউ , কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ , ৫) **শ্রী সঞ্জয় দাস (ডিরেক্টর),** ১৩৯/২, প্রতিভা স্কুল, শোব্বাবরম, বিশাখাপত্তনম, ৬) **প্রয়াত শ্রী চিরঞ্জীবি লাল আগরওয়াল (জামিনদাতা),** ডোর নং ৪-৬৯-২৭, লউসনস বে কলোনি, বিশাখাপত্তনম, ৭) **শ্রী কপিল শেঠী (জামিনদাতা),** এ, ৩৯৩, সরিতা বিহার, নিউ দিল্লি-১১০০৪৪। ৮) **মেসার্স ট্রু উডস প্রা লিমিটেড কোম্পানি (জামিনদাতা),** ডি নং : ৯-১৯-৫৬/৩, ৩য়তল, সিবিএম কম্পাউন্ড, ভিআইপি রোড, বিশাখাপত্তনম, ৯) **মেসার্স ডেকান বিনার্স প্রা লি কোং,** অশোকাপল্লি ভিলেজ, সব্বাবরম মন্ডল, বিশাখাপত্তনম,
প্রিয় মহাশয়/মহাশয়া,
বিষয় : ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের অধীনে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নিকট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য মেসার্স ডেকান ইস্পাৎ প্রা লি এর সম্পত্তি বিক্রয়।
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতা, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের অধীনে ধারা ১৩(২) অধীনে ০৩.১০.২০১৭ তারিখে দাবি নোটিশে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে **১৬.০৭.২০১৮ তারিখের** দখল নোটিশে উল্লিখিত মতে স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব দখল নিয়েছেন।
জামিনদত্ত সম্পত্তির দখল নেওয়া সত্ত্বেও ব্যাঙ্কের নিকট আপনারা আদায় দেননি। ফলে অনলাইন মারফত নোটিশ গ্রহণের তারিখ থেকে **৩০ দিনের** মধ্যে নিম্নোক্ত সম্পত্তি সাধারণ নিলাম মাধ্যমে বিক্রি করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ই-নিলাম বিক্রি, সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল, ই-নিলাম প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার বিস্তারিত ইত্যাদি আপনাদের পৃথকভাবে জ্ঞাত করা হবে।
সুতরাং আপনারা ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ সুদ, শুল্ক, চার্জ এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যয় সহ বিক্রয় নোটিশ প্রকাশের তারিখের পূর্বে প্রদান করেন তবে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রির জন্য পরবর্তীতে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না এবং সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে আপনাদের সম্পত্তির উদ্ধার করতে পারবেন।
সম্পত্তির তপশিল
নগর বাণিজ্যিক ফ্ল্যাট, চারতলায়, লেভেল -৫, " সত্য সূর্য কমপ্লেক্স", টিএস নং ৬৫৩ থেকে ৬৮৩, প্লট নং ২৬৯এ, ২৬৪এ, বিশাখাপত্তনম, হাউস বিল্ডিং সোসাইটি, চাঁদু সুইটস আপার, আলিপুরম ওয়ার্ড, দ্বারকানগর, জিভিএমসি, আরটিসি কমপ্লেক্স এর নিকট,বিশাখাপত্তনম : ৫৩৩০১৬ **(বিক্রয় দলিল অনুযায়ী সম্পত্তির বিবরণ : দলিল নং ২২৭১/২০০০, ২২৭২/২০০০ এবং ২২৭৩/২০০০ তারিখ ২৬.১২.২০০০)** । চৌহদ্দি : উত্তরে : গায়ত্রী কম্পিটিটিভ অ্যাকাডেমি, দক্ষিণ, খোলা জায়গা, করিডর এবং গায়ত্রী কম্পিটিটিভ অ্যাকাডেমি, পশ্চিম, খোলা জায়গা, **যোগাযোগ : ১৭,৭২৫০৫৪, ৮৩,৩০৬৩৭৩।**
তারিখ : ১৮.০৯.২০২৪ স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বিশাখাপত্তনম ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অ্যাসেট রিকভারি শাখা

GOKHURI SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMITI LIMITED
Regd. No.: 91MID ★ Dt. 22.02.1926
GOKHURI, P.O.- MAJNABERIA, DIST.- PURBA MEDINIPUR
Ref. No. GSKUS/2024/028 Date: 27/09/2024
কর্মখালি
- শূন্যপদ : ০১টি (অস্থায়ী)
- পদের নাম : চতুর্থ শ্রেণী (GROUP-D)
- শিক্ষাগত যোগ্যতা : সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে মাধ্যমিক পাশ সহ কম্পিউটারের উপরে ১ বৎসরের কোর্স।
- বয়স : ১৮ বৎসর হইতে ৩৫ বৎসর।
সাম্মানিক ৩০০০ টাকা প্রতিমাসে।
- আবেদন পদ্ধতি : সাদা কাগজে আবেদন করিতে নিজের বিবরণ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করিতে হইবে।
- বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে আবেদন সমিতির অফিসে জমা করিতে হইবে।
- বিঃদ্রঃ : আবেদন কারিকে অবশ্যই সমিতির এলাকাধীন স্থায়ী বাসিন্দা হইতে হইবে।
সম্পাদক
গোখুরী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

সিঙ্গুর আন্দোলনের প্রথম শহিদ রাজকুমার ভুলের মৃত্যু বার্ষিকী পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ১৩ বছর আগে সরকারের একটা ভুল সিদ্ধান্তে শান্ত সিঙ্গুর অশান্ত হয়ে উঠেছিল। এ মাটি তেভাগার মাটি। জান কবুল, ছাড়ব না জমি। ধেয়ে এল রাষ্ট্রের লেঠেলরা। পিঠে হাড় গুঁড়িয়ে দেওয়া লাঠির বাড়ি। চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেওয়া কাঁদানে গ্যাস। জমি না দিতে চাওয়া মানুষগুলোকে জমিতে ফেলে বেধড়ক পেটাই। তাপসী মালিক, রাজকুমার ভুলের মৃত্যু। সিঙ্গুরের লড়াইয়ের বার্তা কলকাতা-সহ গোটা দেশ, বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেই সিঙ্গুর আন্দোলনের প্রথম শহিদ রাজকুমার ভুলের মৃত্যু বার্ষিকী। এই উপলক্ষ্যে শহিদ রাজকুমার ভুলের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপাল বিধানসভার বিধায়ক ডা. করবী মান্না এবং রাজকুমার ভুলের মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব বৃন্দ ও কর্মী সমর্থকরা।

উল্লেখ্য, ২০০৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর টাটা দের জমি দখলের প্রতিবাদে সিঙ্গুর বিডিও অফিসের সামনে কয়েক হাজার কৃষক শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি করেন সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির ডাকে। ২৬ সেপ্টেম্বর ভোর রাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে শুরু হয় পুলিশের অত্যাচার। পুলিশের হাত মার খেয়ে প্রাণে বাঁচতে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে মারা যান ২১ বছরের রাজ কুমার ভুল।

২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর সিঙ্গুরের বাজেমেলিয়া গ্রামে নিউ উজ্জ্বল সংঘ ক্লাবের সামনে তাপসী মালিক ও রাজকুমার ভুল-এর প্রতিকৃতি স্থাপন করে। সেখানেই রাজকুমার ভুলের মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১ ৯৭৯১

SBI শান্তিনিকেতন শাখা
শান্তিনিকেতন, বোলপুরপোস্ট ও থানা - শান্তিনিকেতন, জেলা - বীরভূম, পিন-৭৩১ ২৩৫, ফোন নং ৮০০১১ ৯৫২৭৭, ই-মেইল আইডি: Sbi.02121@sbi.co.in
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: শ্রী রোহিত কুমার, ই-মেইল আইডি: Sbi.02121@sbi.co.in, মোঃ নং: ৮০০১১ ৯৫২৭৭
পরিশিষ্ট - ৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর শর্ত দেখুন]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
ই-অকশনের তারিখ ও সময়- ১৮.১০.২০২৪
সময়- ২৪০ মিনিট সকাল ১০.০০ টা বিকাল ৩.০০ টা প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
আগ্রহী দরদাতা ই-অকশন শেষ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি -এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদান প্রাপ্তির পরে এবং ই-অকশন ওয়েবসাইটে এই জাতীয় তথ্য আপডেট করার পরেই প্রাক-বিড ইএমডি-এর ক্রেডিট অকশনদাতাকে দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুসারে এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজস্ব স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে অগ্রিম-বিড ইএমডি পরিমাণ ভালভাবে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (গণ) এর জন্য নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল** সুরক্ষিত পাওনাদার **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, **১৫,২২,৮০৩.০০** টাকা (পনের লক্ষ বাইশ হাজার আটশো তিন টাকা মাত্র) **১৩.০৩.২০১৯** অনুযায়ী তুদুপরি আরও সুদ, খরচ ইত্যাদি সহ পুনরুদ্ধারের জন্য **১৮.১০.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা আছে তা আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে যা **শ্রী শঙ্কর প্রামাণিক** -এর বকেয়া আছে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে।
সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

সম্পত্তি(গুলি) / পরিসম্পদ(গুলি) -এর বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না অর্থ জমা গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	
৮১৫ বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা-বোলপুরের অধীনে হোল্ডিং নং ৯২/৯১, জেএল নং ৯৯, আরএস খ. নং ৭১৬, এলআর খ. নং ৭৯৯৮, বর্তমান এলআর খ. নং ৮৫৮১, আর.এস. প্লট নং ২৭৩, এল.আর. প্লট নং ৩০১, ওয়ার্ড নং ৮, বোলপুর পৌরসভার অধীনে, থানা-বোলপুর। **সম্পত্তিটি শ্রী শঙ্কর প্রামাণিক -এর নামে আছে,** পিতা- প্রয়াত আনন্দ প্রামাণিক, ভুবনডাঙ্গা, কালী মন্দিরের কাছে, পোস্ট+ থানা- বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পিন-৭৩১২০৪। **(বাস্তবিক দখলের অধীনে সম্পত্তি)**	ক) ১৫,৭৫,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫৭,৫০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ১৫.১০.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা; ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময়: ১৭.১০.২০২৪ সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা https://www.ebkray.in -এ দেওয়া নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন।
তারিখ: ২৮.০৯.২০২৪ কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে। অনুমোদিত অফিসার
স্থান: শান্তিনিকেতন, বোলপুর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Punjab & Sind Bank
লেকটাউন শাখা (কে০৮৭৫), বাঙ্গুর, ব্লক - সি, বাঙ্গুর এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০৫৫, ইমেল- k0875@psb.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল ৮(১)]
যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে ০২.০৫.২০২৪ তারিখের একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **ঋণগ্রহীতা - শ্রী দীপাঞ্জন অধিকারী,** পিতা স্বপন কুমার অধিকারী এবং **জামিনদাতা দীপা অধিকারী,** স্বামী দীপাঞ্জন অধিকারী কে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে অর্থ **৪৬,২৩,০৭০.৫৮ টাকা** (ছেচল্লিশ লাখ তেইশ হাজার সত্তর টাকা এবং আটান্ন পয়সা) উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উল্লিখিত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক এর অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩ এর সাব -সেকশন(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য **৪৬,২৩,০৭০.৫৮ টাকা** (ছেচল্লিশ লাখ তেইশ হাজার সত্তর টাকা এবং আটান্ন পয়সা) এবং পরবর্তী সুদ সহ **পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক** এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ ৪ কাঠা কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ এরিয়া ২২২৬ বর্গফুট (একতলা ১১৮৫ বর্গফুট এবং ২য়তল ১০৪১ বর্গফুট খোলা ছাদ ২১৬ বর্গফুট এবং গ্যারাজ এরিয়া ১৮০ বর্গফুট) কমবেশি অবস্থিত মৌজা : আগরপাড়া, জেএল নং ১১, আরএস নং ৩১, তৌজি নং ১৫৫, আরএস/এলআর খতিয়ান নং ১৩৪৫, আরএস/এলআর দাগ নং ৪৭১(অংশ), পুরসভা হোল্ডিং নং ২২৪, প্রেমিসেস নং ৯২, পি বি ঘাট রোড,থানা : খড়দহ, ওয়ার্ড নং ৭, পানিহাটি পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৫৮, পশ্চিমবঙ্গ স্বত্বাধিকারীর নাম ১) দীপাঞ্জন অধিকারী, বিক্রয় দলিল নং ১৯০২১৫৯০৭ তারিখ ১০.১১.২০২৩,রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এআরএ-২, কলকাতা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০২-২০২৩, পৃষ্ঠা ৫৭১৭৩৯ থেকে ৫৭১৭৬৪। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্যামল মুখার্জির ভবন (দলিল অনুযায়ী); পশ্চিমে : মনোরঞ্জন ব্যানার্জির ভবন, পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ; দক্ষিণে : ১৮ ফুট চওড়া পি বি ঘাট রোড।
তারিখ - ২৫.০৯.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - কলকাতা পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

SBI STATE BANK OF INDIA
STRESSED ASSETS RECOVERY BRANCH, BURDWAN
সংশোধনী
আমাদের বিজ্ঞাপন ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে প্রকাশিত হয়েছিল **ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন ০৭.০৯.২০২৪** সংস্করণে।
ক্রম নং ১ : ঋণগ্রহীতার নাম : **মেসার্স প্রতিভা রেফ্রিজারেশন সেন্টার,** ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ পড়তে হবে **সম্পত্তি নং ১ : ২০,০০০.০০ টাকা, সম্পত্তি নং ২ : ৫০,০০০.০০ টাকা এবং সম্পত্তি নং ৩ : ৫০,০০০.০০ টাকা- প্রতিটি সম্পত্তির জন্য ২০,০০০.০০ টাকার পরিবর্তে।**
ক্রম নং ২ : ঋণগ্রহীতার নাম : **মেসার্স কালীমাতা মিনি রাইস মিল,** ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ পড়তে হবে **৫০,০০০.০০ টাকা, -২০,০০০.০০ টাকার পরিবর্তে।**
ক্রম নং ৩ : ঋণগ্রহীতার নাম : **মেসার্স নিউট্রাহিল কুসন ফুট প্রোডাক্টস প্রা লি,** ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ অধীনে পড়তে হবে **৫০,০০০.০০ টাকা - ২০,০০০.০০ টাকার পরিবর্তে।**
ক্রম নং ৪ : ঋণগ্রহীতার নাম : **মেসার্স সাহা মেডিকেল, স্বত্বাধিকারী : অরিন্দম সাহা।**
ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **০৮.১০.২০২৪ তারিখে** স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, এসএআরবি বর্ধমান দ্বারা যা প্রত্যাহৃত হয়েছে অনিবার্য কারণে।
পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স ফেথফুল ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস ৮ই, জেমস হিকি সরণি, (পূর্বতন ৮/বি ডেকার্স লেন নামে পরিচিত), এসপ্লানেড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৬৯ সম্পর্কিত
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, শুক্রবার ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "গুজরাত রাজ্যে" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ ঠিকানা, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা : ৮ই, জেমস হিকি সরণি, (পূর্বতন ৮/বি ডেকার্স লেন নামে পরিচিত), এসপ্লানেড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৬৯
দরখাস্তকারীর পক্ষে
ইশান আগরওয়াল
স্থান : কলকাতা (ডিরেক্টর)
তারিখ : ২৮.০৯.২০২৪ ডিন-১০১৪৯০৮৯

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/37/2019 24.09.2024
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
বনাম
সারিউল হক
প্রতি
(সিডি ১) সারিউল হক স্বত্বাধিকারী **মেসার্স এ আর ফ্যাশন টেক্সটাইল,** ব্যবসা স্থল গ্রাম - উমরপুর, এন এইচ ৩৪, পো. ঘোরাসালা, থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২২৯ এবং বসবাসের ঠিকানা মঙ্গলজিন, পো. ঘোরাসালা, থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ - ৭৪২২২৯
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/1072/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **৭৪৭৩০৯৬.৯৭ টাকা (চুয়াত্তর লাখ তিয়াত্তর হাজার ছিয়ানব্বই টাকা এবং সাতানব্বই পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ **১৪.৭৫** শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **২২.০৫.২০১৫** থেকে সমুদয় শুল্ক **০ (মাত্র) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **০৯.১২.২০২৪** তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ২৪.০৯.২০২৪
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া, অর্থ উপার্জনের অভিনব পথে প্রতারণার ছক!

সুমন তালুকদার ● বারাসাত

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়ার দেওয়ার কথা কি আপনি শুনেছেন? হ্যাঁ, এখন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়াও চলছে রমরমিয়ে। আর নিজের এই অ্যাকাউন্ট ভাড়া দিয়ে মাসে ২ থেকে ১০ হাজার বা তারও বেশি টাকা উপার্জন করছেন কিছু মানুষ। এই নতুন ভাড়ার ব্যবসায় হাত পাকাচ্ছেন অনেকেই। আপাত দৃষ্টিতে বৈধ মনে হলেও আইনত এটা অবৈধ। কিন্তু কি এই অ্যাকাউন্ট ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা? বাড়ি ভাড়া দিলে, আপনার বাড়িতে যে কয়মাস বা বছর ভাড়াটিয়া থাকবে সেই দিনগুলির আপনি টাকা পাবেন। এখানেও তেমনি, আপনার অ্যাকাউন্টে যে কদিন বা যে কয়মাস কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান টাকা রাখবেন সেই মতোই আপনি ভাড়ার টাকা পাবেন। ধরুন আপনার কোনও একটি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট রয়েছে। কোনও ব্যক্তি আপনার অ্যাকাউন্টটি ভাড়া নিয়ে তার কিছু টাকা রাখল। একটা সময়ের পর তার টাকা সে ফেরত নিয়ে নিল। যে কয়দিন আপনার অ্যাকাউন্টে টাকাটা থাকল সেই কদিনের ভাড়া আপনি শর্ত মতো পেয়ে গেলেন। টাকার পরিমাণ ও কতদিন আপনার অ্যাকাউন্টে অন্যের টাকা থাকছে তার উপরেই ভাড়ার টাকা নির্ভর করে। আর এভাবেই অ্যাকাউন্ট ভাড়া দিয়ে আয় করছে কিছু মানুষ। এমন ঘটনায় কয়েকজনকে পুলিশের জেরার মুখে পরতে হয়েছে। শ্রীঘরেও আছে এমনই কিছু অ্যাকাউন্ট হোল্ডার।

সঞ্জয় পাল নামে বারাসাতের এক বাসিন্দা প্রতিমাসে ৫ লক্ষ টাকা তার অ্যাকাউন্টে রাখার জন্য ২ হাজার টাকা ভাড়া পাবেন এই শর্তে কলকাতার একটি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলেন। কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা তার অ্যাকাউন্টে ঢোকে ও বেরিয়ে যাওয়াতে তিনি ভয় পেয়ে বারাসাত থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন। পুলিশ তদন্তের নেমে প্রিয়াঙ্কা কুন্ড ও অভিজিৎ দাস নামে বারাসাতের দুই বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করে।

জানা গেছে, সাধারণ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে বা অনলাইন ফ্রড সহ বিভিন্ন পন্থায় টাকা তছরুপ করে একটি অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়। সেই অ্যাকাউন্ট থেকে আরেকটি অ্যাকাউন্ট, তারপর একাধিক অ্যাকাউন্টে টাকা ঘুরিয়ে তছরুপকারীদের মূল অ্যাকাউন্টে টাকাটি জমা পড়ে। একাধিক অ্যাকাউন্ট ঘোরার কারণে ওই টাকার খোঁজ পেতে তদন্তকারীদের সময় লেগে যায়। আর সেই সময়ের মধ্যেই দুষ্কৃতীরা ওই টাকা ক্যাশ করে নেয়। বড় বড় ব্যবসায়ীদের একাংশ হিসেব বহির্ভূত টাকা বাঁচাতে বা সরকারি ট্যাক্স থেকে বাঁচতেও অন্যের অ্যাকাউন্ট ভাড়া নেন। যেহেতু ভারত সরকার ক্রিপ্টো কারেন্সির ব্যবহারের সরকারি অনুমোদন দেয়নি। তাই এই ক্রিপ্টো কারেন্সি ভাঙানোর ক্ষেত্রে সরকারকে ফাঁকি দিয়ে নিজেদের বাঁচাতে অন্যের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেন ব্রোকারেরা। সেক্ষেত্রেও একশ্রেণির ব্রোকারেরা অ্যাকাউন্ট ভাড়া নেন। এছাড়াও বিদেশের টাকা এনজিও মারফত অ্যাকাউন্টে ঢোকানোর ক্ষেত্রেও এই ধরনের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়।

বারাসাতের এসডিপিও বিদ্যাগড় আজিঙ্কে আনান্দ জানান, সম্প্রতি বারাসাত থানায় একটি অভিযোগে ভিত্তিতে ২ প্রতারককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আবাস যোজনায় কাটমানির অভিযোগ, পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে জবাবদিহি চাইলেন বিডিও

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে আবাস যোজনার কাটমানি বাবদ নেওয়া টাকা ফেরত দেওয়ার ঘটনার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে জবাবদিহি চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। বৃহস্পতিবার ইসলামপুরের বিডিও দীপান্বিতা বর্মন এই চিঠি পঞ্চায়েত প্রধান নুরি বেগমকে পাঠিয়েছেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই এই চিঠির জবাব চাওয়া হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত ইসলামপুর ব্লকের কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নুরি বেগম আবাস যোজনার সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য উপভোক্তাদের কাছ থেকে ১০ হাজার ৫০০ টাকা কাটমানি নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দলের অঞ্চল সভাপতি ছিলেন নুরি বেগমের স্বামী আব্দুল হক। দল তার কার্যকলাপে সন্তুষ্ট না হওয়ায় আব্দুল হককে সরিয়ে অঞ্চল সভাপতি করেন আব্দুস সাত্তারকে। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পরই আব্দুল হকের সঙ্গে বিবাদ চরমে ওঠে।

জানা গিয়েছে, সরকারিভাবে ২২৬ জন উপভোক্তাকে প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য প্রত্যেক উপভোক্তার কাছ থেকে কাটমানি নিয়েছিলেন প্রধান নুরি বেগম। দলের কাছে এই তথ্য আসার পরই নুরি বেগমকে দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয় ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার পঞ্চায়েত অফিসে বসে ২০০ জন উপভোক্তাকে কাটমানি বাবদ নেওয়া ১০ হাজার টাকা ফেরত দেয় পুলিশি পাহারায়। বাকিরা টাকা ফেরত না পাওয়ায় এলাকায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ২০০ জনকে কাটমানির টাকা ফেরত দেওয়ার পর নুরি বেগমকে পুলিশ পঞ্চায়েত অফিস থেকে কোনক্রমে তাকে গাড়িতে তুলতে পারলেও ক্ষুব্ধ জনতা গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করে। বিডিও দীপান্বিতা বর্মন জানিয়েছেন, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও অন্যান্য সোর্স মারফত আমরা জানতে পারি, ওই পঞ্চায়েত প্রধান দপ্তর থেকে বহু মানুষকে নগদ টাকা ফেরত দিয়েছে। এটা কিসের টাকা, কেন তিনি ফেরত দিলেন, কাদের দিলেন, কোন ফান্ড ব্যবহার করা হয়েছে - সব জানতে চেয়ে গোটা ঘটনার জবাবদিহি চাওয়া হয়েছে প্রধানের কাছে। তাকে এই চিঠির জবাব দেওয়ার জন্য ৭ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। তার উত্তর পাওয়ার পরই পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করা হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি আব্দুস সাত্তার জানিয়েছেন, অন্যায়ভাবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কাটমানি নেওয়ার বিষয়ে দল আগেই ব্যবস্থা নিয়েছে। গোটা ঘটনা দলের জেলা নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে। পঞ্চায়েত প্রধান নুরি বেগম জানিয়েছেন, এই কাটমানির টাকা আমি নিইনি। আগের বোর্ড নিয়েছে। তবে মানুষের ক্ষোভ সামাল দিতে আমাকেই টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালা জানিয়েছেন, ওই প্রধানকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আড়াই বছর পার হলেই তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে সিউড়ি থানার অন্তর্গত দুর্গাপুজো কমিটিগুলির হাতে সরকারি অনুদান বাবদ ৮৫০০০ টাকা তুলে দেওয়া হল। শুক্রবার সিউড়ি ডিআরডিসি হলে পূজা কমিটিগুলির সমন্বয় বৈঠক ও সরকারি অনুদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী সহ পুরসভার কাউন্সিলর সিউড়ি ১ নম্বর ব্লক নেতৃত্ব এবং জেলা পুলিশ ও সিউড়ি থানার আধিকারিক বৃন্দ।

স্নান করতে নেমে জলের স্রোতে তলিয়ে গেল দশম শ্রেণির পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ডুলুং নদীতে স্নান করতে নেমে জলের স্রোতে তলিয়ে গেল দশম শ্রেণির এক পড়ুয়া। শুক্রবার ঝাড়গ্রাম শহর থেকে আট বন্ধু টোটোতে চেপে ঝাড়গ্রামের জামবনি ব্লকের চিলকিগড়ে কনকদুর্গা মন্দিরে ঘুরতে গিয়েছিল। চিলকিগড় কনক দুর্গা মন্দিরে ঘুরতে গিয়ে মন্দিরের পাশে থাকা ডুলুং নদীতে আট বন্ধু স্নান করতে নামে। ডুলুং নদীতে জলের স্রোত থাকায় ওই আট জন অনেক দূর পর্যন্ত জলের স্রোতে ভেসে যায়, তবে ওই আট বন্ধুর মধ্যে সাত জন কোনও ক্রমে ডুলুং নদী থেকে উপরে উঠে আসতে পারলে ও ১৬ বছর বয়সি কুমার মাঝি নামে দশম শ্রেণির এক পড়ুয়া ডুলুং নদীর জলের স্রোতে তলিয়ে যায়। জানা গেছে, তার বাড়ি ঝাড়গ্রাম শহরের উত্তর বামদা এলাকায়। ঝাড়গ্রাম শহরের বাণীতীর্থ হাই স্কুলের দশম শ্রেণির পড়ুয়া ছিল কুমার। বিষয়টি জানার পর জামবনি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই স্কুল পড়ুয়া কেউ উদ্ধারের জন্য ডুলুং নদীতে ডুবুরি নামায়। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারা ডুলুং নদীতে নেমে ওই স্কুল পড়ুয়ার সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত ওই স্কুল পড়ুয়াকে ডুলুং নদী থেকে উদ্ধার করা যায়নি। যার ফলে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

আরামবাগে বন্যার জল নামতেই বিদ্যালয়ের ধ্বংসস্তূপ, শ্রেণিকক্ষ তৈরির দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভয়ংকর জলের তোড়ে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছিল বিদ্যালয়। জলের স্রোতে বিদ্যালয়টি ধসে যায়। পাশাপাশি এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে থাকা একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রও ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় বিদ্যালয়ের ক্লাস। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখা যাচ্ছে আরামবাগের তিলকচক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। আর বন্যার জল নামতেই বিদ্যালয়ের ধ্বংসস্তূপ বেরিয়ে এসেছে। কঙ্কালসার চেহারায় এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে স্কুলভবন আর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি। ভেঙে গিয়েছে স্কুল। পুরোপুরি ঝুলছে বিদ্যালয়ের একাংশ। দেওয়ালে এখনও টাঙানো রয়েছে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনের ছবি। ক্লাসের ব্ল্যাক বোর্ডটিও দেওয়ালে রয়েই গেছে। স্কুলের যাবতীয় সামগ্রী ভেসে গেছে। অনেক নথিও চলে গেছে জলের তলায়। বহু পুরনো বই যা ছিল স্কুলের অনেক স্মৃতি, সেই সব আজ আর নেই। ঝোলা ভবনের নিচে এবড়ো খেবড়ো পাথরের টুকরো পড়ে রয়েছে। পড়ে রয়েছে জমাট বাঁধা সিমেন্টের সঙ্গে শক্ত পোক্ত

ইটের চাঁই। স্কুলের পাশেই লন্ডভন্ড রাস্তাঘাট। বন্যায় মুন্ডেশ্বরীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছিল আরামবাগ ও খানাকুলের বিস্তীর্ণ অংশ। এমনকী একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙে গিয়েছে। আপাতত বিদ্যালয়ের একাংশ জেগে থাকলেও বাকিটা সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে। এলাকার মানুষজনের দাবি, তাড়াতাড়ি স্কুল ঘর তৈরি হোক। প্রধান শিক্ষক ও অবরবিদ্যালয় পরিদর্শক জানান, যাবতীয় তথ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তরের কাছে জমা করা হয়েছে। আমরা প্ল্যান এস্টিমেট করে পাঠিয়েছি।

জানা গেছে, এই স্কুলে ২৭৭ জন পড়ুয়া তিলক চক প্রাথমিক বিদ্যালয় পড়াশোনা করে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অশোক গড়াই বলেন, এত দিন স্কুল চালাতেই পারিনি। ছাত্রছাত্রীরা আসেনি। তবে মাস্টার মশাইরা সকলেই এসেছেন। এই সবে একদিন হল স্কুল শুরু হয়েছে। স্কুল শিক্ষা দপ্তরের কাছে যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতির প্রমাণাদি সহ সবই পাঠিয়েছি। অপর দিকে স্কুল পরিদর্শক বিশ্বজিৎ গণাই বলেন, প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। ক্লাস বন্ধ ছিল। আমি নিজে ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলেছি যাতে তাড়াতাড়ি ভবনটি তৈরি করা যায়।

এক গুচ্ছ দাবি নিয়ে কাঁকসার বিডিওকে ডেপুটেশন আদিবাসী সম্প্রদায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এক গুচ্ছ দাবিকে সামনে রেখে কাঁকসা বিডিও অফিস ঘেরাও করল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা। শুক্রবার দুপুরে কাঁকসার মিনি বাজার থেকে মিছিল করে কাঁকসার বিডিও অফিসের সামনে আসে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা। এদিন আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদের দাবি নিয়ে কয়েকশো আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ মিছিল করে এসে কাঁকসার বিডিও অফিসের সামনে আসতেই পুলিশ গেটের বাইরে দাঁড়াতে বলতেই পুলিশকে রীতিমতো ধাক্কা দিয়ে বিডিও অফিসের গেট খুলে ভিতরে ঢুকে বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। ঘটনাকে ঘিরে বিডিও অফিস চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিন প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ দেখানোর পরে তারা তাদের দাবি নিয়ে কাঁকসার বিডিওর কাছে ডেপুটেশন জমা দেন।

আদিবাসীদের অভিযোগ নকল আদিবাসী সেজে অনেকেই সরকারি সুবিধা ভোগ করছে। এছাড়াও কাঁকসা ব্লকে যে সমস্ত আদিবাসী গ্রাম রয়েছে সেখানে পানীয় জল থেকে শুরু করে অনেক কিছুই সুযোগ সুবিধা তারা পাচ্ছেন না। বিভিন্ন সময় কাঁকসার বিভিন্ন এলাকায় রাতে নাচ গানের নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে থাকে। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের ফলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে কুপ্রভাব পড়ছে রাত ভোর সেই সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ করার দাবি সহ মোট ২২ দফা দাবি নিয়ে তারা বিডিওকে ডেপুটেশন দেন। কাঁকসার বিডিও তাদের দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিলেও আশ্বাস মতো দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

পুজোর অনুমতি বাতিল নদিয়ার জেলাশাসকের

এবার হাইকোর্টেই ১১২ ফুটের পুজোর ভবিষ্যৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বিশ্বের সবথেকে বড় দুর্গা তৈরি হচ্ছিল রানাঘাট কামালপুরে। সেই বড় দুর্গা বর্তমানে আইনি জটিলতায়। মহামান্য আদালতের কামালপুরের দুর্গাপুজো নিয়ে রায়দান ছিল। যদিও আজ পরিষ্কারভাবে মহামান্য আদালতের বিচারপতি তেমনভাবে এই বড় দুর্গাপুজোর মামলায় কোনও রায়দান করেনি আজ। আগামী সোমবার কামালপুরের বড় দুর্গার পুজোর মামলার রায়দান। তারই অপেক্ষায় রয়েছেন কামালপুর গ্রাম সহ গোটা নদিয়া জেলার মানুষ। ঠাকুর তৈরি দেখতে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছেন দর্শনার্থীরা। সূত্রের খবর, এত বড় দুর্গা পুজো করতে বাঁধা দেয় পুলিশ প্রশাসন। এরপর মামলা হয় হাইকোর্টে। যদিও আদালত জেলাশাসককে বিষয়টি নজর করতে এবং রিপোর্ট দিতে বলেছিলেন। সূত্রের খবর আই পুজোর জন্য সহমত দেননি জেলাশাসক। তাই এই বড় দুর্গা পুজো হওয়া নিয়ে অনেকটাই অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন গ্রামবাসীরা সহ পুজো উদ্যোক্তারা। যদিও এই পুজো নিয়ে এখনো আশাবাদী রয়েছেন গ্রামের আপামর বাসিন্দারা। এই পুজো মণ্ডপের বা এই পুজোর দুর্গা প্রতিমার প্রধান শিল্পী জানাচ্ছেন এখনো রায়দান বা পুজোর অনুমতি যদি দেওয়া হয় তাহলেও দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর মধ্যেও প্রতিমা তৈরির কাজ ও মণ্ডপ তৈরির কাজ সম্পন্ন করা যাবে। তবে এই প্রসঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত মেম্বার জানান, এখনো আমরা আশাবাদী এবং আমাদের পুরো ভরসা আছে। এখন দেখার আগামী সোমবার কি রায়দান দেন মহামান্য বিচারপতি সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন গ্রামবাসীরা।

ধর্ষণে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগের চেষ্টার ঘটনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি। অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি আইএনটিটিইউসি'র প্রাক্তন জেলা সভাপতি। কাজ দেওয়ার নামে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে প্রাক্তন ওই তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতার বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে বালুরঘাট থানায় এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার পরিবার। পকসো ধারায় রুজু হয় মামলা। এর পর থেকেই ফেরার অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা। অন্যদিকে, বিষয়টি জানতে পেরে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করে আদালত। এদিন হুলিয়া জারির সেই নোটিস দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার অন্তর্গত নারায়ণপুর এলাকায় অবস্থিত ওই ব্যক্তির বাড়ির দরজায় সাঁটিয়ে দেয় পুলিশ। এ বিষয়ে তৃণমূলের জেলা সহ-সভাপতি সুভাষ চাকি জানান, 'আইন আইনের পথে চলবে। এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। বর্তমানে উনি তৃণমূলের কোনো পদে নেই। কেউ যদি কোনও অপরাধ করে থাকে, আইন তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।'

রাস্তায় বইছে শালী নদীর জল, সমস্যা সমাধানের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাস্তার ওপর দিয়ে বইছে শালী নদীর জল, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষদের, সমস্যায় বেশ কয়েকটি গ্রামের সাধারণ মানুষ, দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস প্রশাসনের।

রাস্তার ওপর এক কোমর জল জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষদের। এ ছবি বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের ধানশিমলা পঞ্চায়েতের কাশিপুর সংলগ্ন এলাকার। স্থানীয়দের দাবি, প্রতিবছর বর্ষাকাল এলে ধানশিমলা থেকে কাশিপুর যাওয়ার রাস্তার এই অংশ জলের তলায় চলে যায় ফলে চরম সমস্যায় পড়তে হয় তাদের। তার ওপর নিম্নচাপের বৃষ্টির কারণে শালী নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই জল এই মুহূর্তে রাস্তার উপর দিয়ে বইছে। ফলে একপ্রকার জীবনের ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষদের। সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বেশ কয়েকটি গ্রামের সাধারণ মানুষদের। সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তাদেরকে এই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে কিন্তু তারপরেও সমস্যা সমাধানের কোনওরকম উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না প্রশাসনের তরফে। তাই দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন তারা।

এ বিষয়ে সোনামুখী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুশল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করা হলে তিনি জানান, ইতিমধ্যেই এই সমস্যার কথা অ্যাকশন প্ল্যানে ধরানো হয়েছে দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা হবে।

সরকারি নিয়ম না মেনে আল্লাডিতে রাস্তার কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: এবার পেপার ব্রিক্স নিয়ে বিক্ষোভ সালানপুরে। সালানপুর ব্লকে পিডাবলুডির ফান্ড থেকে প্রায় তিন কোটি টাকা খরচ করে সিদাবাড়ি থেকে আল্লাডি মোড় পর্যন্ত রাস্তার পেপার ব্রিক্স দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। কিন্তু এবার সেই রাস্তার কাজ আল্লাডিতে বন্ধ করল স্থানীয়রা। তাদের অভিযোগ পুরনো রাস্তার থেকে প্রায় ২ ফুট উঁচু করে রাস্তার নির্মাণ করার ফলে বর্ষার বৃষ্টি রাস্তা দিয়ে বাড়িতে দোকানে প্রবেশ করছে, যার ফলে সমস্যায় পড়েছে স্থানীয় দোকানদার থেকে শুরু করে গ্রামের মানুষজনেরা। তারা জানান, টানা কয়েকদিন বৃষ্টি পড়ার ফলে রাস্তার জল গিয়ে প্রবেশ করছে তাদের বাড়ি ও দোকানে। তারা ঠিকাদারকে অনেকবার অনুরোধ করেছেন যেন টেকনিক্যালি গর্ত খুঁড়ে রাস্তায় পেপার ব্রিক্স বসানো হয়। তবে ঠিকাদার তাদের অসুবিধার কথা না শুনে নিজের মতো করে কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলে শুক্রবার দিন রাস্তার কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। তারা দাবি জানায় অবিলম্বে ২ ফুট গর্ত খুঁড়ে রাস্তার নির্মাণ করা হোক, নাহলে তাদের আন্দোলন চলবে। তবে ঠিকাদার সংস্থার সুপারভাইজার জানান, তাদের রাস্তার পাশেই নর্দমা নির্মাণ করার কাজও রয়েছে। তাই এখন সামান্য অসুবিধা হলেও ভবিষ্যতে তাদেরই সুবিধা হবে। এই অবস্থায় রাস্তা নির্মাণের কাজ ধোঁয়াশার মধ্যে পড়েছে।

দুর্গাপুজো প্যান্ডেল পরিদর্শন ও সরকারি অনুদানের চেক বিতরণ করলেন পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: শুক্রবার অন্ডাল থানার অন্তর্গত মোট ৭৬ টি দুর্গা পূজা কমিটিকে সরকারি অনুদানের চেক তুলে দিল পুলিশ। সরকারি অনুদানের চেক তুলে দেওয়ার পাশাপাশি পুজো

প্যান্ডেলগুলির সুরক্ষা ব্যবস্থা কেমন থাকবে এবং কি কি গাইডলাইন থাকবে পুজো কদিন সেই সব বিষয়ে আলোচনার জন্য অন্ডাল থানার শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারী ও বিশ্বেশ্বরী কোলিয়ারির সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির প্যান্ডেল পরিদর্শন করলেন ডিসি ইস্ট অভিষেক গুপ্তা। এদিনের এই কর্মসূচিতে তার সঙ্গে ছিলেন এসিপি অন্ডাল পিন্টু সাহা, সিআইবি দুর্গাপুর পিন্টু মুখার্জি, ওসি অন্ডাল তন্ময় রায় ও উখড়া ফাঁড়ির আইসি মইনুল হক, এছাড়াও ছিল আরো অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। আগামী পুজোয় কি কি প্রশাসনিক গাইডলাইন থাকবে সেই সব বিষয়ে পুজো কমিটিগুলিকে ওয়াকিবহাল করা হল এদিন। পাশাপাশি কয়েকটি পুজো কমিটির হাতে সরকারি অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়।

বিদেশে ডাক পাননি এবার, নিজের ঘরে দুর্গা পুজো করতে চলেছেন পুরোহিতমশাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: দীর্ঘ পাঁচবছর ধরে আসানসোলের এসবি গরাই রোডের মাস্টারপাড়ার বাসিন্দা প্রেমানন্দ আচার্য দুবাইয়ে পুজো করছিলেন। প্রেমানন্দ বাবুর ছেলে থাকতেন দুবাইয়ে, সেখানে তিনিই ছিলেন মুখ্য কর্মকর্তা। হিন্দু কমিউনিটিকে নিয়ে একটি ব্যাংকুয়েট হলে দুর্গার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা-অর্চনা হত। ছেলের কথামতো শাস্ত্রিক পুজো করার জন্য পাড়ি দিতেন বিদেশে প্রেমানন্দ বাবু। এইভাবে পাঁচ বছর কেটে গেলেও বর্তমানে তার ছেলে পেশাগত কারণে

দেশ পরিবর্তন করে চলে গেছে অস্ট্রেলিয়ায়। স্বভাবতই দুবাইয়ে আর ডাক পাননি আচার্য বাবু তাতে তার আক্ষেপ নেই তিনি বললেন মায়ের পুজো অতি অবশ্যই হবে তাই তার নিজস্ব বাসস্থানে দেবীর মূর্তি নিয়ে এসে তিনি পূজা অর্চনা করবেন।

বন্ধ হয়ে গেল উলুবেড়িয়ার লাডলো জুটমিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: পুজোর মুখে বন্ধ হয়ে গেল উলুবেড়িয়া থানা এলাকার চেঙ্গাইলের লাডলো জুটমিল। জানা গিয়েছে, বোনাস বৃদ্ধির দাবিতে কয়েকদিন ধরেই ওই জুটমিলে চাপা অসন্তোষ চলছিল। ওই জুটমিলের একদল শ্রমিক এবং ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে অশান্তিতে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। জুটমিলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ জুটমিল কর্তৃপক্ষের। এরপরেই মঙ্গলবার থেকে জুটমিলে অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজ বন্ধ সিদ্ধান্ত নেয় মিল কর্তৃপক্ষ। পুজোর মুখে প্রায় ৭০০ শ্রমিক এরফলে কর্মহীন হয়ে পড়েন।

আসন্ন পুজো মরশুমে পদ্মচাষে ঘাটতি, জোগানের সমস্যার আশঙ্কায় ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দুর্গাপুজোর মুখে পদ্মের জোগান দিতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন ফুল ব্যবসায়ীরা। কারণ, অধিকাংশ পুকুরগুলিতেই পদ্ম চাষ ছেড়ে মাছ চাষে ঝুঁকেছেন চাষিরা। ফলে মালদার কয়েকটি এলাকায় সামান্য পরিমাণ পুকুরগুলিতে পদ্মের চাষ হলেও বেশিরভাগ এই ফুলের জোগান বাইরে থেকেই দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মালদার ফুল ব্যবসায়ীরা। ইতিমধ্যে হাওড়া এবং ওড়িশার পদ্ম হিমঘরে মজুত করতে শুরু করেছেন ফুল ব্যবসায়ীদের অনেকেই। যদিও ফুল ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, পদ্মের জোগান জেলায় কম হলেও দাম তুলনামূলক বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে বন্যা হওয়ার কারণেই পদ্মের অভাব দেখা দিয়েছে।

বেশিরভাগ পদ্ম আসে কলকাতা এবং হাওড়ার ফুল মার্কেট থেকে। তবে মালদা জেলায় বিগত দিনে যে পরিমাণ পুকুরগুলিতে পদ্মের চাষ হত, তা অনেকটাই কমে গিয়েছে। এজন্য আগেভাগেই বাইরে থেকেই পদ্মের জোগান দেওয়ার জন্য বায়না দিয়ে হিমঘরে ফুলগুলি মজুত রাখতে হচ্ছে।

উল্লেখ্য, মালদার ফুল মার্কেটের অধিকাংশ ব্যবসায়ীরা হাওড়া, কলকাতা, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার এলাকায় ঘুরে ঘুরে ফুল সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পদ্ম ফুলের অমিল তৈরি হয়েছে। ফলে চড়া দামের আশঙ্কা রয়েছে পদ্মফুলের। উত্তর মালদার বিভিন্ন ব্লকগুলিতে একসময় পুকুরে পদ্মফুলের চাষ ব্যাপক হারে হত। তবে বর্তমানে অধিকাংশ পুকুরে মাছ চাষ শুরু হয়েছে। ফলে পদ্মের চাষ অনেকটাই কমে গিয়েছে। তার উপর এই বছর মালদায় পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয়নি। মার্চ মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত বৃষ্টির সময় থাকলেও মালদায় তুলনামূলক কম হয়েছে। ফলে অধিকাংশ পুকুরেই জলের অভাবে এ বছর পদ্মের চাষ হয়নি। তাই পুজোয় পদ্মের যোগান দিতে হিমসিম খেতে পারেন ফুল ব্যবসায়ীরা। দূর দূরান্ত থেকে ফুল সংগ্রহ করে মজুত করতে শুরু করেছেন তাঁরা।

মালদা অতুল মার্কেট ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য মনোজ সাহা বলেন, শুধু মাত্র দুর্গাপুজো নয়। লদী পুজো, কালী পুজোতে পদ্মের প্রয়োজন হয়। দক্ষিণবঙ্গে বন্যার ফলে পদ্মফুলের জোগান কম হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে মালদা জেলাতে। মালদা জেলা কোল্ড স্টোরেজ ওর্নাস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, পুজোতে পদ্মফুলের ঘাটতি কমাতে তৎপর ফুল ব্যবসায়ীরা। একমাস আগে থেকেই পদ্মফুল সংগ্রহ করে হিমঘরে মজুত করা হচ্ছে। তবে পদ্ম ফুল উৎপাদন অন্যবারের তুলনায় কম।

কানপুরে বৃষ্টিতে ৩৫ ওভারেই শেষ প্রথম দিনের খেলা, ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ১০৭/৩

নিজস্ব প্রতিনিধি: কানপুরে ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিতীয় টেস্টে বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। হাওয়া অফিস জানিয়েছিল, প্রথম তিন দিন বৃষ্টি হতে পারে। প্রথম দিন অন্তত তেমনটাই দেখা গেল। বৃষ্টিতে খেলা শুরু হতে দেরি হল। মাঝেও কয়েক বার খেলা বন্ধ হল। পরিস্থিতি এমনটাই হল যে ৩৫ ওভারের পরে আর খেলাই হল না। প্রথম দিন খেলা শেষ হওয়ার সময় প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের রান ৩ উইকেটে ১০৭।

আকাশে মেঘ থাকায় এই টেস্টেও তিন পেসার খেলিয়েছে ভারত। টস জিতে বল করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। বাংলাদেশ সাবধানে শুরু করে। দুই ওপেনার ধীরে খেলছিলেন। শাদমান ইসলাম কয়েকটি শট খেললেও জাকির হাসান রান করতে পারছিলেন না। কিছু বলে সমস্যা হলেও যশপ্রীত বুমরা ও মহম্মদ সিরাজকে সামলান বাংলাদেশের দুই ওপেনার।

তৃতীয় পেসার হিসাবে বল করতে নেমে প্রথম ওভারেই বাংলাদেশকে ধাক্কা দেন আকাশ দীপ। তাঁর বলে গালি অঞ্চলে ক্যাচ দেন জাকির। প্রথম টেস্টের মতো এই টেস্টেও ভাল ক্যাচ ধরেন যশস্বী জয়সওয়াল।

সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে বল তালুবন্দি করেন তিনি। মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। তৃতীয় আম্পায়ার আউট দেন। ২৪ বল খেলে শূন্য রানে ফেরেন জাকির।

অপর ওপেনার শাদমানকেও আউট করেন আকাশ দীপ। তাঁর বল শাদমানের প্যাডে লাগলে এলবিডব্লিউয়ের আবেদন করেন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। আম্পায়ার আউট দেননি। আকাশ দীপের জোরাজুরিতে রিভিউ নেন রোহিত। ডিআরএসে দেখা যায় শাদমান আউট। ২৪ রান করেন তিনি।

মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় খেলা বন্ধ হয়ে যায়। বিরতি নির্ধারিত সময়ের আগে নিয়ে নেন আম্পায়ারেরা। বৃষ্টি থামলে দ্বিতীয় বার খেলা শুরু হলে মোমিনুল হক ও নাজমুল হোসেন শান্ত জুটি গড়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু শান্তকে ৩১ রানের মাথায় আউট করেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তার পরে আবার বৃষ্টি শুরু হয়। গোটা মাঠ ঢেকে দেওয়া হয়। বেশ কিছু ক্ষণ খেলা বন্ধ থাকার পরে আম্পায়ারেরা সিদ্ধান্ত নেন, প্রথম দিনের খেলা শেষ। দিনের শেষে মোমিনুল ৪০ ও মুশফিকুর রহিম ৬ রানে ব্যাট করছেন।

মারধরের ঘটনা মিথ্যে, জানালেন ‘টাইগার রবি’

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলাদেশ দলের সুপার ফ্যান ‘টাইগার রবি’কে হেনস্তার অভিযোগ সত্য নয় বলে দাবি করেছে কানপুর পুলিশ। টাইগার রবিও এক ভিডিও বার্তায় নিজের শারীরিক অসুস্থতার বিষয়টি জানান।

কানপুরের কল্যাণপুর এলাকার এসিপি অভিষেক পান্ডে আজ সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, ‘পানিশূন্যতার কারণে তিনি (রবি) পড়ে গিয়েছিলেন। পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এখন তিনি ভালো অনুভব করছেন।’ পরে যোগ করেন, ‘মারামারির অভিযোগটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাঁকে কোনো সমর্থক আঘাত করেনি।’

এদিকে এক প্রকাশিত ভিডিও এক বার্তায় রবিকে হিন্দিতে বলতে শোনা যায়, ‘আমার শরীর খারাপ হয়ে যাওয়ার পর পুলিশ আমাকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। এখন আমি সুস্থ হয়ে গিয়েছি।’ যদিও

কানপুর টেস্টের প্রথম দিন মধ্যাহ্নবিরতির সময় কিছু স্থানীয় সমর্থকের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন টাইগার রবি।

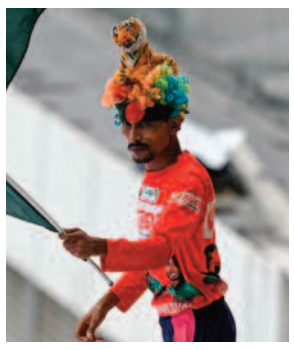

এর আগে চেন্নাইয়ে সিরিজের প্রথম টেস্টেও তাঁকে ভারতীয় সমর্থকেরা হেনস্তা করেছিলেন বলে রবি অভিযোগ করেছিলেন। যদিও আজকের মতো সেদিনও ভারতীয় পুলিশ সেটাকে মিথ্যা অভিযোগ বলে দাবি করেছিল।

ক্রিকেট ছাড়লেন ব্রাভো

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) এবারের মৌসুম শেষ করে অবসর নিতে চেয়েছিলেন ডোয়াইন ব্রাভো। কিন্তু গত মঙ্গলবার সিপিএলে সেন্ট লুসিয়া কিংসের বিপক্ষে ম্যাচে কুঁচকিতে চোট পান ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের এই অলরাউন্ডার। এতে সিপিএলের বাকি মৌসুম থেকে ছিটকে পড়া নিশ্চিত হওয়ার পর সব ধরনের ক্রিকেট ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে দুবার টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতা ব্রাভো।

আগামী মাসেই ৪১ বছরে পা রাখতে যাওয়া ব্রাভো স্বীকৃত টি,টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক। ৫৮২ ম্যাচের ৫৪৬ ইনিংসে বোলিং করে নিয়েছেন ৬১৩ উইকেট। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জার্সিতে ২৯৫ ম্যাচের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টেনেছেন অবশ্য ২০২১ সালেই। আর আইপিএল ছেড়েছেন গত বছর। এরই মধ্যে কোচিংয়ে ঝুঁকেছেন। গত এক বছরের মধ্যে কাজ করেছেন আইপিএলের চেন্নাই সুপার কিংস ও আফগানিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে।

ইনস্টাগ্রামে অবসর ঘোষণায় ব্রাভো লিখেছেন, ‘হৃদয় চালিয়ে যেতে চায়, কিন্তু শরীর ব্যথা ও ধকল আর সহ্য করতে পারছে না। আমি নিজেকে এমন অবস্থানে ঠেলে দিতে পারব না, যেখানে সতীর্থ, ভক্ত কিংবা যে দলের প্রতিনিধিত্ব করছি, তারা আমার জন্য হতাশ হবে। তাই ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়েই বলছি, আমি আনুষ্ঠানিকভাবে খেলাটি থেকে আমার অবসর ঘোষণা করছি। আজ চ্যাম্পিয়ন বিদায় জানাচ্ছে।’

১৮ বছরের ক্যারিয়ারে টি,টোয়েন্টি ক্রিকেটের গতিপথে বিশেষ ভূমিকা আছে ২০০৪ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিজয়ী ব্রাভোর। আইপিএল, পিএসএল ও বিগ ব্যাশে শিরোপা জিতেছেন। স্বীকৃত টি,টোয়েন্টিতে তাঁর চেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছেন শুধু কাইরন পোলার্ড। ওয়েস্ট ইন্ডিজ জাতীয় দলে ব্রাভোর একসময়ের সতীর্থ পোলার্ড ৬৮৪ ম্যাচ খেলেছেন।

সিপিএল শুরুর আগে ব্রাভো জানিয়েছিলেন, ক্যারিয়ারে এটাই হবে তাঁর শেষ সিপিএল। আরব আমিরাতে আইএলটি,টোয়েন্টি লিগের তৃতীয় মৌসুমেও খেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চোট পাওয়ার পর সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন ব্রাভো। সিপিএলের ইতিহাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক এ অধিনায়কই সবচেয়ে সফল খেলোয়াড়। পাঁচবার শিরোপা জিতেছেন।

কানপুরে প্রথম দিন সাত ওভার বল করেই নজির অশ্বিনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাঠে নামলেই যেন নজির গড়ছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। কানপুরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম দিন মাত্র ৩৫ ওভার খেলা হয়েছে। অশ্বিন বল করেছেন মোট ন’ওভার। সপ্তম ওভারেই নজির গড়েছেন তিনি। অশ্বিন ছাপিয়ে গিয়েছেন অনিল কুম্বলেকে।

এশিয়ার মাটিতে টেস্টে সর্বাধিক উইকেটে তালিকায় কুম্বলেকে টপকেছেন অশ্বিন। বাংলাদেশের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তকে আউট করে এই নজির গড়েছেন ভারতীয় স্পিনার। এশিয়ার মাটিতে এখন অশ্বিনের উইকেটের সংখ্যা ৪২০। তিন নম্বরে থাকা কুম্বলের উইকেটের সংখ্যা ৪১৯।

দেশের মাটিতে ৩৬৯টি উইকেট নিয়েছেন অশ্বিন। অর্থাৎ, আর ৩১টি উইকেট নিলে প্রথম ভারতীয় হিসাবে ভারতের মাটিতে ৪০০ উইকেটের মালিক হবেন তিনি। দেশ-বিদেশ মিলিয়ে ১০২টি টেস্টে ৫২৩টি উইকেট নিয়েছেন অশ্বিন। টেস্টে মোট উইকেটের তালিকায় ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন তিনি। শীর্ষে কুম্বলে। তাঁর উইকেটের সংখ্যা ৬১৯।

এশিয়ার মাটিতে টেস্টে সর্বাধিক উইকেট শ্রীলঙ্কার মুথাইয়া মুরলিথরনের দখলে। তিনি ৬১২টি উইকেট নিয়েছেন। সব মিলিয়ে টেস্টেও সর্বাধিক উইকেট তাঁর। টেস্টে ৮০০টি উইকেট নিয়েছেন মুরলি। এশিয়ায় উইকেটের সংখ্যায় চার নম্বরেও রয়েছেন শ্রীলঙ্কার এক প্রাক্তন স্পিনার। রঙ্গনা হেরাথের উইকেটের সংখ্যা ৩৫৪। পাঁচ নম্বরে রয়েছেন ভারতের হরভজন সিংহ। ৩০০টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। অর্থাৎ, প্রথম পাঁচে থাকা সকলেই স্পিনার। তিন জন ভারতের ও দু’জন শ্রীলঙ্কার।

হারের হ্যাটট্রিক ইস্টবেঙ্গলের, ‘গো ব্যাক’ শুনলেন কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ‘হেরে যাওয়ার মধ্যে কোনও ভুল নেই। ভুলটা হল হার মেনে নিয়ে চুপ থাকা।’ চলতি আইএসএলে ঘরের মাঠে প্রথম বার খেলতে নামা ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারদের তাতানোর জন্য এমনই একটি কথা ব্যানারে লিখে এনেছিলেন সমর্থকেরা। কিন্তু মাঠ বদলালেও জয়ে ফিরল না ইস্টবেঙ্গল। ঘরের মাঠে এফসি গোয়ার কাছে ২-৩ গোলে হারল তারা। গোয়ার হয়ে হ্যাটট্রিক করলেন গত মরসুমে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলে যাওয়া বোরহা হেরেরা। সেই কারণেই হয়তো গোল করার পরে বিশেষ উল্লাস করতে দেখা গেল না তাঁকে। তবে তাঁর খেলা দেখে বোঝা গেল, ইস্টবেঙ্গলকে জবাব দিলেন তিনি। পেনাল্টি থেকে করা মাদি তালালের গোল লাল-হলুদ সমর্থকদের মনে আশা জাগালেও শেষরক্ষা হল না। ঘরের মাঠে সমর্থকদের কাছে ‘গো ব্যাক’ শুনতে হল কোচ কার্সেল কুয়াদ্রাতকে। শুধু তা-ই নয়, যাঁর হ্যাটট্রিকে দল হারল সেই বোরহার নামে জয়ধ্বনি দিলেন লাল-হলুদ সমর্থকেরা।

পর পর তিনটি ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণ যা খেলল তা চিন্তা বাড়াবে কোচ কুয়াদ্রাতের। পরের ম্যাচের আগে হয়তো আরও কয়েকটি বিনিদ্র রজনী কাটাতে হবে তাঁকে। প্রথম ২১ মিনিটেই জোড়া গোল হজম করে ইস্টবেঙ্গল। দু’টি গোলই হল রক্ষণের ভুলে। দ্বিতীয় গোলটি তো ইস্টবেঙ্গলের বিদেশি ডিফেন্ডার হিজাজি মাহের গোয়াকে উপহার দিলেন। যত বার ইস্টবেঙ্গল বক্সে বল গেল তত বার মনে হল গোল হবে। হিজাজি, হেক্টর ইয়ুস্তে, আনোয়ার আলিদের ছন্নছাড়া ফুটবলের খেসারত দিল দল। গোটা ম্যাচ জুড়ে প্রচুর সুযোগ পেয়েছিল গোয়া। কাজে লাগাতে পারেনি তাঁরা। লাল-হলুদ তেকাঠির নীচে বেশ কয়েকটি বল বাঁচান এই ম্যাচে প্রথম খেলতে নামা দেবজিৎ মজুমদার। তিনি না থাকলে হয়তো লজ্জা আরও বাড়ত ইস্টবেঙ্গলের।

খেলার প্রথম কয়েক মিনিট পর থেকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল না যে কোন দল অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলছে। বার বার ইস্টবেঙ্গলের বক্সে ঢুকে পড়ছিলেন বরিস সিংহ, উদান্তা সিংহেরা। ১৩ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল করে গোয়া। দুই ডিফেন্ডারকে টপকে বক্সে ঢোকেন দেজান দ্রাজিচ। তাঁর শট লাল-হলুদ গোলরক্ষক দেবজিৎ কোনও রকমে বাঁচালেও ফিরতি বলে গোল করেন বোরহা। বক্সে ইস্টবেঙ্গলের চার জন ডিফেন্ডার ছিলেন। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন প্রথম পোস্টে। ফলে ঠান্ডা মাথায় দ্বিতীয় পোস্ট দিয়ে গোল করেন বোরহা।

২১ মিনিটের মাথায় দ্বিতীয় গোল বোরহার। বল ছিল হিজাজির পায়ে। তাঁর কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে বক্সে ঢোকেন বরিস। তিনি বল বাড়ান অরক্ষিত বোরহার দিকে। বাঁ পায়ে বল জালে জড়ান স্পেনের ফুটবলার। দ্বিতীয় গোলের সময়েও ঠিক জায়গায় ছিলেন না লাল-হলুদ ডিফেন্ডারেরা। গোয়ার ডিফেন্ডারের ভুল থেকে খেলায় ফেরে ইস্টবেঙ্গল। ২৯ মিনিটের মাথায় তালালকে বক্সে ফাউল করেন গোয়ার ডিফেন্ডার। পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। গোলরক্ষক লক্ষ্মীকান্ত কাট্টিমনিকে ভুল দিকে ফেলে গোল করেন তালাল। পরের ২০ মিনিট সমানে সমানে লড়াই হয়। দু’দলই সুযোগ তৈরি করে। কিন্তু গোল করতে পারেনি। ২-১ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যায় গোয়া।

ঘরের মাঠে পিছিয়ে থাকা ইস্টবেঙ্গল বিরতির পরে খেলার ধরনে বদল করবে, এমনটাই আশা ছিল। মহেশ নাওরেমকে তুলে আগের ম্যাচে গোল করা পিভি বিষ্ণুকে নামান কোচ কুয়াদ্রাত। কিন্তু কোথায় কী? প্রথমার্ধের মতো দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেও আক্রমণ বেশি শুরু করল গোয়া। দুই প্রান্ত ব্যবহার করে সুযোগ তৈরি করতে থাকে তারা। ইস্টবেঙ্গলের বেশির ভাগ ফুটবলারকে দেখে মনে হচ্ছিল ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। অধিনায়ক ক্লেটন সিলভা আক্রমণের থেকে রক্ষণে বেশি সময় কাটালেন। ফলে যা হওয়ার তাই হল।

৬৬ ও ৬৯ মিনিটের মাথায় দু’বার গোলের সামনে পৌঁছে যায় গোয়া। বরিস গোলরক্ষককে একা পেয়েও বাইরে মারেন। ৭১ মিনিটের মাথায় নিজের ও দলের তৃতীয় গোল করেন বোরহা। উদান্তার কাছ থেকে বক্সের বাইরে বল পান তিনি। তাঁর ঘাড়ের কাছে ছিলেন ক্লেটন। সামনে হিজাজি। বাঁ দিকে আনোয়ার। তিন জনকে বোকা বানিয়ে বক্সে ঢুকে বাঁ পায়ের শটে গোল করেন বোরহা। তিন গোল খাওয়ার পরে যুবভারতীর গ্যালারিতে উঠল ‘কুয়াদ্রাত গো ব্যাক’ স্লোগান। লাল-হলুদ কোচের মুখ দেখেও বোঝা যাচ্ছিল কতটা চাপে রয়েছেন তিনি। এমনকি, হ্যাটট্রিক করে ইস্টবেঙ্গলকে হারের মুখে দাঁড় করিয়ে বোরহা যখন মাঠ ছাড়ছেন তখন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য হাততালি দিলেন লাল-হলুদ সমর্থকেরা।

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 09/EO/2024-25
E-Tenders are invited for 3 nos Civil works. Bid Submission start- **27/09/2024**, Ends- **22/10/2024** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

Notice Inviting e-Bid: Govt. of West Bengal
Executive Engineer, Birbhum Division, P.W.D invite online tender vide **NIeT-18 of 2024-25.** for 02(Two) Nos. work "Erection of temporary Pandals, Stages (measuring 1200sqft) and supplying of furniture like sofa, chairs, tables, carpet, flex etc., barricading (measuring 600mtr), land development, 2nos. LED Giant screens(4mtr X 3mtr) including supporting arrangements, LED flood lights including all accessories, pedestal fan, providing LT Panel and DG Set(2set of 62.5KVA each), Sound System, CCTV Camera, 100MBPS internet facilities including all accessories and other allied works on the occasion of District Level **Durga Puja Carnival-2024 at Suri Town & Bolpur Town** in the district of Birbhum. **Tender ID:- 2024_WBPWD_759223_1&2.**
Detailed downloading done **http://wbtenders.gov.in.**
Executive Engineer
Birbhum Division, P.W.D.

AROHAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
61, Rajdanga Gold Park, East Kolkata Township, Kol-700107
E-mail : arohanchsl@gmail.com
Arohan Co-operative Housing Society Ltd. intends to build one G+4 storied building on plot No. IIB-3528, Premises No. 10-0542, Action Area-II, New Town, Kolkata for which the said societies inviting quotation to appoint one bonafied, experienced Architect and Developer for building construction, as per rules & regulations of West Bengal Housing Co-Operative Society & WBHIDCO.
The quotation must be sent to the mailing address within 10 days from publication date.
Date of opening of the quotation will be on 11th Day from publication.
Sd/-
Soumitrendu Dalapati
Secretary
Arohan Co-op. Housing Society

NIT No. 04/2024-25, DT. 26/09/2024
E-Tender is being invited by WBCADC, Tamluk-1 Project, Dept. of P & RD, Govt. of W.B., Ranasinga, Kelomal, Purba Medinipur. **Construction of hanging seed bed under RKVY (New Projects) at Irrinchi farm under WBCADC, Tamluk Project. F.Y-2024-2025**. Details of which will be available from this office during the office hours or at **https://wbtenders.gov.in** from **30/09/2024.** Tender ID: **2024_PRD_758576_1** Bid submission end date for the following works **25/10/2024 at 16:30 hrs.** Estimated Cost **Rs. 366159.00**
SD/-
Officer In-Charge
WBCADC, Tamluk Project
Dept. of P & RD,
Govt. of WB
Mob No: 9732597683, 9434667766

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 24/WS/Eng/24 dt. 27.09.24 Visit to website www.wbtenders.gov.in For details please contact to Tender Cell, AMC
SE,
Asansol Municipal Corporation

Rishra Gram Panchayat
Bamunari, Dankuni, Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are being invited from the eligible contractor for execution of different development works under **15th FC Untied Fund** vide **e-Tender No.: 010/e-NIT/RIS/2024-25, Date: 27.09.2024.** Bid Submission Start Date: **27.09.2024 at 06:55 PM.** Bid Submission End Date (Online): **02.10.2024 up to 12:00 PM.** Bid Opening Date: **04.10.2024 at 12:00 PM.** For details information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Rishra Gram Panchayat

Dhap Dhapi-1 Gram Panchayat
Kumarhat, Baruipur, South 24 PGS, 743387
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of different development work(s) under GP area. NIT details given below :- **1. 07/DD-1/2024-25, Date: 27.09.2024, (Sl.- 1-4), 2. 08/DD-1/2024-25, Date: 27.09.2024, (Sl.- 1-4),** Date of Publish of Tender: **27.09.2024 from 06.00 PM.** Last Date of Submit: **05.10.2024 up to 06.00 PM.** Date of Opening of Tender: **22.10.2024 at 11.00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & ndersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Dhap Dhapi-1 Gram Panchayat

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Invites e-tender for execution of 02 (Two) nos. of work from outside bonafide and resourceful contractors having credential of similar nature of work. **NIT No.- WBMAD/ULB/DHM/NIT-08/343(e)/2024-25.** Bid Submission Start Date: **27.09.2024.** Last date of online submission: **21.10.2024.** Detailed information available in the departmental website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

NIT NO-20/SB/EN/2024-2025, Memo No-2230/1(55)/EN/SB, Date-25/09/2024.
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work). Date of Publishing- **25/09/2024 From 18:00 houre** on **https://wbtenders.gov.in** Period and time for download of bidding documents: From- **25/09/2024 18:00 hours To-11/10/2024 14:00 hours**
Period and time of submission. Bids: **From- 25/09/2024 18:00 hours To-11/10/2024 14:00 hours.** Date for opening Technical Bid/Bids: **14/10/2024.** For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Block Development Officer
Sagardighi Development Block
Sagardighi, Murshidabad

NIT NO-19/SB/EN/2024-2025, Memo No-2229/1(55)/EN/SB, Date-25/09/2024.
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing- **25/09/2024 From 18:00 houre** on **https://wbtenders.gov.in** Period and time for download of bidding documents: **From- 25/09/2024 18:00 hours To -02/10/2024 14:00 hours**
Period and time of submission Bids: **From- 25/09/2024 18:00 hours** To **-02/10/2024 14:00 hours.** Date for opening Technical Bid/Bids: **04/10/2024.** For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/- Block Development Officer
Sagardighi Development Block
Sagardighi, Murshidabad

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Invites e-tender for execution of 03 (Three) nos. of work from outside bonafide and resourceful contractors having credential of similar nature of work. **NIT No.- WBMAD/ULB/DHM/NIT-07/342(e)/2024-25.** Bid Submission Start Date:- **27.09.2024.** Last date of online submission: **04.10.2024** Detailed information available in the departmental website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality

NIT NO-14/SB/EN/2024-2025(2nd Call), Memo No-2225/1(55)/SB/EN, Date -25/09/2024.
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing- **25/09/2024 From 18:00 houre** on **https://wbtenders.gov.in** Period and time for download of bidding documents: From- **25/09/2024 18:00 hours To-30/09/2024 14:00 hours**
Period and time of submission Bids: From- **25/09/2024 18:00 hours To-30/09/2024 14:00 hours.** Date for opening Technical Bid/Bids: **02/10/2024.** For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Block Development Officer
Sagardighi Development Block
Sagardighi, Murshidabad

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER
The EO Kh-II PS, **NIeT No.-42/E.O. Kh-II/2024-25 (Tender ID: 2024_ZPHD_758561_1 to 7), Date: 26.09.2024.** for Community Toilet under Block area. Last date of bids ends on **05.10.2024 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
EXecutive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.- Panihati, P.S.-Khardah, Dist.- North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No.- 033 2553-2909 ; Fax: 033 2553 1487
Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work **Tender Nit No.: PM/PWD/NIT-10/2024-25 dated 27.09.2024** under Panihati Municipality for details log on **www.wbtenders.gov.in**.Contact concern authority P.W.Department. Panihati Municipality at the above address. **Last Date of submission 30.10.2024.**
Sd/-
Executive Officer
Panihati Municipality

NIT NO-09/SPS/EN/2024-2025 (2nd Call), Memo No-624/1(55) EN/SPS, Date -25/09/2024
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing - **25/09/2024 From 18:00 houre** on **https://wbtenders.gov.in** Period and time for download of bidding documents: From- **25/09/2024 18:00 hours** To **30/09/2024 14:00 hours** Period and time of submission. Bids: From- **25/09/2024 18:00 hours** To **30/09/2024 14:00 hours.** Date for opening Technical Bid/Bids: **02/10/2024.** For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Executive Officer
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi, Murshidabad

Notice
Date for sealed general quotations no. **SMv/Gen.Quotn./2024/03** are hereby extended **up to 03.10.2024** for purchasing different items and renovations of different toilets and existing infrastructure/facilities. For detail list and application procedure visit college website **www.sammilanimahavidyalaya.ac.in**
Sd/- Principal
Sammilani Mahavidyalaya, Kolkata

নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে, লখনউ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশনের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। **অ্যাডমিন ইউনিট/জোন:** লখনউ-এনইআর-ডিভিশন-কমার্শিয়াল/নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের **অকশন ক্যাটালগ নং/লট নং:** এলজেএন-এফএসএলআর-১৯-২৪ **ক্যাটালগ প্রকাশিত:** ২৪-০৯-২০২৪ তারিখে ১৪:২৫ ঘন্টায়। **অকশন শুরু (সমস্ত লট):** ১৪-১০-২০২৪ ১৩:০০টায়, **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়:** ১৪-১০-২০২৪ ১৩:৪০টায়, **অকশনের ধরন:** বন্ধ সমাপ্ত, **ওয়েবসাইটের বিবরণ যেখানে নিবন্ধিত দ্বারা নিলামের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে:** **www.ireps.gov.in** -এর অকশন মডিউল
সিনিঃ ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, লখনউ
CPRO/C-148
ট্রেনে বিড়ি/সিগারেট পান করবেন না

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং ঃ এলআরসি-৩_সিটি_সাইড-ফিলিং-আর, তারিখ ২৫.০৯.২০২৪। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেন। **কাজের নামঃ** এলএইচবি কোচে অতিরিক্ত সাইড ফিলিংয়ের ব্যবস্থা সিএআই নং সিএআই/ আরসিএফ/মেক/ এলএইচবি/০৬/২৪ অনুযায়ী। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৪৯,৮৬,৬৮০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৯৯,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.১০.২০২৪ তারিখে দুপুর ২টো। **ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবেঃ** www.ireps.gov.in
(MISC-179/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার নলকুপ, ঢালায় রাস্তা এবং ড্রেন সংক্রান্ত কাজের জন্য (15th FC GRANT) থেকে দরপত্র আহ্বান করছেন। e-Tender id – (2024_ZPHD_757514_1 , 2024_ZPHD_757514_2, 2024_ZPHD_757514_3), (2024_ZPHD_758163_1, 2024_ZPHD_758163_2, [2024_ZPHD_758163_3), (2024_ZPHD_758459_1) Dated -26/09/2024. Bid Submission Start Date -26/09/2024 and Bid Submission End Date-04/10/2024 at 5.30 PM, Bid opening Date -24/10/2024 at 11.30AM. Online e- Tender সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য **www.wbtenders.gov.in** ভিজিট করুন।
ধন্যবাদান্তে
প্রধান
জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 126 to 130, 39(3rd Call), 76(2nd Call), 80(2nd Call) & 85(2nd Call)/ 2024-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil works at Bankura, Dakshin Dinajpur, Uttar Dinajpur, Jalpaiguri, Burdwan & North 24 PGS District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **28-09-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **19-10-2024 upto 3.00 pm**
Date: 27.09.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

পুজোর আহার দ্বাদশ বাহার

অষ্টমী

এদেশীয়দের অষ্টমীতে আমিষ নৈব নৈব চ। অনেকে আবার এদিনটায় অন্নগ্রহণও করেন না। তাই শাকাহারি পদেই হোক এদিনের পেটপুজো।

মাশরুম কাটলেট

উপকরণ

মাশরুম (২ কাপ), চিড়ে (২ কাপ), বিনস (৬টি), গাজর (১টি), কুচোনো কাঁচা লঙ্কা (২ টেবিল চামচ), গরম মশলা গুঁড়ো (১ চা চামচ), চাট মশলা (১/২ চা চামচ), আমচুর পাউডার (১/২ চা চামচ), কুচোনো ধনে পাতা, পাঁউরুটি, সুজি, নুন (স্বাদমতো), তেল (প্রয়োজনমতো)

পদ্ধতি

মাশরুমগুলো প্রথমে মাঝারি মাপের কেটে নিন। এরপর চিড়েগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে রেখে দিন। এরপর প্যানে তেল গরম করতে দিন। তাতে কাঁচা লঙ্কা, কুচনো বিনস, কুচনো গাজর দিয়ে ২-৩মিনিট ভালো করে ভাজুন। এরপর কেটে রাখা মাশরুমগুলো প্যানে দিয়ে দিন। শুকনো লঙ্কাগুঁড়ো, গরম মশলা, চাট মশলা, আমচুর পাউডার, চিড়ে ও স্বাদমতো নুন দিন। মিশ্রণটি যেন পাতলা না হয়। এরপর নামিয়ে নিন। হাতের সাহায্যে কাটলেটের আকারে বানিয়ে নিয়ে চটকানো পাঁউরুটি ও সুজির সাহায্যে ওপরের কোটিং তৈরি করে ফেলুন। শেষ কালে একটি কড়াইতে তেল নিয়ে আস্তে আস্তে করে মাশরুমের কাটলেটগুলো ছাড়তে থাকুন। খেয়াল রাখবেন দু'পাশ যেন ভাজা হয়। ২-৩ মিনিট হালকা আঁচে রেখে ভাজলেই তৈরি মাশরুমের কাটলেট। ধনেপাতার চাটনির সঙ্গে মাশরুমের কাটলেট পরিবেশন করুন।

আচারি গোবি

উপকরণ

আচারের স্যস তৈরির জন্য শুকনো লঙ্কা (৩টি), মেথি (১/২ চা চামচ), কালোজিরে (১/২ চা চামচ), গোটা সরষে (১/২ চা চামচ), সাদা জিরে (১ চা চামচ), লেবুর রস (২ টেবিল চামচ)

অন্যান্য উপকরণ সরষে (১/২ চা চামচ), কালোজিরে (১/২ চা চামচ), দারচিনি (১ ইঞ্চি), ফুলকপির টুকরো করে কাটা (১টি), টমেটো পিউরি (১/২ কাপ), আদাবাটা (১ টেবিল চামচ), দই (২ টেবিল চামচ), চিনি (১ চা চামচ), লঙ্কার গুঁড়ো (১ টেবিল চামচ), ধনেপাতা (১/২ কাপ), তেল-নুন (স্বাদমতো)

পদ্ধতি

আচারের জন্য রাখা উপকরণগুলো শুকনো কড়াইতে ভেজে নিন। ঠান্ডা হলে মিক্সিতে দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। এবার কড়াইতে ২ টেবিল চামচ তেল গরম করুন। এবং ফুলকপির টুকরোগুলো ভেজে নিন। আরও কিছুটা তেল দিয়ে সরষে, কালোজিরে, দারচিনি ফোড়ন দিন। তারপর আদাবাটা আর টমেটো পিউরি দিয়ে কষাতে থাকুন। স্বাদমতো নুন-মিষ্টি দিন। এবারে আচারি মশলা দিয়ে দিন। কিছুক্ষণ আরও নাড়াচাড়া করে ফুলকপির টুকরোগুলো দিয়ে কষিয়ে নিন। এবার শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো আর ফেটানো দই দিন। আরও পাঁচ মিনিট মতো রান্না করুন। অল্প জল ঢেলে ঢাকা দিয়ে ফুলকপি সেদ্ধ হতে দিন। গ্রেভি গা-মাখা অবস্থায় ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

পনির কুলচা

উপকরণ

ডো-এর জন্য ময়দা (২ কাপ), দই (১/৪ কাপ), বেকিং পাউডার (১ চা চামচ), বেকিং সোডা (১/৪ চা চামচ), চিনি (১ চা চামচ), নুন (১/২ চা চামচ), নুন (১/২ চা চামচ), তেল (৩ চা চামচ), জল (প্রয়োজন মতো)। পুর তৈরির জন্য পনিরের টুকরো (২ কাপ), লঙ্কা কুচি (১ টি), আদা বাটা (১ চা চামচ), কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো (১ চা চামচ), গরম মশলাগুঁড়ো (১/২ চা চামচ), আমচুর (১ চা চামচ), জোয়ান (১/২ চা চামচ), ধনেপাতা কুচি (২ চা চামচ), নুন (স্বাদ মতো)। অন্যান্য তিল (২ চা চামচ), ধনেপাতা কুচি (৩ টেবিল চামচ), মাখন (২ টেবিল চামচ)।

পদ্ধতি

পাত্রে ময়দা, দই, বেকিং সোডা, বেকিং পাউডার, চিনি, নুন ও ২ চা চামচ তেল দিয়ে ভালো করে মাখুন। এসময় গরম জল দিয়ে মাখতে পারেন। হয়ে গেলে ১০ মিনিট রেখে দিন। এবার একটি প্যাকেটে পাত্রের ওপর দিয়ে ঢাকা দিয়ে ২ ঘণ্টা রেখে দিন। অন্য দিকে, একটি পাত্রে গ্রেট করা পনির নিন। এতে লঙ্কা কুচি, আদা বাটা,

লঙ্কা গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, আমচুর, জোয়ান, ধনেপাতা কুচি ও নুন দিয়ে ভালো করে মাখুন। এবার ময়দার ডো থেকে ক'টা লেচি কেটে নিন। তাতে পুর হিসেবে পনিরের মিশ্রণ দিন। এবার বেলে নিন। ওপর থেকে তিল ও ধনেপাতা দিন। চাটু গরম হলে তেল দিন। কুলচা ভেজে নিন। দু' পিঠ ভাজা হয়ে গেলে নামিয়ে ওপরে মাখন মাখিয়ে পরিবেশন করুন।

TAPSIL JATI ADIBASI PRAKTAN SAINIK KRISHI BIKASH SHILPA KENDRA
Implementing the Vision of Viksit Bharat
APPROVED ORGANISATION BY

PRESENTS

NARSINGHA একদিন দশভুজা শারদ সম্মান ২০২৪

In Association With রূপসী বাংলা

Co-Sponsor MAKEMI SMART TODAY

EKDIN Puja Registration Form

(Please fill the form in Capital Letter)

1. Name of Puja Committee & Address:..

....

2. Name of the President: .... Mobile: ....
3. Name of the Secretary: .... Mobile: ....
4. Name of the Other Contact Persons: .... Mobile:..................
5. (a) Puja: Theme or Traditional (Tick one) :

   (b) Puja theme & Artist: ....
6. Puja Budget: ....
7. Any Social activities done between last One Year:..............................

Terms & Conditions: (i) All Judgments will be selected by online system. (ii) Puja Committee should display Banner (6ft x 4ft) in prominent position in puja pandels. (iii) After 100 puja selection committee We will add one person's mobile no. to our whatsApp group. Puja Committee will send 2 minutes video on puja theme. (iv) Only Kolkata & Salt Lake Baroari Puja will come under the jurisdiction of the competition. (v) Last date of submission of application is 28/09/2024. (vi) Entries which are completed in all respect shall be eligible for the competitions. (vii) The event officials' decisions must be granted.

We agree to abide by the terms & Conditions.

Date & Place:

Signature on behalf of Puja Committee with Seal

Form Submission Centre: 'PHOENIX', 6/16A, Podder Nagar, Kol-700068, Near South City Mall. 'EKDIN' 1, Old Court House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room No. 306, Kolkata-700001 || Contact: 8420444073, 8697722990

Digital Partner বাংলা বলছে | Event Organiser wide angle | Event Management PHOENIX Panacea For Your Brand | Sales & Planning Partner Lime Light | PR PARTNER LEVERAGE ENTERPRISES

'তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়', থিমে বার্তা ভবানীপুর ৭৫ পল্লির

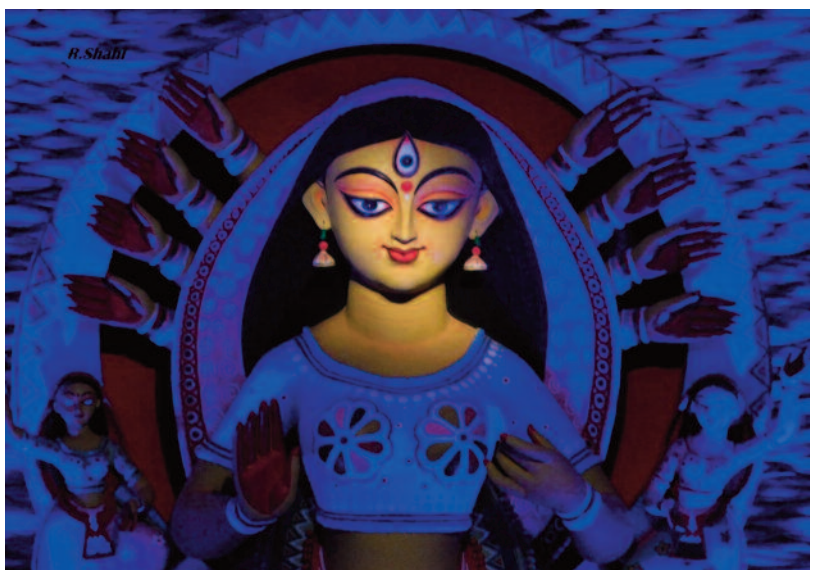

শুভাশিস বিশ্বাস

'বাঙালির দুর্গাপুজো' এই শব্দবন্ধ শুনলেই সবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে কলকাতার পুজোর একটা ছবি। সময়ের প্রেক্ষিতে কলকাতার পুজোর সংস্কৃতি অবশ্য় বদলেছে অনেকটাই। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বাঙালির দুর্গাপুজোকে আমরা ভাগ করতে পারি দুটো ঘরানায়। একটি সাবেকি আর অপরটি থিমের পুজো। বিংশ শতকের সাতের দশকেও থিম পুজো রমরমা চোখে পড়তো না কলকাতায়। তবে বিংশ শতাব্দীর আটের দশকের থেকে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে কলকাতার পুজোয়। এই থিমের ছোঁয়ায় দেবী দুর্গার সেই দশপ্রহরণধারিনীর রূপ বদলে লাগে এক আর্টিস্টিক ছোঁয়া। এরই পাশাপাশি তাল মিলিয়ে মণ্ডপ নির্মাণেও আসে পরিবর্তন। বঙ্গ জীবনের কোনও এক বিশেষ ঘটনাকে দর্শনার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা হতে থাকে এই থিমে। দুর্গাপুজোর এই পরিবর্তনকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন কলকাতাবাসীর এক বিরাট অংশ। আবার কারও মতে থিমের পুজোয় দেবী দুর্গার আরাধনার ভাবগম্ভীর আবহ কোথাও যেন উধাও। তবে এতে একফোঁটা কমেনি কলকাতার পুজোর আকর্ষণ। আর কলকাতার এই পট পরিবর্তন যে ঘটবে তা অনেক আগেই যেন মানস চক্ষে দেখেছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশ। যা ফুটে উঠেছে তাঁর সুচেতনা কবিতার প্রতিটি ছত্রে-ছত্রে। এই কবিতাতেই কবি লিখেছেন, 'তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়'। যেখানে 'তোমার' অর্থে বোঝানো হয়েছে কলকাতাকেই। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এই কবিতা যখন কবি রচনা করেছেন তখনও কলকাতা সে অর্থে তিলোত্তমা হয়ে ওঠেনি। তবে তিনি স্বপ্ন দেখতেন, 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে।' একবিংশ শতকের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এটা বলাই যায়, কবি জীবনানন্দের স্বপ্ন স্বার্থক। আর কবির এই কথাতেই ভবানীপুর ৭৫ পল্লির পুজো উদ্যোক্তারা খুঁজে পেয়েছেন তাঁদের পুজোর থিম। যেখানে কবির এই কল্পনা কতখানি বাস্তবোত্তীর্ণ তা ২০২৪-এর পুজোতে তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁরা। আর সেই কারণেই তাঁরা 'তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়' এই পংক্তিটি থিমের ট্যাগ লাইন হিসেবে বেছে নিতে দ্বিধা করেননি। ২০২৪-এ ভবানীপুর ৭৫ পল্লি পা রেখেছে ৬০ বছরে। অর্থাৎ, 'হীরক জয়ন্তী' বর্ষ। ফলে এবারের এই পুজোর একটা বাড়তি আকর্ষণ যে থাকবে তা আলাদা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। এদিকে ভবানীপুর ৭৫ পল্লি মানে দক্ষিণ কলকাতার গেটওয়ে। উত্তর বা পূর্ব কলকাতা থেকে দক্ষিণের পুজো দেখতে গেলে এটি পড়ে সর্বপ্রথমে। এটিকে অতিক্রম করার পরই শুরু হবে দক্ষিণের সব হেভিওয়েট পুজো।

২০২৪-এ দক্ষিণের এই পুজো উদ্যোক্তারা তাঁদের থিমের মধ্যে দিয়ে বার্তা দিতে চেয়েছেন, সময়ের সঙ্গে রূপ বদলাচ্ছে কলকাতার। বিংশ শতকের ছয়ের দশকের সঙ্গে যেন কোনও ভাবেই মেলানো যায় না একবিংশ শতকের কলকাতাকে। বিংশ শতকের ছয়ের দশকে কলকাতা বলতে মানুষ বুঝতো, বাঙালির 'মাছ-ভাত' খাওয়ার সংস্কৃতি। একইসঙ্গে 'বাঙালি' বলতো বোঝাতো 'রসগোল্লা', 'মিষ্টি দই' থেকে শুরু করে সারিবদ্ধ হয়ে চলা 'ট্রাম', 'ডবল ডেকার বাস', 'হলুদ ট্যাক্সি' (যাঁর চালকেরা অধিকাংশই ছিলেন পাঞ্জাবি) আর 'কলকাতার ফুটবল'। আর যে কারণে বাঙালি প্রসিদ্ধ ছিল তা হল 'রক-আড্ডা', যেখানে চায়ের ভাঁড়ে তুফান উঠতো বাংলার রাজনীতি নিয়ে। তবে সময়ের সঙ্গে বদলেছে কলকাতার এই ছবি। ঝকঝকে রাস্তাঘাট থেকে উধাও হয়েছে ট্রাম। কোথাও নজরে পড়ে না লাল রংয়ের সেই ডাবল-ডেকার বাসও। 'রক-আড্ডা'ও যেন কোথাও উধাও। ফলে রাজনীতি নিয়ে সেই চর্চাও আজ চোখে পড়ে না। সর্বোপরি বাঙালি বলতে সারা দেশ, সারা বিশ্ব বোঝে রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, সত্যজিত রায়কে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে বাঙালির আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু থেকে যেন এঁরা ক্রমেই সরে যাচ্ছেন। সব মিলিয়ে বাঙালি যেন সরে আসছে তার 'ইন্টেলেকচুয়াল' সংস্কৃতি থেকে। এমনকি সত্যি বলতে, কলকাতা ফুটবল লিগ বা শিল্ড নিয়ে যে উন্মাদনা ছিল তাও আজ অনেকাংশেই উধাও। বাণিজ্যিকীকরণ গ্রাস করেছে কলকাতার ফুটবলকে। তবুও কলকাতা আছে সেই কলকাতাতেই। কারণ, এখনও 'কলকাতা' এই শব্দবন্ধের সঙ্গে জড়িয়ে সেই 'মাছ-ভাত', সেই 'ফুটবল', 'রসগোল্লা' আরও কত কী! কলকাতায় হাজারো সমস্যা থাকলেও তাকে নিয়ে কারও মনে কখনও স্থান পায়নি কোনও বিরূপতা। কারণ, কলকাতা যে বঙ্গ সংস্কৃতির পীঠস্থান। এতো কিছু পরিবর্তনের পরও কলকাতা আছে সেই কলকাতাতেই, এটাকেই পাখির চোখ করে থিমের মাধ্যমে তুলে ধরতে চাইছে ভবানীপুর ৭৫ পল্লি। এই থিমের কথা বলতে গিয়ে শুধু জীবনানন্দের কথাই বা বলি কেন, একই দ্যোতনা ফুটে উঠেছে কবি শঙ্খ ঘোষের লেখনিতেও। যেখানে কবি শঙ্খ ঘোষ বলেছেন, 'এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা। হেঁটে দেখতে শিখুন'। শঙ্খ ঘোষের এমন সমকালীন আর প্রাসঙ্গিক উচ্চারণ আমাদের দেখতে শেখায়, ভাবতে শেখায়। যে শহরের সাথে আমাদের নাড়ির টান। ঐতিহ্যর অলিগলি রাজপথে আধুনিকতায় মিশে যায় সময়ের স্রোতে। এ শহর স্রোতস্বিনী। আমরা ভাসি আবেগে, ভালোবাসায়।

আসছে মা সাজছে শহর

এর পাশাপাশি পুজো উদ্যোক্তারা এও জানান, ২০২৪-এর এই থিমের পরিকল্পায় রয়েছেন প্রখ্যাত শিল্পী শিবশংকর দাস। তাঁরই হাতে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। মণ্ডপে থাকছে এক 'রাস্টিক লুক'। মণ্ডপে পা রাখলে মনে হবে 'ইনস্টলেশন' ব্যাপারটা অনেকটাই যেন কম। আর এই মণ্ডপ নির্মাণে ব্যবহার করা হচ্ছে ইকো-ফ্রেন্ডলি সব জিনিস। নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে রাখা হয়েছে লোহা, অ্যাসবেস্টস শিট, রং। থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আলোকসজ্জাও করছেন শিবশংকরবাবুই। থিমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজস্ব শৈল্পিক ভাবনায় মূর্তির রূপদান করছেন আরও এক প্রখ্যাত শিল্পী সনাতন দিন্দা। থিমের পুজো হলেও সব মিলিয়ে সাবেকি আবহ-ই থাকবে পুজো মণ্ডপ থেকে সমগ্র পুজোর কর্মকাণ্ড জুড়ে।

এই পুজোর যেহেতু ডায়মন্ড জুবিলি সেইকারণে বাজেটটাও বেশ একটু বেশি-ই। ৭০ লাখ। তবে এই বিপুল বাজেট যে শুধু চাঁদা থেকে আসে তা কিন্তু নয়। বহু কর্পোরেট সংস্থা এই পুজোর পিছনে রয়েছে। আর ভবানীপুরের এই ডায়মন্ড জুবিলি যাতে সবাই স্মরণে রাখেন সেই কারণে এবার পুজোর প্রসাদ বন্টনে থাকছে এক নয়া চমকও। এলাকার সব পরিবারের কাছে যাতে নবমীর দিন মায়ের ভোগ পৌঁছায় সেদিকে রাখা হবে বিশেষ নজর। আর এই ভোগ পাঠানো হবে স্টিলের টিফিন কেরিয়ারে। যার উপর খোদিত থাকবে ভবানীপুরের গোল্ডেন জুবিলির কথাও। এককথায় এ এক ধরনের স্মারক ছাড়া আর কিছুই নয়। দক্ষিণের এই হেভিওয়েট পুজোর উদ্বোধন হবে দ্বিতীয়া বা তৃতীয়ার দিন। তবে উদ্বোধন কবে তা নির্ভর করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরেই। কারণ,এ যে তাঁর ঘরের পুজো। তিনি যেমন সময় দেবেন তার ওপরেই নির্ভর করে এই পুজোর উদ্বোধনের নির্ঘণ্ট। আর গত কয়েক বছর ধরে পুজো কার্নিভালের মধ্যে দিয়েই গঙ্গাবক্ষে নিরঞ্জন হয় মাতৃপ্রতিমার। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হবে না বলেই মনে করছেন পুজো উদ্যোক্তারা। আর এই নিরঞ্জনের সঙ্গেই শুরু হয় আগামী বছরের পথচলা।